CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-307 ■ 17 August, 2025 ■ আগরতলা ১৭ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আলাস্কায় ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকে শান্তির বার্তা

হয়নি কোন চুক্তি, বল গেল জেলেনস্কির কোর্টে

আলাস্কা, ১৬ আগস্ট ।। অবশেষে গোটা বিশ্ব দুই শক্তিধর দেশের প্রধানের মধ্যে বৈঠকে আলোচনা গঠনমূলক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীল বলে জানতে পারল। কিন্তু, কোনো চুক্তি না হওয়ায় পুরোটা নিশ্চিন্ত হতে পারল না। অবশ্য ট্রাম্প-পুতিন উভয়েই বিশ্ববাসীর মনে আশা জাগিয়ে রেখেছেন। কারণ, রাশিয়া ও ইউক্রেনের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সমাপ্তির বল এখন জেলেনস্কির কোর্টে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তাই, আগামী সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ডাকে বৈঠকে মিলিত হবেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।

রাশিয়া ও ইউক্রেনের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সমাপ্তি এবং ইউরোপীয় নিরাপত্তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শনিবার আলাস্কার আঙ্করেজ শহরে একটি 'উচ্চ-স্তরের' সম্মেলনে মিলিত হন। যদিও এ সম্মেলন থেকে কোনো শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি, তবে উভয় নেতা এটিকে "গঠনমূলক ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীল" আখ্যা দিয়েছেন।

উভয় নেতা নিজ নিজ প্রেসিডেন্ট বিমানে করে আলাস্কার জয়েন্ট বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে পৌঁছান। ট্রাম্প পুতিনকে অভ্যর্থনা জানানোর সময় হাততালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানান। শুরুতেই দুই নেতা উষ্ণ করমর্দনের মাধ্যমে তাঁদের আলোচনার সূচনা করেন। তবে পূর্ব পরিকল্পিত একান্ত বৈঠকের পরিবর্তে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার শীর্ষ উপদেষ্টাদের সঙ্গে নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ উপস্থিত ছিলেন। পরে এক বিস্তৃত মধ্যাহ্নভোজ বৈঠকে দুই দেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও অংশ নেন।

এই বৈঠক ছিল ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালের ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনের পর পুতিনের প্রথম পশ্চিমা সফর। বৈঠক চলেছে প্রায় তিন ঘণ্টা। আলোচনার পর অনুষ্ঠিত হয় যৌথ সংবাদ সম্মেলন, যেখানে কোনো প্রশ্ন নেওয়া হয়নি। পুতিন বলেন, আলোচনা অত্যন্ত গঠনমূলক ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীল ছিল। আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একমত হয়েছি। ট্রাম্প জানান, আমাদের বৈঠক অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। বেশ কিছু বিষয়ে একমত হয়েছি, যদিও কয়েকটি বিষয়ে এখনো অমীমাংসিত। তবে দুই নেতা স্বীকার করেছেন, এখনো কোনো শান্তিচুক্তি হয়নি। ট্রাম্প বলেন, চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত চুক্তি হয়নি। এদিন পুতিন ইউক্রেন ও ইউরোপীয় দেশগুলিকে সতর্ক করে বলেন, এই অগ্রগতিকে যেন কেউ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে ভাষণে

সুদর্শন চক্র মিশন ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ আগস্ট।। *'সুদর্শন চক্র মিশন' নামের একটি মহৎ উদ্যোগের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই মিশনের মাধ্যমে আগামী দশকের মধ্যে ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গঠন এবং সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে চালু করা হবে। ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ওই ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, এই শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী হামলার বিরুদ্ধে শুধু প্রতিরোধ নয়, পাল্টা আঘাত হানার সক্ষমতাও গড়ে তোলা হবে। আকাশ, ভূমি ও সাগর-সীমায় শত্রুদের দ্রুত নিষ্ক্রিয় করতে সক্ষম হবে।*

এদিন প্রধানমন্ত্রী আরও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, ভারতের যুদ্ধবিমান প্রকল্পের জন্য দেশীয় জেট ইঞ্জিনের উন্নয়ন কতটা প্রয়োজন। তিনি বললেন, রক্ষণশীল উতাদন খাতে এগিয়ে চলা অপরিহার্য। 'অপারেশন সিঁদুর' সাফল্যের জন্য সামরিক বাহিনীকে সাধুবাদ জানান মোদি। তিনি বললেন, এ অভিযানে পাকিস্তানের ওপর জোরালো আঘাত হানা হয়েছে। সেই ক্ষত দেশের প্রতি দিন নতুন করে প্রকাশ পাচ্ছে। প্রসঙ্গত, এ বছর মোদি স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে রেকর্ড সৃষ্টি করে ১০৩ মিনিট কথা বলেছেন। যা ২০২৪ সালের তার ৯৮ মিনিটের রেকর্ড ছাড়িয়েছে। এটি তার দীর্ঘতম ভাষণ।

মোদী ভাষণে বলেন, 'সুদর্শন চক্র মিশন' ভারতের কৌশলগত, সামরিক, বেসরকারি ও ধর্মীয় সংবেদনশীল স্থাপনা রক্ষা করবে এবং নতুন ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্ত্র ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। এই সিস্টেমের লক্ষ্য ইসরায়েলের আইরন ডোমের মতো একটি বহুপর্দা প্রতিরক্ষা নেটওয়ার্ক তৈরি করা, যা হামাস ও হিজবুল্লাহর হাজার হাজার রকেট মহিলা সম্ভব করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী দশক অর্থাৎ ২০৩৫ সালের মধ্যে আমি চাই দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে বিস্তৃত, শক্তিশালী ও আধুনিক করা হোক। আমরা শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এই মিশন শুরু করছি। এই পুরো আধুনিক ব্যবস্থা তৈরি হবে দেশীয় মেধা ও তরুণদের ক্ষমতায়ন করে। তিনি এটাও বলেন, এই শক্তিশালী সিস্টেম শুধু সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ প্রতিহত করবে না, বরং প্রতিবাদী হামলাও চালাবে। দেশীয় উদ্ভাবন ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতীক হিসেবে 'সুদর্শন চক্র মিশন' দেশের আত্মনির্ভরতার সংকল্পকে প্রতিফলিত করে।

পাকিস্তানের প্রতি কড়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে মোদী বলেন, সন্ত্রাসীদের আর তাদের আশ্রয়দাতাদের উভয়কেই সমানভাবে মোকাবেলা করা হবে এবং ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে, যে কাউকে যেকোনো ভবিষ্যৎ অনুপ্রবেশের জন্য শাস্তি দিতে। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সফলতায় পুনরায় গর্ব প্রকাশ করে মোদী বলেন, এটি পাকিস্তানের ওপর একটি কঠোর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রপতি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পুলিশ পদক প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগষ্ট।।*: আসাম রাইফেলস ময়দানে রাজ্যভিত্তিক স্বাধীনতা দিবস পালন অনুষ্ঠানে এবছর যেসব পুলিশ অফিসার ও কর্মীগণ রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক পাচ্ছেন তাদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তারা হলেন ডেপুটি আই.জি.পি. নর্দান রেঞ্জ রতিরঞ্জন দেবনাথ, টি.এস.আর. প্রথম ব্যাটেলিয়নের সুবেদার (জি.ডি.) পাসুরাম দেববর্মা, টি.এস.আর, পঞ্চম ব্যাটেলিয়নের হাবিলদার (জি.ডি.) দিলীপ কুমার সিংহ, স্পেশাল ব্রাঞ্চের কনস্টেবল ধ্রুব কাপালি, কে.টি.ডি.এস. পুলিশ ট্রেনিং একাডেমির কনস্টেবল উত্তম দেবনাথ, উত্তর জেলার কনস্টেবল হেমেন্দ্র চন্দ্র নাথ। ২০২৬ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে তাদের পুরস্কৃত করা হবে। আজ এই অনুষ্ঠানে ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে প্রজাতন্ত্র দিবস ও স্বাধীনতা দিবসে*

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে বার্তা ডা. মানিক সাহার

বাজপেয়ীর আদর্শকে পাথেয় করে চলুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগষ্ট।। অটল বিহারী বাজপেয়ীর আদর্শকে সামনে রেখে প্রত্যেকের মানুষের জন্য কাজ করা উচিত। বর্তমানে দেশের উন্নয়ন শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং সেটা সম্ভব হয়েছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মতো কিংবদন্তি নেতৃত্বের কারণে। দেশের প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রয়ান দিবস উপলক্ষে আজ আগরতলার প্রদেশ বিজেপির কার্যালয়ে আয়োজিত শ্রদ্ধাঞ্জলি কার্যক্রমে অংশ নিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

শ্রদ্ধাঞ্জলি কার্যক্রমে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী আমাদের মার্গদর্শন দেখিয়েছেন। তিনি তিনবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এরমধ্যে প্রথমবার খুব স্বল্প সময়ের জন্য দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। দায়িত্ব পালন কালে তিনি গোটা দেশবাসীর হৃদয়ে দাগ রেখে গিয়েছেন, যেটা আজ স্মরণ করার দিন। উনার জন্মদিনও আমরা পালন করে থাকি। সারা ভারতবর্ষে তাঁকে নিয়ে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা জড়িয়ে রয়েছে। এমন একজন ব্যক্তিত্ব খুব স্বল্প সময়ের জন্য দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। দায়িত্ব পালন কালে তিনি গোটা দেশবাসীর বাজপেয়ীর প্রয়াণ দিবস। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী যে মার্গদর্শন আমাদের দেখিয়ে গেছেন, একটা পার্টি কিভাবে চালাতে হয়, একটা পার্টির কি কি বৈশিষ্ট্যতা থাকা দরকার, সেটা প্রতিনিয়ত এধরণের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান জানিয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত যে পার্টিকে কিভাবে চালাতে হবে, সংগঠনকে কিভাবে চালাতে হবে এবং সংগঠনে থাকতে গেলে আমাদের কি কি করতে হবে। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও সেই দিশায় কাজ করছেন। আমাদের সংগঠনের যারা প্রধান ছিলেন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অক্সিজেনের অভাবে রোগীর মৃত্যু অভিযোগ মোহনপুর পিএইসির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগষ্ট।। মোহনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসকের গাফিলতিতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এমনটাই অভিযোগ তুলেছে মৃতের পরিবারের সদস্যরা। মৃতের ছেলের অভিযোগ, অক্সিজেনের অভাবে তাঁর বাবার মৃত্যুর হয়েছে। অক্সিজেন নেই হাসপাতালে, তাঁর বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর পরিষেবার দিতে না পারলেও জিবি হাসপাতালে রেফার লেখার জন্য কোন কর্তব্যরত চিকিৎসক ছিলেন না।

ওই ঘটনায় কিছুক্ষনের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল।

ঘটনার বিবরণে মৃতের ছেলে জানিয়েছেন, শনিবার ভোরে মোহনপুরের জগৎপুর এলাকার দীপঙ্কর দেবনাথকে শ্বাসকষ্ট জনিত কারণে মোহনপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়েছিল। ওই সময় একজন জুনিয়র ডাক্তার তাকে দেখেছিল। কিন্তু তিনি নাকি অক্সিজেন চালু করতে পারেননি। এমনকি সিনিয়র ডাক্তার ছাড়া রোগীকে রেফারও করা যায়নি। অপেক্ষা করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন দীপঙ্কর দেবনাথ। এমনি অভিযোগ তার পরিবারের। ওই ঘটনায় কিছুক্ষনের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল।

জিবিতে বাথরুমে সন্তান প্রসব ঘিরে লঙ্কাকান্ড, উদ্ধার মৃত শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগষ্ট।। এক গর্ভবতী মহিলা ডাক্তার দেখানোর জন্য জিবি হাসপাতালে গিয়েছিলেন। কিন্তু হাসপাতালের বাথরুমে মহিলা সন্তান প্রসব করেন। পরে হাসপাতালের বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীরা দেখেন মহিলার স্বামী শিশুটিকে ব্যাগ ঢুকিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তখন তাকে আটক করা হয়। সাথে সাথে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ শিশুটিকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, মোহনপুর কলকলিয়া এলাকার নিপু দাস তাঁর স্ত্রীকে ডাক্তার দেখানোর জন্য জিবি হাসপাতালে গিয়েছিলেন। কিন্তু ডাক্তার দেখানোর আগেই হাসপাতালের বাথরুমে মহিলা পুত্র সন্তান প্রসব করেন। পরবর্তী সময়ে মহিলা প্লাসেন্টা নিয়ে ডাক্তার দেখাতে গেলে তাঁকে বাচ্চার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে সে কোনো উত্তর দেয় নি। ওই সময় হাসপাতালের নিরাপত্তা কর্মীরা নিপু দাসকে একটি বাজারের ব্যাগে করে বাচ্চা নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখতে পান। সাথে সাথে তাঁরা নিপু দাসকে আটক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতা দিবসে স্বেচ্ছায় রক্ত দিলেন সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগষ্ট।। স্বাধীনতা দিবসে অমরপুরে একটি রক্তদান শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

আজ পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের লোকসভা সাংসদ তথা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব স্বাধীনতা দিবসের এই ঐতিহাসিক দিনে প্রথমে অমরপুরের সর্বং-এ শান্তিকালী আশ্রমে উপস্থিত হয়ে আশ্রমের প্রধান শ্রী চিত্ত মহারাজ এবং স্কুল ও হোস্টেল থেকে আগত জনজাতি ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তলন করেন। তারপর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টির পরিকল্পনা চলছিল সজাগ পুলিশ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগষ্ট।। *ত্রিপুরায় অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি করার পরিকল্পনা চলছিল। কিন্তু এধরণের নাশকতামূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন সর্বদাই সজাগ রয়েছে। চিন্তার কোনো কারণ নেই। আগামীদিনেও এর বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন সজাগ থাকবে। গতকাল কাঞ্চনপুরে সদ্য গঠিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী টিইউএনএফ-এর দুই জঙ্গি আটকের ঘটনায় এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।*

প্রসঙ্গত, গতকাল উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ গোপন সূত্রে প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ভাঙমুন থানার অন্তর্গত ভাঙমুন নাকা পয়েন্টে একটি যানবাহন আটক করে। তাতে তল্লাশি চালিয়ে সদ্য গঠিত সন্ত্রাসা গোষ্ঠী টিইউএনএফ-এর একটি পরিকল্পিত হামলার চক্রান্ত ভেস্তে দিয়েছে। পাশাপাশি তাদের বিস্ফোরকে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার করেছে। সাথে গ্রেফতার করা হয়েছে দুই জঙ্গিকে। আজ এ বিষয় নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি করার পরিকল্পনা চলছিল। তাতে সরকারের একটি গভীর চিন্তার বিষয় ছিল। কিন্তু এধরণের নাশকতামূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন সর্বদাই সজাগ রয়েছে। যার কারণে গতকাল পুলিশ এতবড়ো সাফল্য পেয়েছে।

তাঁর কথায়, রাজ্যে বিরাট নাশকতার পরিকল্পনা চলছিল। বর্তমানে চিন্তার কোনো বিষয় নেই। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল দুই জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একমাত্র

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গান্ধীঘাটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন না করায় প্রতিবাদ আশিস সাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগষ্ট।। গান্ধীঘাটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন না করে রীতি ভঙ্গ করেছে রাজ্য সরকার। আজ সরকারের রীতি ভঙ্গ নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

এদিন তিনি বলেন, ধারাবাহিকভাবে স্বাধীনতা দিবসের সরকারি অনুষ্ঠানের আগে গান্ধীঘাটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়ে থাকে। তারপর রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার কর্মসূচি চলতে থাকে। বিগত দিনেও রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, সহ বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীরাও গান্ধীঘাটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন। কিন্তু গতকাল দেখা গিয়েছে গান্ধীঘাটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন না করে রীতি ভঙ্গ করেছে রাজ্য সরকার। স্বাধীনতা দিবসে গান্ধীঘাটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন না করায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি।

গোয়েন্দা জালে বাংলাদেশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগষ্ট।। দীর্ঘদিন ধরে বিশালগড় জুড়ে ঘোরাফেরা করলেও বাংলাদেশী নাগরিককে পুলিশ আটক করেনি। কিন্তু শনিবার পুলিশের গোয়েন্দা শাখার জালে ধরা পড়ে ওই বাংলাদেশী নাগরিক।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে বিশালগড় জুড়ে ঘোরাফেরা করলেও তাকে আটক করেনি বিশালগড়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১৭ আগস্ট, ২০২৫ ইং
৩১শ্রাবণ, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

শ্রীকৃষ্ণ শুধু দেবতা নন প্রেম, জ্ঞান ও ন্যায়ের প্রতীক

জন্মাষ্টমী হইলো হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান উৎসব। এটি ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি হিসেবে পালিত হয়। এই দিনটি প্রতি বছর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে উদযাপিত হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ কেবল একজন দেবতা নন, তিনি প্রেম, জ্ঞান, এবং ন্যায়ের প্রতীক। তাই তার জন্মদিন শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি মানব জীবনে ভালোবাসা, প্রজ্ঞা এবং সত্যের জয়কে স্মরণ করার এক অনন্য ।জন্মাষ্টমীর মূল কাহিনী মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত আছে। প্রায় ৫ হাজার বছর আগে মথুরা নগরীতে অত্যাচারী রাজা কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। কংস ছিলেন কৃষ্ণের মাতুল এবং তিনি দৈববাণী শুনিয়াছিলেন যে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তাহাকে হত্যা করিবে। তাই তিনি দেবকী এবং বসুদেবকে কারারুদ্ধ করিয়া তাহাদের ছয়টি সন্তানকে হত্যা করেন। কিন্তু অষ্টম সন্তান কৃষ্ণ যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। কারাগারের দ্বার খুলিয়া যায় এবং বসুদেব শিশু কৃষ্ণকে নিয়া যমুনা নদী পার হইয়া গোকুলে নন্দ ও যশোদার কাছে রাখিয়া আসেন। এভাবেই কৃষ্ণ কংসের হাত থেকে রক্ষা পান এবং পরবর্তীতে কংসকে বধ করিয়া পৃথিবীতে শান্তি ফিরাইয়া আনেন।

জন্মাষ্টমীর দিন ভক্তরা নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন। এই দিন অনেকেই উপবাস পালন করেন এবং মধ্যরাতে কৃষ্ণের জন্মলগ্নে পূজা ও আরাধনা শেষে উপবাস ভাঙেন। জন্মাষ্টমীর দিন মন্দিরে মন্দিরে বিশেষ পূজা ও আরতির আয়োজন করা হয়। ভক্তরা কৃষ্ণের মূর্তি সাজান, দোলনায় বসাইয়া দোল দেন এবং নানারকমের প্রসাদ তৈরি করেন, যাহার মধ্যে মাখন ও মিছরি অন্যতম। এর কারণ, ছোটবেলায় কৃষ্ণ মাখন চুরি করিতে খুব ভালোবাসিতেন, তাই তাহার অপর নাম 'ননীগোপাল' ।অনেক জায়গায় এই দিনে দহি হাঁড়ি ভাঙার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এটি ভগবান কৃষ্ণের শৈশবের মাখন চুরির লীলাকে স্মরণ করে। এই অনুষ্ঠানে যুবকরা মানব পিরামিড তৈরি করিয়া উঁচুতে ঝোলানো মাখনের হাঁড়ি ভাঙিয়া ফেলেন। এছাড়াও, বিভিন্ন জায়গায় কৃষ্ণের জীবন ও লীলা নিয়ে নাটক বা রাসলীলার আয়োজন করা হয়।

জন্মাষ্টমী শুধুমাত্র একটি উৎসব নয়, এর মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক বার্তা নিহিত আছে। এটি আমাদের শেখায় যে, পৃথিবীতে যখনই অন্যায় ও অধর্মের প্রভাব বাড়িয়া যায়, তখনই ঈশ্বর কোনো না কোনো রূপে আবির্ভূত হইয়া সত্য ও ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহার জীবন দিয়া দেখাইয়া গেছেন যে, ধর্ম ও ন্যায়ের পথে চলা কঠিন হইলেও, শেষ পর্যন্ত জয় তাহারই হয়। তাই জন্মাষ্টমী আমাদের জীবনে ধর্ম, প্রেম এবং ন্যায়ের প্রতি অবিচল থাকিবার প্রেরণা যোগায়।

কমলপুরের ইয়থ রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্যান্ডেল তৈরির কাজ শুরু

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: ধলাই জেলার কমলপুরের ইয়থ রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্যান্ডেল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে খুটিপূজার মধ্য দিয়ে। কমলপুর শহরের বনেদি ক্লাব বলে পরিচিত ইয়থ রিক্রিয়েশন ক্লাব আসন্ন দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে জাঁকজমক ভাবে প্যান্ডেলের খুঁটি পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

এবার পূজা প্যান্ডেলের থিম করা হচ্ছে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সেলুলার জেলের আদলে। থিমের ভিত্তি প্রস্তর উদ্বোধন করেন বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব। উপস্থিত ছিলেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত মজুমদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী সম্পা দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী মৃন্ময় ভট্টাচার্য্য, ক্লাবের সম্পাদক সঞ্জীব ঘোষ সরকার, ক্লাবের সভাপতি সহ ক্লাব এলাকার মানুষজন। দুর্গা পূজার থিম উদ্বোধন ও খুঁটি পূজা উপলক্ষ্যে ক্লাবের পক্ষ থেকে এদিন রাতে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পূজা প্যান্ডেলের থিমের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব বলেন, কমলপুর শহরের ইয়থ রিক্রিয়েশন কর্নার ক্লাবের আজ খুঁটি পূজা ও থিম ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। এবার ক্লাবের থিম আনন্দ মান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সেলুলার জেল। ইংরেজের শাসন আমলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওই সেলুলার জেলে বন্দি করে রেখেছিল। এবার পূজায় আমরা সবাই অনুভব করতে পারবো। পূজার ডামাডোল বেজে গেছে। আমি আশাবাদী এবারো পূজা শান্তি শৃঙ্খলা ভাবে অতিবাহিত হবে।

মহারাজগঞ্জ বাজার সবজি ব্যবসায়ী সমিতির দুর্গা পূজার আনুষ্ঠানিক কাঠাম পূজা

আগরতলা, ১৬ আগস্ট : জন্মাষ্টমীর পূন্যলগ্নে দুর্গাপূজার কাঠাম পূজার মধ্য দিয়ে মহারাজগঞ্জ বাজার সবজি ব্যবসায়ী সমিতি এবং মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির দুর্গা পূজার আনুষ্ঠানিক কাঠাম পূজা করা হয়। জন্মাষ্টমীর দিনে দুর্গাপূজার কাঠাম পূজা করা হয়, যা বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়।

এই দিনে, দুর্গাপূজার কাঠাম পূজা করা হয় এবং এটি শারদোৎসবের সূচনা হিসেবে ধরা হয়। এই পূজা তিথি মেনে করা হয়, এবং এর মাধ্যমে দেবী দুর্গার মূর্তির কাঠাম পূজার মাধ্যমে মূর্তি তৈরির কাজ শুরু করা হয়। আজ জন্মাষ্টমী এই পূর্ণ তিথিতে মহারাজগঞ্জ বাজারের শুভেচ্ছা সমিতি এবং ব্যবসায়ী সমিতি কাঠাম তৈরির মাধ্যমে প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু করল।

পাশাপাশি দুটি পূজা সংস্থা সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে নিজেদের জড়িয়ে রাখে। এ বছরও বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি রয়েছে তাদের। মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতি ১৬ লক্ষ টাকা বাজেটে পূজা করছে এবং সবজি ব্যবসায়ী সমিতি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুজো করছে। কাল্পনিক মন্দির তৈরি করছে তারা এবং দর্শনার্থীদের জন্য প্রত্যেকদিনই প্রসাদের ব্যবস্থা থাকবে বলে জানান পূজা উদ্যোক্তারা।

তেলিয়ামুড়ায় শান্তিনগর সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত ক্লাবের খুঁটি পূজা সম্পন্ন

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: তেলিয়ামুড়ায় শান্তিনগর সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত ক্লাবের খুঁটি পূজা সম্পন্ন। শারদ উৎসবের আগমনী সুরে মুখরিত গোটা তেলিয়ামুড়া শহর। সেই আবহের মধ্যেই শহরের বনেদি ক্লাবগুলোর অন্যতম শান্তিনগর সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত ক্লাব তাদের খুঁটি পূজা এবং থিম উন্মোচন সম্পন্ন করেছে।

বরাবরই আয়োজনের জাঁকজমক ও অভিনব ভাবনার জন্য শহরবাসীর নজর কেড়ে আসছে এই ক্লাব। এবছরও তার ব্যতিক্রম নয় ।ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এবছর পূজা মণ্ডপ গড়ে তোলা হচ্ছে মৌমাছির আদলে। মণ্ডপ সজ্জা, প্রতিমা সজ্জা এবং আলোকসজ্জাসব ক্ষেত্রেই স্থানীয় শিল্পীদের বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে শিল্পীদের উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় প্রতিভাকে শহরের মানুষদের সামনে তুলে ধরাই ক্লাবের উদ্দেশ্য। প্রতিবছরের মতো এবারও পূজাকে ঘিরে একাধিক সামাজিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে শান্তিনগর সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত ক্লাব। সমাজের দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানো থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক কার্য্যক্রমসবকিছুই থাকবে সেই কর্মসূচির অন্তর্গত। আজকের খুঁটি পূজা এবং থিম উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সম্পাদক প্রনব সাহা, সভাপতি রঞ্জন দেব, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার সহ ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা। তাদের উপস্থিতিতে শুভ সূচনা হলো এবছরের পূজার প্রস্তুতি পর্বের।

‘ডাকে লোকে আমাকে ক্লাউন’

অসীম সুর চৌধুরী

১৯৪০ দশকের মাঝামাঝি সময়। তখনকার বলিউডের বিখ্যাত “বম্বে টকিজ” এর ক্যান্টিনে একজন যুবককে প্রায় সব সময়ই বসে থাকতে দেখা যেত। কখানো টেবিলে তবলা বাজাচ্ছে অথবা গান গাইছে “বাম চিকি বাম চিকি”। অনেকেই এই পাগলামো করা ছেলেটার পরিচয় জানতে চাইতো। চাইতো। যখন জানতো যে ইনি তখনকার বলিউডের ব্যস্ত নায়ক দাদামণির ছোট ভাই, তাঁরা বেশ অবাকই হতো। অনেকে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো, “আরে বাবা দাদামণির কথাই আলাদা। তিনি বিখ্যাত নায়ক। কিন্তু তাঁর মানে এই নয় যে তাঁর পরিবারের সবাই হিরো হয়ে যানে। এই বেকার আর নিষ্কর্মা ছেলেটাকে দিয়ে কিছু হবে না।” পরবর্তীকালে এই ছেলেমানুষি ও পাগলামো করা ছেলেটাই কয়েক দশক ধরে হিন্দি সিনেমার গানের জগতে একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে বিরাজ করেছেন। শুধু তাই নয়, অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিরা মত দিয়েছেন যে এমন সুরেলা কণ্ঠ আগামী একশো বছরে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। সঙ্গীত জগতের ও এই জিনিয়াস হলেন “কিশোর কমার” যার ই পোষাকি নাম “আভাস কুমার গাঙ্গুলী”।

১৯২৯ সালের ৪ আগস্ট মধ্যপ্রদেশের গাভোয়াতে জন্মগ্রহণ করা কিশোর কুমার ছিলেন বাবা ও মার কনিষ্ঠ সন্তান। বাবা কুঞ্জলাল গাঙ্গুলি ছিলেন পেশায় একজন এর আইনজীবী আর মা গৌরী দেবী এসেছিলেন ধনী পরিবার থেকে। সবচেয়ে বড় অশোক কুমারের থেকে তাঁর বয়সের পার্থক্য ছিল আঠেরো বছর। মেজ ছিলেন দিদি সর্তী বানি ও. আর সেজ হলেন দাদা অনুপ কুমার।

ছোটবেলা থেকেই কিশোরকুমার, বিখ্যাত এট গায়ক কে এল সায়গলের একজন অন্ধ ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। সায়গলের গানগুলো তাঁর মতোই নকল করে গাইতেন। খাজোয়ার বাড়িতে মাঝে মাঝেই তাঁর বাবার বন্ধুরা আড্ডা জমাতেন। সেখানে গান করতে ছোট না কিশোরের ডাক ডাক পড়তো। সায়গলের গান গান করে মাবোমাকেই কিন্তু পয়সা পুরস্কারও পেতেন। কিশোর কলেজে পড়ার সময়ই বড়দা অশোক কুমার বলিউডের একজন প্রতিষ্ঠিত। অভিনেতা হয়ে উঠেছিলেন। পড়াশোনার এটি পাট চুকিয়ে কিশোর সোজা দাদার শরণাপন্ন হলেন, যদি বোম্বে (এখন মুম্বাই) চলচ্চিত্র জগতে কোনও সুযোগ পাওয়া যায়। দাদামণি আশোক কুমার তো ছিলেনই, এছাড়া এন ভগ্নীপতি শশধর মুখার্জি ছিলেন তখনকার কা বিখ্যাত বোম্বে টকিজ ও ফিল্মিস্থান স্টুডিওর এজ অন্যতম মালিক। ফলে ছোট ছোট চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে গেলেন।

১৯৪৬ সালে প্রথম “শিকারি” চলচ্চিত্র আদিয়ে তাঁর অভিনয়ের সূত্রপাত। তারপর এর কয়েকটা ছোট চরিত্রে অভিনয় করার পর প্রথম মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন ১৯৫১ সালে “আন্দোলন” ছবিতে। তবে অভিনয়ের থেকে গানই তাঁর প্রথম পছন্দ ছিল। কিন্তু তার গানের কোনও ধরাবাঁধা শিক্ষা তাঁর ছিল না। এমনকি স্বরলিপিও পড়তে পারতেন না। তাই কোনও সঙ্গীত পরিচালকই সেই সময় তাঁকে দিয়ে গান গাওয়াতে রাজি রাজি ছিলেন না। তখনকার বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচাদাক খেচাঁদ প্রকাশ কিন্তু কিশোর কুমারের এই সুপ্ত প্রতিভাকে আবিষ্কার করলেন। তাঁর সুর দেওয়া “জিদ্দি” ছবিতে প্রথম কিশোর কুমারকে গায়ক হিসাবে সুযোগ করে দিলেন। এই সিনেমাতেই প্রথম “দেবানন্দ” এর গলায় কিশোরের গান শোনা গিয়েছিল। শুরু হয়েছিল এক নতুন অধ্যায়। কিশোর- দেবানন্দ জুটি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বজায় ছিল। এরপর ১৯৫৪ সালে কিশোর কুমার অভিনয়ের একট বড় ব্রেক পেলেন। কিংবদন্তি পরিচালক “রিমল বায়” তাঁকে “নকড়ি” ছবির জন্য মনোনীত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, এই ছবির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন বলিউড বিখ্যাত সলিল চৌধুরী। এই সিনেমাটা নিয়ে একটা গল্প রয়েছে। কিশোর কুমার চাইছিলেন যে এই ছবির গানগুলো তিনি গাইবেন। বিশেষ করে ছোটা সা ঘর হোগা, বাদল ও কি ছাও মে.. এই গানটা কিশোরের খুব পছন্দ ছিল। কিন্তু সলিলদা ঠিক করে রেখেছিলেন গানটা হেমন্ত মুখার্জিকে দিয়ে গাওয়াবেন। কিশোর গিয়ে পরিচালক বিমলদাকে খুব ধরলেন। বিমল রায় সলিলদাকে বলতেই তিনি পত্রপাঠ তা খারিজ করে দিলেন, বললেন, “কিশোর কী গাইবে। ও কোনও প্রশিক্ষিত গায়কই নয়।” কিন্তু কিশোর কুমার ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সলিল চৌধুরীর পিছনে পড়ে রইলেন। অনেক অনুরোধের পর সলিলদা রাজি হলেন। “নকড়ি” ছবির সেই গনে কিন্তু দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। এর অনেক বছর পরে ১৯৮৭ সালে এক পত্রিকায় সলিল চৌধুরী স্বীকার স্বীকার করেছিলেন করেছি যে কিশোর কুমার অত্যন্ত প্রতিভাশালী গায়ক ছিলেন। ওর প্রতিভাকে মূল্যায়ন করতে তিনি ভুল করেছিলেন। “নকড়ি” ছবির সাফল্য কিশোরকে অভিনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এরপর একে একে অনেক ছবিতে তাঁর অভিনয় দর্শকদের মনে দাগ কেটেছিল। “নিউ দিল্লী”, “চলতি কা কা নাম গাড়ি”, “হাফ টিকিট”, “দূর গগন কি ছাঁও মে”, “মিঃ এক্স ইন বোম্বে”, “পড়োশন, লুকোচুরি (বাংলা) ইত্যাদি ছবিগুলো আজও অমলিন। এই সব ছবিতে তিনি শুধু অভিনয় করেই ক্ষান্ত হন নি, কিছু ছবির প্রযোজক, পরিচালক, গীতিকার, উতিকার, সঙ্গীতকার ও চিত্র নাট্যকার। সব মিলিয়ে এক বহুমুখী প্রতিভা।

উনিশশো ষাটের দশকে কিশোর কুমার অভিনীত একাধিক ছবি বক্স অফিসে ফ্লপ হয়ে গেল অভিনেতা হিসাবে কাজ পাওয়াও কমে যেতে লাগল। এদিকে গায়ক হিসাবেও শুধু নিজের ও দেবানন্দের কণ্ঠ। তখনকার সুপারস্টার নায়ক যেমন দিলিপ কুমার, রাজেন্দ্র কুমার, রাজ কাপুর, এদের সবারই। প্লে ব্যাক গায়ক ছিলেন হয় মহঃ রফি নয়তো মুকেশ। সেই সময়কার নামী সঙ্গীত পরিচালকরা কিশোর কুমারকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। বেশীরভাগের কাছেই তিনি ছিলেন বেসুরো গায়ক। কিছু কমেডি গান ও ইয়োডেলিং করে গলা কাঁপানো ছাড়া তাঁরা। কিশোরকে খুব একটা সুযোগ দেয়নি। ক্যারিয়ারের অবস্থা খারাপের দিকে যেতে লাগল কিশোরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অপার প্রতিভাকে সারা পৃথিবীর সামনে যিনি উন্মোচিত করেছিলেন তিনি হলেন শচীন দেব বর্মন। বর্মন দাদা নামে একডাকে যাকে বলিউড চেনে। পঞ্চাশ দশকে তিনি কিশোর কুমারকে দিয়ে বেশ কিছু গান গাইয়ে ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন প্রথম দিকে কিশোর হুবাহু কে এল সায়গলকে নকল করে গাইছেন। কিন্তু নিজের দরাজ কণ্ঠের কোন বিকাশই ঘটাচ্ছেন না। একদিন শচীন দেব কিশোর কুমারকে ডেকে বললেন, “শোন কিশোর, সায়গল সাহেব বিরাট মানের গায়ক ছিলেন, সেটা তুইও জানিস আমিও জানি। কিন্তু নিজের গলায় গান কর। তবেই লোক তোকে মনে রাখবে।” বর্মন দাদার এই উপদেশ তারপর কিশোর অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। কিশোরের ওই দরাজ সুমধুর ন্ট্রের প্রতিদ্বন্দী আজ এত বছর পরেও পাওয়া যায়নি কিশোরের সেই খারাপ দিনে পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন শচীন কর্তা। ১৯৬৯ সালে শচীন দেবের সঙ্গীত পরিচালনায় মুক্তি পায় বলিউডের অন্যতম ব্যাপকভাবে সফলসিনেমা “আরাধনা”। এই ছবিতে কিশোর কুমার তিনটে গান গেয়েছিলেন। গানের রেকর্ড মুক্তি পেতেই সারা দেশে ব্যাপক উন্মাদনা দেখা গেলো। এই সুপার সুপার হিট আরাধনা রাতারাতি তাঁকে খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে দিল। আরাধনার তিনটে গানই বিখ্যাত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মধ্যেও সবচেয়ে বেশি চর্চিত ছিল ”রূপ তেরা, মস্তানা, গানটা। কিশোর কুমার তাঁর জীবনের প্রথম ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার এই গানের দৌলতেই পেয়েছিলেন। আরাধনার সেই অপার সফদাতা কিশোরকে হিন্দি গানের জগতে একেবারে শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিল। এতদিন বলিউড সিনেমার আশি শতাংশ গান গাইতো মহঃ রফি। আরাধনার পর চিত্রটা পুরোপুরি উলটো হয়ে গেল। সুপার স্টার থেকে শুরু করে উঠতি নায়ক বা নবাগত নায়ক, সবার একটাই চাহিদা ছিল পরিচালক ও প্রযোজকের কাছে, তা হল ওঁদের কণ্ঠে কিশোর কুমারের প্লে ব্যাক চাই। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই শীর্ষ জায়গাটা কিশোর কুমারের দখলেই ছিল।

কিশোর কুমারকে নিয়ে সত্যি ও মিথ মিশিয়ে নানা গল্প রয়েছে। তাঁর ছোটবেলার একটা গল্প বলেছিলেন দাদা অশোক কুমার। তাঁর ভাষ্য অনুসারে, কিশোর কুমারের জন্ম থেকেই গলা কর্কশ ছিল। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর পায়ের আঙ্গুল অনেকটা কেটে যায়। তখন ব্যথার ওষুধ ভাল ছিল না। ফলে অসহ্য যন্ত্রণায় কিশোর সারাদিন ধরে চেচাতে থাকে। করেও দিন ধরে চেঁচামেচির ফলে তাঁর গলা পরিষ্কার হয়ে খুলে যায়। তবে দাদামণির এই গল্পের সত্যতা নিয়ে অনেকের সন্দেহ রয়েছে।

আরাধনা নিয়ে যে কাহিনী রয়েছে সেটা বলেছিলেন বড় ছেলে অমিত কুমার। একদিন গানের অনুশীলনের জন্য শচীন দেব ডেকে পাঠালেন। স্বপুত্র কিশোর কুমার সেখানে হাজির হলেন। ঢুকেই দেখলেন ঘর আলো করে বসে আছেন আরাধনার পরিচালক শক্তি সামন্ত, শচীন দেবের পুত্র রাহুল দেব বর্মণ, নায়ক রাজেশ খান্না, মিউজিক কম্পোজার বাসু ও মনোহারি এবং আরো অনেকে। কিশোরকে দেখেই খেই শচীন দেব বললেন, “তোর জন্য এই গানটা বানিয়েছি।” গানটা ছিল “রূপ তেরা, মস্তানা”। কিন্তু সিনেমায় এখন যে সুরে এটা শোনা যায় তখন তা ছিল না। শচীন কর্তা এটাতে ভাটিয়ালি সুর লাগিয়েছিলেন। এই সুর পরিচালক শক্তি সামতে শক্তি সামন্তের ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। কারণ এটা ছিল রোম্যান্টিক গান আর পুরো কাহিনীটা এই গানের উপর দাঁড়িয়ে। মুখ দেখে শচীন দেব বুঝেছিলেন। গানটা কারোই মনপুতঃ হচ্ছে না। শচীন দেব কিন্তু সাফ সাফ জানিয়ে দিলেন, “যদি এই সুরে করতে চাও তো করো, নাহলে আমাকে বিদায় দাও।” এবার আসরে অবতীর্ণ হলেন কিশোর কুমার। তিনি শচীন কর্তাকে বললেন, “শচীনদা আমি যখন ছোট ছিলাম, হাফ প্যান্ট পড়তাম, তখন আপনার একটা বাংলা গান শুনেছিলাম।” এইবার শচীন দেব আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, “কোন গানটা বলতো।” কিশোর কুমার গেয়ে শোনালেন অনেক পুরোনো একটা বাংলা গান “একটু বাদে শ্বশুরবাড়ি, গিয়ে দেব আমি হামাগুড়ি ...যেটা “রূপ তেরা মস্তানা” গানের বর্তমান সুরের সাথে অনেকটাই মেলে। ব্যাস, এই সুর সবারই পছন্দ হয়ে গেল। শচীন দেবের এই অমর সৃষ্টিতে কিশোর কুমারেরও অবদান রয়ে গেল। পরবর্তীকালে রাহুল দেবের সঙ্গে তাঁর জুটি অনেক কালজয়ী গানের জন্ম দিয়েছে।

১৯৭৬ সালে শক্তি সামন্তর সুপার হিট ছবি মুক্তি পায়। এই ছবির কয়েকটা গান ছিল রাগ আধারিত। ছবির টাইটেল গান “মেরে নয়না সাওন ভাদো” ছিল সেমি ক্লাসিক গান। এই গানের দুটো ভাসানি ছিল। সঙ্গীতকার রাহুল দেব বর্মণ যখন পুরুষ ন্ট্রে গানের জন্য কিশোর কুমারকে প্রস্তাব দেন তখন তিনি রাজি হননি। এই ধ্রুপদি গান তিনি গাইতে পারবেন না বলে জানিয়ে ছিলেন। শেষে আর ডি বর্মণের পীড়াপীড়িতে রাজি হলেন। তবে শর্ত দিলেন আগে লতা গাইবে, তারপর তিনি গাইবেন। কোকিল করি লতা। মঙ্গেশকর তাঁর সুরেলা কণ্ঠে এই গানকে অতি উচ্চতায় তুলে ধরেছেন। এই গান শুনে শুনে, অনুশীলন করে, পনেরো দিন বাদে কিশোর কুমার রেকর্ডিং করেছিলেন। কিন্তু শেষে বাজিমাত তিনিই করেছিলেন। দর্শকদের কাছে তাঁর গানই বেশি সমাদৃত হয়েছিল।

টাকা পয়সার ব্যাপারে কিশোরের কিপটেমি নিয়ে অনেক গল্প আছে। পারিশ্রমিকের পুরো ঢাকা অগ্রিম না পেলে গানের রেকর্ডিং-এ যেতেন না। একবার এক রেকর্ডিং-এর সময় সবাই তৈরি কিন্তু কিশোর কুমার আসছেন না। পরে জানা গেল প্রযোজক চেক দিতে দেরি করছিলেন তাই গানের রেকর্ডিংও দেরি করে হল। অথচ এই কিশোর কুমারই বেশ কিছু গানের পারিশ্রমিক নেননি। যেমন বাংলা ছবি অমর কন্টকের বিখ্যাত গান “এই তো জীবন, হিংসা বিবাদ লোভ ক্ষোভ বিদ্বেষ...” গেয়ে কোনও টাকা নেননি। বিশ্ববরেণ্য পরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁর চারুলতা ও ঘরে-বাইরে ছবিতে কিশোর কুমারকে দিয়ে মোট চারটে গান গাইয়েছিলেন। কিন্তু কিশোর কোনও গানের জন্যই পারিশ্রমিক নেননি। শুধু তাই নয় পথের পাঁচালী তৈরি করার সময় সত্যজিৎ রায় খুব অর্থের সমস্যায় পড়েছিলেন, সেই কথা জানতে পেরে কিশোর তাঁকে টাকা দিয়েও সাহায্য করেছিলেন। বিখ্যাত গীতিকার ও চিত্রনাট্যকার জাভেদ আখতার বলেছেন, “কোনও ডুয়েট গানের ক্ষেত্রে কিশোর কুমারের গলাটাই শ্রোতাদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু থাকে। কোনও ছবির একই গান যখন কিশোর কুমার গাইতেন আর একটা ভাসনি অন অন্য কোনও গায়ক বা গায়িকং গাইতেন, তিনি যতই বড়ই শিল্পী হন না কেন, কিশোর কুমারের ভাসনিই সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছে।” এমন প্রচুর উদাহারণ রয়েছে। “প্যায়ার কা মৌসম”, “মেহেবুবা”, “মঞ্জিল”, “কদ্দরত” ইতাদি সিনেমা। এখানে একই গান কখনো গেয়েছেন সুরের জাদুকর মহঃ রাফি, কিংবা সুর সগাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর অথবা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বিশারদ পরভীন সুলতানা। কিন্তু কিশোর কুমারের ভার্সানই সবচেয়ে বেশি শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করেছে।

১৯৮৫ সালের সুপারহিট হিন্দি ছবি “সাগর” এ কিশোর কুমার ও এস পি বালসুরধ্বনিয়ামের একটা দ্বৈত গান ছিল। এখনকার দিনের মত রেকর্ডিং ব্যবস্থা তখন চালু হয়ে গেছে। যাঁর যখন সুবিধা তখন গেয়ে চলে যান, পরে তাঁদের গান জুড়ে দেওয়া হয়। প্রথম দিন বালসুব্রহ্মনিয়াম এসে ফাটাফাটি রেকর্ডিং করে চলে গেলেন। সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। এই ছবির গীতিকার, কিশোর কুমারের পরম ভক্ত জাভেদ আখতার নিজের মুখে এক টিভি শো-তে বলেছিলেন,“আমি বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। কিছু দিন আগেই কিশোরদার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। ডাক্তার তাঁকে দিনে একটার বেশি গান গাইতে নিষেধ করেছেন। এই অবস্থায় তিনি কেমন গাইবেন তা নিয়ে চিন্তিত ছিলাম। কিশোরদা কি এস পির কাছে হেরে যাবেন? পরদিন কিশোরদা এলেন। সেই আগের মত হাসি ঠাট্টা করতে লাগলেন। তারপর যখন গাইলেন, তখন বুঝলাম কিশোর কুমার হচ্ছেন কিশোর কুমার। ওঁর জায়গা কেউ নিতে পারবে না।”

পুরুষ নেপথ্য গায়ক হিসাবে সর্বাধিক ৮টি ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কারের অধিকারী কিশোর কুমার মৃত্যুর সাঁইত্রিশ বছর পরেও সমান জনপ্রিয়। সবচেয়ে বেশি গানের “রিমেক” যদি কারো হয়ে থাকে তিনি কিশোর কুমার। কিশোর পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিষ্ঠিত অনেক গায়ক যেমন অমিত কুমার, কুমার শানু, অভিজিৎ, বাবুল সুপ্রিয়, প্রমুখ সকলেই প্রথম দিকে কিশোরের গান অনুকরণ করে গাইতেন। নতুন প্রজন্মের কাছেও তিনি প্রচুর জনপ্রিয়। এখনো “ইউ টিউব”-এ তাঁর গানের শ্রোতার সংখ্যা কয়েক মিলিয়ন। তাঁর গাওয়া “মিঃ এক্স ইন বোম্বে” ছবির “মেরে মেহেবুব কেয়ামত হোগি” গানটা ইউটিউবে ৩৫০ মিলিয়ন শ্রোতা শুনেছেন। সব শেষে এক সাম্প্রতিক ঘটনা বলছি। কিছুদিন আগেই “সাইয়ারা” নামে একটা ছবি বক্স অফিসে খুব হিট করেছে। এই ছবির একটা গান “হায় ম্যায় মর হি যাউ” ইউটিউবে প্রচুর জনপ্রিয়। কিন্তু এটা খবর নয়। খবর হচ্ছে, এই গানের একটা এ আই সংস্করণ কিশোর কুমারের কণ্ঠে ইউটিউবে ঘুরছে ও খুব ভাইরাল হয়েছে। কিশোর কুমারের এই নকল কাঠ আসল গানকেও যে রীতিমতো টক্কর দিচ্ছে তা দর্শক সংখ্যা দেখে উপলব্ধি করা যায়। কিশোর কণ্ঠ যে আজও অমলিন তার জলজ্যান্ত উদাহরণ এই ঘটনা।**(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

বিশ্বের কোন ১০ দেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি বাঁচে

স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, উন্নত চিকিৎসা ও সুষম জীবনব্যবস্থা মানুষের গড় আয়ু নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশ্বব্যাপী মানুষের গড় আয়ু এখন আগের চেয়ে বেশি। এ প্রবণতা আরও স্পষ্ট হয়েছে গড় আয়ু নিয়ে গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যানে। গড় আয়ু নির্ধারণ করা হয় একটি দেশের জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক মৃত্যুহারের ওপর ভিত্তি করে।

জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বের কয়েকটি দেশ তাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তা ও জীবনমানের উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিকদের গড় আয়ু উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলেছে। এখন কয়েকটি দেশে গড় আয়ু ৮৬ বছর ছুঁয়েছে, যা এক সময় ছিল কল্পনাতীত। সে ক্ষেত্রে বলা যায়, আপনি কত বছর বাঁচবেন, তা আপনি কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বসবাস করছেন তার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

তবে গবেষণায় দেখা গেছে, গড় আয়ুর পেছনে আরও তিনটি প্রধান উপাদান কাজ করে। সেগুলো হলো জিনগত বৈশিষ্ট্য, লিঙ্গ ও জীবনযাপন। জীবনযাপনে মধ্যে রয়েছে পরিচ্ছন্নতা, খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম, পেশা, ধূমপানের মতো অভ্যাস, স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার, এমনকি অপরাধের মাত্রাও। এসব উপাদানের বৈচিত্র্যই বিভিন্ন দেশের গড় আয়ুর ব্যবধান তৈরি করে। বর্তমানে কোন ১০ দেশ ও অঞ্চল গড় আয়ুতে সবচেয়ে এগিয়ে এবং এর পেছনে কী কী কারণ কাজ করেছে, তা জেনে নেওয়া যাক। তালিকাটি জাতিসংঘের দেওয়া ২০২৪ সালের পরিসংখ্যান ধরে করা।

মোনাকো-বিশ্বের অন্যতম ক্ষুদ্র দেশ মোনাকো। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৪ সালে গড় আয়ুতে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা দেশ মোনাকো। দেশটির মানুষদের গড় আয়ু সাড়ে ৮৬ বছর। দেশটিতে পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশি দিন বাঁচেন। সেখানে পুরুষদের গড় আয়ু ৮৪ দশমিক ১৭ বছর ও নারীদের গড় আয়ু ৮৮ দশমিক ৬ বছর। বিশেষজ্ঞদের মতে, মোনাকোর বাসিন্দাদের দীর্ঘ আয়ুর পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। সেখানে মানুষের খাদ্যাভ্যাস এ ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে। মোনাকোর বাসিন্দারা মেডিটেরিয়ান ডায়েট অনুসরণ করেন, যা মূলত স্বাস্থ্যকর সামুদ্রিক মাছ, ফলমূল ও শাকসবজিতে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, দেশটির সরকার প্রদত্ত উন্নত স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা। তৃতীয়ত, এখানকার অধিকাংশ নাগরিকের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ থাকে, যা তাঁদের সুস্থ জীবনযাপন এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে সহায়তা করে। সান মারিনো- বিশ্বের প্রাচীনতম প্রজাতন্ত্রগুলোর একটি সান মারিনো। ইউরোপের ছোট্ট এই দেশের মানুষের গড়আয়ু ৮৫ দশমিক ৪ বছর। এখানেও পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশি দিন বাঁচেন। পুরুষদের গড় আয়ু ৮৪ দশমিক ১৭ বছর ও নারীদের গড় আয়ু ৮৮ দশমিক ৬ বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হংকং দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায়। এর পর থেকে সেখানকার মানুষের গড় আয়ু ধারাবাহিকভাবে বেড়েই চলেছে। হংকংয়ে বিশ্বমানের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। উন্নত শিশুস্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার কারণে বিশ্বে হংকংয়েই শিশুমৃত্যুহার সর্বনিম্ন। ঐতিহাসিক স্থাপত্যের জন্য বিখ্যাত দেশটিতে উন্নত মানের স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়। একটি দেশের মানুষের আয়, শিক্ষা ও পেশার সঙ্গে গড় আয়ুর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সান মারিনোর উচ্চ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান সেখানকার মানুষের উন্নত স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও সামগ্রিকভাবে ভালো মানের জীবনযাপনের নিশ্চয়তা দেয়। কোনো দেশ বা অঞ্চলের গড় আয়ু বৃদ্ধিতে এসবও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

হংকং- চিনের একটি বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল হংকং। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৪ সালে হংকংয়ের বাসিন্দাদের গড় আয়ু ছিল বিশ্বে তৃতীয় সর্বোচ্চ। হংকংয়ে নারীদের গড় আয়ু ৮৮ দশমিক ৩ বছর ও পুরুষদের ৮৩ বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হংকং দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায়। এরপর থেকে সেখানকার মানুষের গড় আয়ু ধারাবাহিকভাবে বেড়েই চলেছে। হংকংয়ে বিশ্বমানের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। উন্নত শিশুস্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার কারণে বিশ্বে হংকংয়েই শিশুমৃত্যুহার সর্বনিম্ন। গত কয়েক দশকে গড় আয়ু বৃদ্ধিতে সবচেয়ে দ্রুত উন্নতি দেখিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। মাত্র কয়েক দশক আগে, ১৯৬০ সালে দেশটিতে গড় আয়ু ছিল প্রায় ৫২ বছর। পুষ্টি সম্পর্কে ভালো বোঝাপড়া, সুষম খাদ্য বণ্টনে উন্নতি এবং স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবায় সব শ্রেণির মানুষের অধিকতর প্রবেশাধিকার দক্ষিণ কোরিয়ার দীর্ঘায়ু অর্জনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। দেশটি যেভাবে গড় আয়ু বৃদ্ধিতে উন্নতি করছে তাতে ২০৩০ সাল নাগাদ দক্ষিণ কোরিয়াই বিশ্বের সর্বোচ্চ গড় আয়ুর দেশ হয়ে উঠতে পারে বলে মত অনেক বিশেষজ্ঞের।

জাপান- ২০২৪ সালের হিসাবে জাপান বিশ্বের চতুর্থ সর্বোচ্চ গড় আয়ুর দেশ। নারীদের গড় আয়ু প্রায় ৮৭ দশমিক ৯ বছর ও পুরুষদের ৮১ দশমিক ৮ বছর। দেশটির বাসিন্দাদের গড় আয়ু ৮৪ দশমিক ৯ বছর। ২০১৬ সালের এক গবেষণা অনুযায়ী, জাপানে মানুষের দীর্ঘ আয়ুর পেছনে প্রধান কারণ হলো তাদের খাদ্যাভ্যাস। জাপানিরা প্রচুর পরিমাণে ফলমূল, শাকসবজি, তাজা মাংস ও মাছ এবং শস্যজাত খাবার খান, যা অনেকটা মেডিটেরিয়ান ডায়েটের মতো। এ ছাড়া প্রায় ৫০ বছর আগে জাপান সরকার জনস্বাস্থ্যে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছিল, ফলে শক্তিশালী শিশুর টিকাদান কর্মসূচি ও সর্বজনীন স্বাস্থ্যবিমা চালু হয়। এগুলোও জাপানের গড় আয়ু বৃদ্ধির পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। জাপানি নাগরিকেরা বয়স বাড়লেও শারীরিকভাবে বেশ সক্রিয় থাকেন।

দক্ষিণ কোরিয়া- জাপানের পর গড় আয়ুতে এগিয়ে আছে দক্ষিণ কোরিয়া। ২০২৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দক্ষিণ কোরিয়ার মানুষের গড় আয়ু ৮৪ দশমিক ৪ বছর। দেশটিতে নারীদের গড় আয়ু ৮৭ দশমিক ৩ বছর ও পুরুষদের গড় আয়ু ৮১ দশমিক ৩ বছর। গত কয়েক দশকে গড় আয়ু বৃদ্ধিতে সবচেয়ে দ্রুত উন্নতি দেখিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। মাত্র কয়েক দশক আগে, ১৯৬০ সালে দেশটিতে গড় আয়ু ছিল প্রায় ৫২ বছর। পুষ্টি সম্পর্কে ভালো বোঝাপড়া, সুষম খাদ্য বণ্টনে উন্নতি এবং স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবায় সব শ্রেণির মানুষের অধিকতর প্রবেশাধিকার দক্ষিণ কোরিয়ার দীর্ঘায়ু অর্জনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। দেশটি যেভাবে গড় আয়ু বৃদ্ধিতে উন্নতি করছে, তাতে ২০৩০ সাল নাগাদ দক্ষিণ কোরিয়াই বিশ্বের সর্বোচ্চ গড় আয়ুর দেশ হয়ে উঠতে পারে বলে মত অনেক বিশেষজ্ঞের। সেন্ট বার্তেলেমি- ফ্রান্সের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল সেন্ট বার্তেলেমি। ২০২৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ছোট এই দ্বীপাঞ্চলের বাসিন্দাদের গড় আয়ু ৮৪ দশমিক ৪ বছর। সেখানে নারীদের গড় আয়ু ৮৬ দশমিক ৯ বছর ও পুরুষদের গড় আয়ু ৮১ দশমিক ৬ বছর। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, উন্নত জীবনমান ও স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতার মতো ইতিবাচক প্রবণতার কারণে ভবিষ্যতে এখানকার মানুষদের গড় আয়ু আরও বাড়বে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

ফরাসি পলিনেশিয়া- এটিও একটি স্বায়ত্তশাসিত ফরাসি অঞ্চল। ফরাসি পলিনেশিয়া প্রায় ১১৮টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত। কোথাও কোথাও এটিকে দেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কারণ, সেখানে স্থানীয় সরকার, প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট আছে এবং এটি একটি বিদেশি রাষ্ট্রের মর্যাদা পায়। জাতিসংঘের দেওয়া ২০২৪ সালে সর্বোচ্চ গড় আয়ুর তালিকায় ফরাসি পলিনেশিয়ার বাসিন্দারা ৭ নম্বরে রয়েছেন। সেখানে মানুষের গড় আয়ু ৮৪ দশমিক ২ বছর। নারীদের গড় আয়ু ৮৬ দশমিক ৬ বছর ও পুরুষদের গড় আয়ু ৮১ দশমিক ৯ বছর।

সুইজারল্যান্ডের মানুষদের দীর্ঘ আয়ুর পেছনে বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে সক্রিয় জীবনযাপন, মানসিক প্রশান্তি ও জীবনের প্রতি সন্তুষ্টি। দেশটির মানুষ দুগ্ধজাত খাবার, বিশেষ করে পনির ও ডার্ক চকলেট বেশি খান। তাঁদের এ খাদ্যাভ্যাস দীর্ঘ আয়ু পেতে ভূমিকা রাখে বলে ধারণা করা হয়।

অ্যান্ডোরা- স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে অবস্থিত ছোট্ট পাহাড়ি দেশ অ্যান্ডোরা। ইউরোপের অন্যতম ক্ষুদ্র এই দেশ বসবাসের জন্য বিশ্বের শীর্ষ নিরাপদ দেশের তালিকায় ২ নম্বরে রয়েছে। উন্নত জীবনমান এবং স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবায় সব শ্রেণির মানুষের অধিকতর প্রবেশাধিকার থাকায় অ্যান্ডোরায় মানুষের গড় আয়ু বেশি। সেখানে মানুষের গড় আয়ু ৮৪ দশমিক ২ বছর। নারীদের গড় আয়ু ৮৬ দশমিক ২ বছর ও পুরুষদের গড় আয়ু ৮২ দশমিক ৩ বছর।

সুইজারল্যান্ড- সুইজারল্যান্ডে গড় আয়ু ৮৪ দশমিক ১ বছর। নারীদের গড় আয়ু প্রায় ৮৬ বছর ও পুরুষদের ৮২ দশমিক ২ বছর। ২০ শতকের শুরুতে দেশটিতে গড় আয়ু যা ছিল, এখন তা তার প্রায় দ্বিগুণ। সুইজারল্যান্ডের মানুষদের দীর্ঘ আয়ুর পেছনে বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে সক্রিয় জীবনযাপন, মানসিক প্রশান্তি ও জীবনের প্রতি সন্তুষ্টি। দেশটির মানুষ দুগ্ধজাত খাবার, বিশেষ করে পনির ও ডার্ক চকলেট বেশি খান। তাঁদের এ খাদ্যাভ্যাস দীর্ঘ আয়ু পেতে ভূমিকা রাখে বলে ধারণা করা হয়। এ ছাড়া সুইজারল্যান্ড ইউরোপীয় ইউনিয়নের যেকোনো দেশের তুলনায় স্বাস্থ্য খাতে তাদের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) বেশি শতাংশ ব্যয় করে। পাশাপাশি দেশটির মানুষ ঐতিহ্যগতভাবে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যচর্চা ও সুস্থ বার্ধক্যকে গভীরভাবে মূল্যায়ন করেন।

অস্ট্রেলিয়া- অস্ট্রেলিয়ায় ২০২৪ সালে মানুষের গড় আয়ু ছিল ৮৪ দশমিক ১ বছর। অন্যান্য দেশের মতো এখানেও নারী ও পুরুষের মধ্যে আয়ুতে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। নারীদের গড় আয়ু ৮৫ দশমিক ৫ বছর ও পুরুষদের গড় আয়ু ৮২ দশমিক ৩ বছর। অস্ট্রেলিয়ার মানুষদের দীর্ঘায়ুর কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থা, সুপেয় পানি, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, সক্রিয় জীবনযাপন ও সরকারের প্রতিরোধমূলক চিকিৎসায় জোর। দেশটি তাদের মোট জিডিপির একটি বড় অংশ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

২০৪৭ সালের মধ্যে রাজ্যের জনগণের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ও বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে ত্রিপুরা এগিয়ে চলেছে

আগরতলা, ১৫ আগস্ট : বর্তমান সরকার রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, গুণগত শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, জনজাতিদের বিকাশ, মহিলা ক্ষমতায়ন, সামাজিক কল্যাণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করছে। গত ৭ বছরে এক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ছাড়াও অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। আজ সকালে আসাম রাইফেলস ময়দানে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে রাজ্যের জনগণের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ও বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে ত্রিপুরা এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলার এই অভিমুখ আমাদের সুশাসনের নীতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। মুখ্যমন্ত্রী ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীর জওয়ানদের আন্তরিক অভিবাদন জানান যাঁরা পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের দমনে সাফল্যের সঙ্গে ”অপারেশন সিন্দুর” পরিচালনা করেছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদ দমনে সাফল্যের সঙ্গে এই অভিযান এবং পাকিস্তানি হামলার যোগ্য জবাব যেভাবে সেনাবাহিনী দিয়েছে তাতে ভারতের বীর পরাক্রমকেই সূচিত করেছে।

আসাম রাইফেলস ময়দানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন। কুচকাওয়াজে সিকিউরিটি ও ননসিকিউরিটি বিভাগে ১৬টি প্ল্যাটুন অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে রাজ্য পুলিশ বাহিনীর যে সমস্ত আধিকারিক ও কর্মীগণ কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য পদক পেয়েছেন তাদের পদক পরিয়ে দেন। অনুষ্ঠান শেষে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের পরিচালনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। আসাম রাইফেলস ময়দানে মূল অনুষ্ঠানে রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা, পুলিশ মহানির্দেশক অনুরাগ সহ রাজ্য প্রশাসন ও আরক্ষা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন ”আত্মনির্ভর ভারত” শুধু সরকারি কার্যক্রম নয়, এটি হচ্ছে জন আন্দোলন। স্বদেশী ভাবনাকে বিশেষ গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়ে স্বদেশী সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের দেশকে গড়ে তুলতে হবে। প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, স্টার্ট-আপ, গবেষণা এবং উৎপাদনে স্বদেশী চিন্তা-ভাবনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা আমাদের রাজ্যেও ”ভোকাল ফর লোকাল” মন্ত্রকে পাথেয় করে স্থানীয় উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশীয় পণ্যসামগ্রীগুলি যাতে বিশ্বের বাজারে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে তার জন্য উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর গুণগতমান বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া আবশ্যক। আমাদের অগ্রাধিকার প্রযুক্তিনির্ভর আত্মনির্ভরশীল ভারত গড়ে তোলা। এখন সময় এসেছে, দেশের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিয়ে উদীয়মান ক্ষেত্রগুলিতে গুরুত্ব দেওয়া। আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স, স্পেস এক্সপ্লোরেশন, বায়োটেকনোলজি ও রিনিউয়েবল এনার্জি”র উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ভারতকে বিশ্বের প্রথম সারিতে এগিয়ে যেতে হবে। এরজন্য আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় মন্ত্রে, ”জয় জওয়ান, জয় কিষাণ, জয় বিজ্ঞান এবং জয় অনুসন্ধান”-কে যুক্ত করেছি। আত্মনির্ভরশীল ভারত গড়ার লক্ষ্যে আমরাও আমাদের রাজ্যকে ”আত্মনির্ভরশীল ত্রিপুরা” হিসাবে গড়ে তুলতে চাই।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বর্তমান সরকারের সময়ে রাজ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে তার চিত্র তুলে ধরে বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রায়ে ২/৭ ১২.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধির ফলে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটেছে। এরফলে জিএসডি, ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। নীতি আয়োগের প্রকাশিত সূচকে ত্রিপুরা সারা দেশের মধ্যে ফ্রন্ট রানার রাজ্য হিসাবে উন্নীত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট কর্মসূচিতে ১৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের মাধ্যমে ৯২ হাজার ৫৮৮ হেক্টর এলাকা ধান চাষের জন্য সম্প্রসারিত করা হয়েছে। ২০ হাজার ১৬১ হেক্টর এলাকা জৈবচাষের আওতায় আনা হয়েছে। ৫ হাজার ৫৫০ হেক্টর জমিতে প্রথমবারের মতো প্রাকৃতিক উপায়ে চাষাবাদ চালু করা হয়েছে। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে কৃষকদের মধ্যে ১১ হাজার ৪৪৪টি কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে। ২০২৪ সালের আগস্টের বিধ্বংসী বন্যায় ২ লক্ষ ১৩ হাজারেরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে ১০৯ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার ত্রাণ হিসাবে সহায়তা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি প্রকল্পে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার কৃষকদের মধ্যে চলতি আগষ্ট পর্যন্ত প্রায় ২০১ কোটি টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে। ”প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা” যোজনায় ২৫ হাজার কৃষক নথিবদ্ধ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার পরিপূরক হিসাবে ২০২০-২১ সালে চালু হওয়া মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় এখন পর্যন্ত ৩২ কোটি ৭৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা সহায়তা ও সাবসিডি হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। ৩৬ হাজার ৬৬১টি সয়েল হেলথ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ২ হাজার ৮ হেক্টর এলাকায় পাম অয়েল চাষ হচ্ছে এবং এরফলে ১৯৯১ জন কৃষক উপকৃত হচ্ছেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩১০ টন দুধ, ৫৯ হাজার ৭০০ টন মাংস এবং প্রায় ৩৬ কোটি ডিমের উৎপাদন হয়েছে। মাথাপিছু ডিমের উপলব্ধতায় ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে শীর্ষ স্থানে এবং দুধ ও মাংসের উপলব্ধতায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। মাছ উৎপাদনে বর্তমানে ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষে সর্বোত্তম পদ্ধতি গ্রহণের জন্য রাজ্যের মৎস্য দপ্তরকে কেন্দ্রীয় মৎস্য মন্ত্রক সম্মানিত করেছে।

মূলত মহিলা ক্ষমতায়ন, জীবিকা উন্নয়ন ও বন সংরক্ষণের লক্ষ্যে এলিমেন্ট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় প্রায় ১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে এই প্রকল্প চালু করা হয়। ৮২১টি গ্রামকে এই প্রকল্পের সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত বছর রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে সরাসার ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ৩৩ হাজার ৩০৪ মেট্রিকটন ধান কেনা হয়েছে। ”প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনায়” প্রায়োরিটি হাউসহোল্ড এবং ”অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনায়” রেশন কার্ড হোল্ডারদের মধ্যে বিনামূল্যে মোট ১ লক্ষ ৫৯ হাজার মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। রাজ্যে আয়োজিত ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজেনস কনক্লেভ-২০২৫-এ ১২০ জন বিনিয়োগকারী অংশ নিয়েছিলেন। ৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের জন্য ৮৭টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এবছর মে মাসে নয়াদিল্লীতে আয়োজিত রাইজিং নর্থ-ইস্ট সামিটে রাজ্যে ১৫ হাজার ৬৪২ কোটি টাকা বিনিয়োগের জন্য ৬৪টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় শিল্পাঞ্চলগুলির উন্নয়ন পরিকাঠামো জোরদার করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০টি নির্ধারিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বর্ধিত করা হয়েছে। এর ফলে ২ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশি শ্রমিক উপকৃত হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা রাজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি মূল ভিত্তি। আমবাসা, কাকড়াবন এবং করবুকে তিনটি সরকারি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে, যা আসন্ন শিক্ষাবর্ষ থেকে শুরু হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিকাঠামো বিকাশের লক্ষ্যে গন্ডাছড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ে ৫০ আসনবিশিষ্ট ছাত্রীদের হোস্টেল নির্মাণের কাজ চলছে। টি.আই.টি. এবং নরসিংগড়ের ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি-র জন্য নতুন ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা ইতিমধ্যেই তৃতীয় পূর্ণসাক্ষর রাজ্য হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। রাজ্যে সাক্ষরতার হার বর্তমানে ৯৫.৬ শতাংশ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধুমাত্র ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজ্যের শহর এলাকায় ৪ হাজার ৭০০টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। গত ৫ বছরে ”মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পে” মোট ১,৫০০ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ রয়েছে। এরফলে ২০টি নগর এলাকায় ১৮ লক্ষ ৩০ হাজার শ্রমদিবসের সৃষ্টি হয়েছে এবং শহুরী পরিকাঠামো শক্তিশালী হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, বর্তমানে রাজ্যের গ্রামীণ মহিলাগণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনার মাধ্যমে ৫৩ হাজার ৬৯৪টি স্ব-সহায়ক দল গড়ে উঠেছে। এতে প্রায় ৪ লক্ষ ৮২ হাজার মহিলা যুক্ত রয়েছেন। তাদের ৭৭৯ কোটি টাকা কমিউনিটি ফান্ড হিসাবে সহায়তা করা হয়েছে। এরমধ্যে ২১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বরাদ্দ করা হয়েছে। স্ব-সহায়ক দলগুলিকে ১৬২২ কোটি টাক হয়েছে। বৈচিত্র্যময় জীবিকা নির্বাহ কর্মসূচির মাধ্যমে ১ লক্ষ ৮ হাজার ২৮১ জন ম ৩/৭ দিদি” হয়ে উঠেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইনের বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে। পণ্যবাহী ট্রেনের ট্রায়াল রান সফল হয়েছে। শীঘ্রই বৈদ্যুতিক ট্রেনে যাত্রী পরিষেবা শুরু হবে। ”অমৃত ভারত স্টেশন” প্রকল্পে রাজ্যের প্রধান ৪টি রেল স্টেশন যথাক্রমে, আগরতলা, ধর্মনগর, কুমারঘাট এবং উদয়পুরের আধুনিকীকরণের কাজ চলছে। গন্ডাতুইসা, জোলাইবাড়ি, মনুবাজার, জিরানীয়া ও মেলাঘরে নতুন মোটরস্ট্যান্ড নির্মাণের কাজ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২৫.৪ কিমি দীর্ঘ আমতলী কুঁড়ি পুকুর থেকে লেম্বুছড়া পর্যন্ত ওয়েস্টার্ণ বাইপাস সড়ককে চার লেনে রূপান্তর করা হচ্ছে। রাজ্যে সড়ক যোগাযোগ বাড়াতে আগামী বছরে ৩০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিকাঠামো শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের অর্থায়ণে ত্রিপুরা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন স্ট্রেংদেনিং অ্যান্ড জেনারেশন এফিশিয়েন্সি প্রজেক্টের অধীনে ২ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা পেয়েছে। প্রকল্পের বিতরণ ক্ষেত্রে ৮৫ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। শক্তিশালী বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে ১ হাজার ৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে নর্থ ইস্টার্ন রিজিওনাল পাওয়ার সিস্টেম ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ঙ্কক্কট্টঞ্চছজ্জঞ্চ) রূপায়ণ করা হচ্ছে, যা এখন শেষের পথে। পিএম-জনমন প্রকল্পের অধীনে ১১ হাজার ৬৯২ রিয়াং পরিবারের মধ্যে বিদ্যুতায়ন সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। ”পি-এম সূর্য্য ঘর মুফত বিজলী” যোজনায় ৫৩৪টি বাড়ির ছাদে সৌর প্যানেল বসানো হয়েছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের ক্ষেত্রে রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর ন্যাশনাল এনার্জি কনজারভেশন পুরস্কার পেয়েছে। রাজ্যে গ্রামীণ এবং প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে ”পিএম কুসুম প্রকল্পে” সৌর বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ৫ হাজার ২৭৭টি নতুন সৌর পাম্প বসানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জল জীবন মিশনের অভূতপূর্ব সফলতার জন্য রাজ্যব্যাপী স্বচ্ছ পানীয় জলের সুযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ২০১৯ সালে যেখানে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় ট্যাপের মাধ্যমে কেবলমাত্র ৩.২৬ শতাংশ বাড়িতে পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল। এবছর জুলাই মাস পর্যন্ত রাজ্যের ৬ লক্ষ ৪৬ হাজার বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে গেছে। শতকরা হার প্রায় ৮৬.১১ শতাংশ। আমাদের লক্ষ্য মার্চ, ২০২৬ এর মধ্যে ১০০ শতাংশ বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া। বর্তমানে রাজ্যের ৯৭.৪৯ শতাংশ বিদ্যালয় এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে গেছে। উদ্ভাবনী প্রকল্পে স্থানীয় ঝর্ণাগুলি ব্যবহার করে পাহাড়ী এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ৩৪৮টি এধরনের প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, আরও ১৯৭টি প্রকল্পের কাজ চলছে।

ত্রিপুরা স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির দিকে এগিয়ে চলেছে বলে অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে এম.বি.বি.এসের আসন সংখ্যা বেড়ে ১৫০ হয়েছে। স্নাতকোত্তর কোর্সে রাজ্যে আসন সংখ্যা ৮৫টি। স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সে ১০ টি আসন রয়েছে। আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজে ১৩টি আসন বাড়ানো হয়েছে, এর ফলে বর্তমানে আসন সংখ্যা ৫০ থেকে বেড়ে ৬৩ হয়েছে। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালে নতুন ২০০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশুদের জন্য হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবছর জানুয়ারি মাসে বিলোনীয়ায় মা ও শিশু হাসপাতালের উদ্বোধন করা হয়েছে। আগরতলার গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালে ৩টি সফল কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়েছে। নেশায় আসক্তদের জন্য সিপাহীজলায় সুসংহত পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাজ শুরু হয়েছে। খোয়াই ও সিপাহীজলায় নতুন করে জেলা হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে। সম্প্রতি টিপিএসসি”র পরীক্ষার মাধ্যমে ২১৬ জন জেনারেল ডিউটি মেডিক্যাল অফিসার (অ্যালোপ্যাথি) গ্রেড-৪ পদে উত্তীর্ণ হয়েছে। ৪৫ জন স্পেশালিস্টস মেডিকা নিয়োগপত্র দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। ২ জন সুপার স্পেশালিস্টসের নিযুক্তিকরণ ৪/৭ বিভিন্ন টেকনিক্যাল এবং নার্সিং-এর বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমে প্যারামেডিক্যাল স্টাফ, ৩০৮ জন মাল্টি টাস্কিং স্টাফ নিয়োগ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় এবছর জুলাই মাস পর্যন্ত রাজ্যের ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার পরিবারের মোট ১৬ লক্ষ ১১ হাজার ৭৩৮ জন সুবিধাভোগীকে আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু করা হয়েছে।

”চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা-২০২৩” প্রকল্পে এবছর জুলাই মাস পর্যন্ত রাজ্যের মোট ৫ লক্ষ ৪০ হাজার ৭৮৭ জনকে আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু করা হয়েছে। শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করার ক্ষেত্রেও সারা দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। টিবিমুক্ত ভারত অভিযানের সফলতার স্বীকৃতি হিসাবে ২০২৫ জাতীয়স্তরে ত্রিপুরা পুরস্কৃত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্যে মোট ৮টি সিন্থেটিক টার্ফ নির্মিত হয়েছে। একটি নির্মাণের কাজ চলছে। এছাড়াও জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে তিনটি এবং ধলাই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আরও একটি সিন্থেটিক টার্ফ নির্মাণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। ধর্মীয় পর্যটনকে উন্নত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ”প্রসাদ প্রকল্পে” ৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের পুনর্নির্মাণের কাজ শেষের পথে। ”স্বদেশ দর্শন-২” প্রকল্পে জিরানীয়ায় এস এন, কলোনীতে হ্যারিটেজ ভিলেজ অ্যান্ড সংগীত এক্সপেরিয়েন্স স্থাপনের জন্য ৪৮ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছে। উদয়পুরের বনদোয়ারে ৫১ শক্তিপীঠের রেপ্লিকা নির্মাণের জন্য ৯৭ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছে এবং গত জুলাই মাসে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। এশিয়ান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় ১৭৯ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কসবা কালিবাড়ি, চতুর্দশ দেবতাবাড়ি, কৈলাশহরের সোনামুখী, ছবিমুড়া, অমরসাগর এবং ফটিক সাগরের উন্নয়নের কাজ চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার রুলস ২০২৫ প্রবর্তন এবং ”স্বাগত প্ল্যাটফর্মের” সাথে যুক্ত অনলাইন চ্যাঞ্জ অব ল্যান্ড ইউজ সিঙ্গেল উইন্ডো পোর্টাল চালুর ফলে ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে। ঐতিহাসিক ভূমি বন্দোবস্ত রেকর্ড ডিজিটালাইজ হচ্ছে, যা স্বচ্ছতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ডাই-ইন-হারনেস সহ মোট ১৯ হাজার ৭৬৫ জনকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করা হয়েছে। যুবশক্তির ক্ষমতায়নে ২৩টি চাকরি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ৩, ৮২৩ জন চাকরি প্রার্থী অংশগ্রহণ করেন। ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং-এ ১৮ হাজার ছাত্রছাত্রী যুক্ত হয়েছে। ”অগ্নিবীর” প্রকল্পে ৫৩টি সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে রাজ্যের ৭ হাজার ৭০০ জন যুবকযুবতী অংশগ্রহণ করে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, খোয়াই কোর্ট বিল্ডিংয়ের সম্প্রসারণের পাশাপাশি ধর্মনগর, উদয়পুর এবং সাব্রুমে নয়টি বিচার বিভাগীয়দের নতুন কোয়ার্টার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এগারোটি নতুন রাজ্য আইন কার্যকর করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২৪ সালে সাতটি জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার লাভ করে ত্রিপুরা একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করেছে, যা ২.৫ লক্ষ গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থার মধ্যে দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। ”আমার সরকার” পোর্টালের মাধ্যমে গ্রামীণ ২৫ হাজারেরও বেশি অভিযোগের ৯১ শতাংশের সমাধান করেছে। ত্রিপুরা পঞ্চায়েত অ্যাডভান্সমেন্ট ইনডেক্সের জন্য জাতীয় পাইলট হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল, যেখানে ৪২টি পঞ্চায়েত ”এ” গ্রেড অর্জন করেছে এবং বিকেন্দ্রীকরণ সূচকে সপ্তম স্থানে উঠে এসেছে। রাজ্যে এমজিএমএন রেগায় ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১১০৭.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের জন্য ৩ কোটি ৫০ লক্ষ শ্রম দিবসের অনুমোদন করেছে। জুলাই মাস পর্যন্ত রাজ্যে ১ কোটি ৮ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ২২ হাজার ৫৭৪টি ঘর নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৫১ কোটি টাকা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গ্রামোন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন জাতীয়স্তরে বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: ক) ৭০৭ পলিসি লোন মডেল অ্যাওয়ার্ড (২০২৪) খ) ব্যাঙ্কসখী ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশান মডেল অ্যাওয়ার্ড (২০২৫) গ) ধলাই জেলা ন্যাশনাল এসএইচজি ফেডারেশন অ্যাওয়ার্ড (২০২৪) ঘ) দক্ষিণ ত্রিপুরা রিজিওনাল অ্যাওয়ার্ড ফর কো-অপারেটিভ উইমেন ফেডারেশনস (২০২৪) ৫) ডিএওয়াই-এনআরএলএম জিপিপি র‍্যাঙ্কিং অ্যাওয়ার্ড। ত্রিপুরার পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা জাতীয়স্তরে ভূয়সী প্রশংসিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: ক) নানাজী দেশমুখ ন্যাশনাল জিপিপি র‍্যাঙ্কিং-এ গোমতী জেলা এবং অম্পিনগর ব্লক শীর্ষ স্থান লাভ করেছে। খ) খোয়াই জেলা পঞ্চায়েত ”গ্রাম উন্নয়ন বন্ধু” বিশেষ জিপিপি পুরস্কার পেয়েছে। গ) রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তর ন্যাশনাল পঞ্চায়েতরাজ সিস্টেম রিকগনিশন পেয়েছে। দীনদয়াল উপাধ্যায় পঞ্চায়েত সতত বিকাশ পুরস্কার, মহিলা বান্ধব পঞ্চায়েত ক্যাটাগরীতে প্রথম হয়েছেন দক্ষিণ মনুবনকুল ভিলেজ কমিটি, রূপাইছড়ি। দারিদ্র মুক্ত পঞ্চায়েত বিভাগে তৃতীয় বেতছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, কুমারঘাট। শিশু বান্ধব পঞ্চায়েত বিভাগে তৃতীয় অমরপুরের রাজকাং ভিলেজ কমিটি। সারা দেশের মধ্যে গোমতী জেলা নানাজী দেশমুখ সর্বোত্তম পঞ্চায়েত সতত বিকাশে শ্রেষ্ঠ জেলার পুরস্কার পেয়েছে। এই ক্যাটাগরিতে অমরপুর ব্লক দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ব্লক হিসাবে পুরস্কার লাভ করেছে। অমরপুর ব্লকের থাকছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম উর্জা স্বরাজ বিশেষ পুরস্কার ক্যাটাগরীতে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পঞ্চায়েতের পুরস্কার লাভ করেছে। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য ১০ কোটি টাকা। জিরানীয়া ব্লকের পশ্চিম মজলিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ২০২৪-২৫ সালে ন্যাশনাল ই-গর্ভর্নেন্স পুরস্কার লাভ করেছে। সুশাসনের জন্য ধলাই জেলা বেস্ট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি অ্যাওয়ার্ড, সম্পূর্ণতা অভিযানে নীতি আয়োগের অ্যাওয়ার্ড অব অ্যাপ্রিসিয়েশন, গোমতী জেলা ও ধলাই জেলার গঙ্গানগর ব্লককে প্রাইম মিনিস্টার্স অ্যাওয়ার্ডস ফর এক্সিলেন্স টু পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ৩১ হাজারেরও বেশি এসসি শিক্ষার্থী প্রি-ম্যাট্রিক এবং পোস্ট ম্যাট্রিক বৃত্তি পাচ্ছে। বোর্ডিং স্টাইপেন্ড, কোচিং এবং ৫০ হাজার টাকা এককালীন প্রদানের মাধ্যমে পেশাদার কোর্স করতে সহায়তা করা হচ্ছে। ওবিসিভুক্ত সুবিধাভোগীদের শিক্ষা, ব্যবসা ও পরিবহণের জন্য ৯৬ জনকে প্রায় ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের জনজাতিদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সামগ্রিক কল্যাণে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর একযোগে কাজ করছে। অনেকগুলি এক্সটারনালি এইডেড প্রজেক্ট রয়েছে যার অধিকাংশই জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায়। জনজাতি জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২রা অক্টোবর, ২০২৪ ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান নামে একটি নতুন প্রকল্পের সূচনা করেন। এই প্রকল্পের অধিনে ত্রিপুরার ৫২টি ব্লকের ৩৯২টি গ্রামে বসবাসরত জনজাতিদের জন্য মৌলিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে। জনজাতি অধ্যুষিত ব্লকে যোগাযোগ, অর্থনৈতিক ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রায় ১,৪০০ কোটি টাকার ত্রিপুরা রুরাল ইকোনমিক গ্রোথ অ্যান্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট’ লোন এগ্রিমেন্ট ২০ মার্চ, ২০২৪ থেকে কার্যকর হয়। রাজ্যের জনজাতি সম্প্রদায়ের সমাজপতিদের জন্য সামাজিক ভাতা ২ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৫ হাজার টাকা করা হয়েছে।

বিশেষ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্যাকেজের আওতায় ১ হাজার ৩১৬টি পরিবারকে আয় বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ১০০টি মার্কেট স্টল নির্মাণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর রাবার মিশনে ২৩, ১৬০ হেক্টর এলাকায় ২৯, ৭৫৬ টি পরিবারকে সহায়তা করেছে। এবারের বাজেটে মেধাবী জনজাতি শিক্ষার্থীদের মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর জনজাতি উন্নয়ন মিশনের অধীনে সুপার-১০০ প্রোগ্রাম চালু করা হবে। এবারের বাজেটের প্রতি পাতায় বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৎস্য, পশুপালন, জনজাতি কল্যাণ সহ বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি কোন না কোনভাবে জনজাতিদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বয়স্ক নাগরিক, কন্যা সন্তান এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তিদের জন্য মোট ৮২৬ কোটি টাকা সামাজিক ভাতা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের ৩ লক্ষ ৯০ হাজার সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছেন। ১১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে কর্মরত মহিলাদের জন্য ১০টি হোস্টেল নির্মাণ হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার যোজনায় রাজ্যের ৪৮ হাজার মহিলা উপকৃত হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ত্রিপুরা পুলিশ নিরন্তর কাজ করছে। এর ফলে সামগ্রিক অপরাধের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে সর্বনিম্ন দিক থেকে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে। রাজ্যে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় সামগ্রিক অপরাধের হার ১১০টি মামলা, যেখানে জাতীয় গড় ৪২২টি মামলা। মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধে ত্রিপুরা ২৮টি রাজ্যের মধ্যে সর্বনিম্ন দিক থেকে অষ্টম স্থানে রয়েছে। প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের হার ৩৭টি মামলা। সেখানে জাতীয় গড় ৬৬টি মামলা। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে সামগ্রিক অপরাধ ১৯.৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালের প্রথম ৫ মাসে সামগ্রিক অপরাধের হার পুনরায় আরও ১২.৩৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। মহিলা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রতিটি থানায় ২৪ ঢ়৭ মহিলা হেল্প ডেস্ক চালু রয়েছে। মহিলাদের সুরক্ষায় ১০৯১ মহিলা হেল্প লাইন চালু রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একটি করে মোট ৯ টি মহিলা থানা রয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাজ্য সরকার নেশামুক্ত ত্রিপুরার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে মাদক দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করার পরিমাণ ১০৬ু বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদক ধ্বংসের পরিমানও এই সময়ে ১৩২ু বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে যে ৫টি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রকল্পগুলি হল মুখ্যমন্ত্রী শস্য শ্যামলা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা, চিফ মিনিস্টার স্কিম ফর মেন্টালি চ্যালেঞ্জ পার্সনস, মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনা, চিফ মিনিস্টার অ্যাসিস্টেন্স ফর ডটার সন অব আর্মি সিআরপিএফ পার্সোনাল। এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন সবার অংশগ্রহণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিকশিত ভারত এবং এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। আসাম রাইফেলস ময়দানে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানে কুচকাওয়াজে সিকিউরিটি বিভাগে বি.এসএফ, সি.আর.পি.এফ, আসাম রাইফেলস, টি.এস.আর (পুরুষ ও মহিলা), মেঘালয় পুলিশ, ফরেস্ট গার্ড, ট্রাফিক পুলিশ, হোমগার্ড, ত্রিপুরা পুলিশ এবং নন-সিকিউরিটি বিভাগে এন.সি.সি. বয়েজ, এনসিসি গার্লস, গার্লস গাইড, এনএসএস, সিভিল ডিফেন্স ও আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল অংশ নেয়। কুচকাওয়াজে সিকিউরিটি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে ১৫ নম্বর টি.এস.আর. মহিলা ব্যাটেলিয়ন, বি.এস.এফ, ও ১৪ নম্বর টি.এস.আর, পুরুষ ব্যাটেলিয়ন। নন-সিকিউরিটি বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে যথাক্রমে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল, এনসিসি বয়েজ ও এনএসএস।

বীর শহীদ জওয়ানের পরিবারকে সংবর্ধনা রুটি ব্যাঙ্ক ফাউন্ডেশানের

আগরতলা ঃ রুটি ব্যাঙ্ক ফাউন্ডেশান একটি সামাজিক সংস্থা। প্রতিরাতে ফুটপাথে থাকা লোকেদের খাবার প্রদান করে। খাবার দেওয়া ছাড়াও সংস্থা অন্যান্য সামাজিক কাজে লিপ্ত থাকে। ৮৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে রাজ্যবাসীকে জানিয়েছে রুটি ব্যাঙ্ক ফাউন্ডেশানের পক্ষ থেকে অনেক অনেকে শুভেচ্ছা। দেশের বীর সেনানীদের ঝরানো রক্তের বিনিময়ে এসেছে স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে শনিবার গোমতী জেলার কিল্লার কাইপেং বুলাই গ্রামের রাজ্যের বীর শহীদ নয়ন জমাতিয়ার পিতা ও মাতাকে রুটি ব্যাঙ্ক ফাউন্ডেশানের পক্ষ থেকে সম্মান জানানো হয়। এখানে উল্লেখ্য, বীর শহীদ নয়ন জমাতিয়া আসাম রেজিমেন্টের সেনানী ছিলেন।

২০০৪ সালে জম্মু ও কাশ্মীরে উগ্রবাদীদের সাথে লড়াই করতে গিয়ে তিনি শহীদ হন। উনার পরিবারে মা, বাবা ও একজন ছোটভাই রয়েছে। সংস্থার পক্ষ থেকে পিতা-মাতার হাতে ফুল, উত্তরীয়, স্মারক, শল ও মিষ্টি প্রদান করা হয়। ঢএই অনুষ্ঠানে রুটি ব্যাঙ্ক ফাউন্ডেশানের সভাপতি রূপা রায় দাস, সম্পাদক - দীপক কুমার পাল সহ কার্যকরী কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

‘নারকেলের কেক’

হিন্দু ধর্মে নারকেল এক অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। যেকোনও শুভ অনুষ্ঠান নারকেল দরকার লাগে। এছাড়াও নারকেল দিয়ে ভিন্ন স্বাদের রেসিপি হয়। নারকেল দিয়ে নানা মিষ্টি বানানোর পাশাপাশি আপনি কেকও বানাতে পারেন। জেনে নিন কীভাবে বাড়িতেই বানাবেন নারকেল দিয়ে কেক। উপকরণ:- শুকনো নারকেল- ৬ টেবিল চামচ কোকো পাউডারঃ ১/২ কাপ। দুধ- ১ কাপ বেকিং পাউডার- ১

অনুষ্ঠান নারকেল দরকার লাগে। এছাড়াও নারকেল দিয়ে ভিন্ন স্বাদের রেসিপি হয়। নারকেল দিয়ে নানা মিষ্টি বানানোর পাশাপাশি আপনি কেকও বানাতে পারেন। জেনে নিন কীভাবে বাড়িতেই বানাবেন নারকেল দিয়ে কেক।

উপকরণ:- শুকনো নারকেল- ৬ টেবিল চামচ
কোকো পাউডারঃ ১/২ কাপ।
দুধ- ১ কাপ
বেকিং পাউডার- ১ চা চামচ
ভ্যানিলা এসেন্স- ১ চা চামচ
সুজি- ১ কাপ
আইসড সুগারঃ ১/২ কাপ
নুন- প্রয়োজন মত
হুইপড ক্রিম- প্রয়োজনমত

পদ্ধতি:- প্রথমেই মিক্সার গ্রাইন্ডারে সুজি ভালোভাবে পিষে একটি ডো বানিয়ে নিতে হবে। এরপর আলাদা দুটি পাত্র নিয়ে তার একটিতে ভালোভাবে কোকো পাউডার ও নুন মিশিয়ে নিন। অন্যটিতে চিনি, দুধ ভ্যানিলা এসেন্স ও মাখন দিয়ে অল্প আঁচে বসান। চিনি পুরোপুরি না গলে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করুন। মাথায় রাখবেন মিশ্রণটি যেন বেশি ফুটে না যায়। এরপর এই মিশ্রণে একে একে শুকনো উপকরণগুলি দিয়ে দিন। ব্যাটার তৈরি করে তা ১৫ মিনিট ঢেকে রাখবেন। এরমধ্যে ওভেনটি প্রি-হিট করুন। ময়দা, বেকিং সোডা, বেকিং পাউডার, ব্যাটারে যোগ করে নিন। তবে ব্যাটারে মাখন বেশি দেবেন না। এরপর তা ভালোভাবে বেক করে নিন। অন্য একটি পাত্রে শুকনো নারকেল ভালোভাবে ভেজে নিন। ভাজা হয়ে গেলে তা ঠিকমত ঠান্ডা করে তাতে একে একে চিনি, মিশিয়ে বেকড কেকের ওপর হুইপড ক্রিম ও নারকেলের মিশ্রণ ছড়িয়ে বানিয়ে ফেলুন নারকেলের কেক।

গরমের বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন স্ট্রবেরি কুলফি

এই গরমের দিনে ঠান্ডা ঠান্ডা কুলফি খেতে ছোটো থেকে বড়ো সবারই প্রায় ভালোলাগে। এই সময় কুলফিতে আনুন নতুন স্বাদ। গরমের দিনে বিকেলবেলা হাত চেটে খাবেন সবাই। বাইরে যেতে না পারলে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন স্ট্রবেরি কুলফি।

খুব সহজেই বাড়িতে স্ট্রবেরি ফ্লেভারের কুলফি তৈরি করা যায়। তাই রবিবারের এই বিকেলে বানিয়ে ফেলতেই পারেন স্ট্রবেরি কুলফি। এবার স্ট্রবেরি কুলফি তৈরিতে মেনে চলুন এই রেসিপি।

উপকরণ- স্ট্রবেরি ১ কাপ, দুধ ১ কাপ, দুধের গুঁড়ো ২ টেবিল চামচ চিনি ৪ টেবিল চামচ, এলাচ গুঁড়ো — ১/২ চা চামচ
প্রণালী- প্রথমে স্ট্রবেরি নিয়ে সেগুলো ভালো করে ধুয়ে ফেলুন। তারপর মাঝখানে কেটে নিন। এর পর একটি মিক্সিতে স্ট্রবেরি, দুধ, দুধের গুঁড়ো, চিনি ও এলাচের গুঁড়ো মিশিয়ে একটা পেস্ট তৈরি করে নিন। এর পরে এটি আইসক্রিমের ছাঁচে রাখুন এবং যদি আপনার আইসক্রিমের ছাঁচ না থাকে তবে আপনি এটি একটি গ্লাস বা কাপে বা যে কোনও আকার দিতে পারেন। এর পরে, এটিতে ফয়েল পেপার রেখে বন্ধ করে ফ্রিজে রাখুন। মনে রাখবেন যে এটি ছাঁচে ঢালার সময় আপনি এতে আইসক্রিম স্টেকও রাখুন। এরপর অন্তত ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে সেট হতে দিন। এরপর ফ্রিজ থেকে বের করে প্রায় দুই মিনিট পর ছাঁচ থেকে বের করে নিন। চাইলে আপনি ড্রাই ফ্রুটস দিয়েও সাজিয়ে পরিবেশন করুন স্ট্রবেরি কুলফি।

সেমাই দিয়ে বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু উপমা

উপমা মূলত এটি দক্ষিণ ভারতীয় খাবার। কিন্তু এই খাবারটি এখন গোটা দেশেই বেশ জনপ্রিয়। বেশিরভাগ সময় সুজি দিয়েই উপমা রান্না করা হয়। তবে এবার সেমাই দিয়ে ট্রাই করতে পারেন সুস্বাদু উপমা। জেনে নিন কী ভাবে বানাবেন সেমাই উপমা।

উপকরণ:- আধা কাপ সেমাই, একটা মাঝারি সাইজের ক্যাপসিকাম কুচি, কড়াইশুঁটি, ২ টেবিল চামচ চিনা বাদাম, ১টি মাঝারি সাইজের গাজর, কারি পাতা, ১-২টো শুকনো লঙ্কা, ১ চা চামচ গোটা কালো সর্ষে, ১/৪ টেবিল চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, ১টি বড় সাইজের পেঁয়াজ, কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা, স্বাদ অনুযায়ী লবণ, পরিমাণমতো সাদা তেল,

২ টেবিল চামচ কাজুবাদাম।

প্রণালী:- ফ্রাইং প্যানে সাদা তেল গরম করে সর্ষে, শুকনো লঙ্কা, কারি পাতা এবং কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে এক মিনিট মতো ভাজুন। এবার এতে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজতে থাকুন। পেঁয়াজের রঙ পরিবর্তন হলে গাজর কুচি, কড়াইশুঁটি, ক্যাপসিকাম কুচি ও স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকুন। ঢাকা দিয়ে সবজিগুলো সেদ্ধ করে নিন। এরপর একটি প্যানে সেমাই দিয়ে দিন। এক কাপ জলও দেবেন। ভালো করে মিশিয়ে ঢাকা দিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন। অন্য প্যানে ১ টেবিল চামচ তেল গরম করে চিনা বাদাম এবং কাজুবাদাম দিয়ে একটু নেড়ে নিন। সোনালি বাদামী রঙ হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। সেমাই সমস্ত জল শুষে নিলেই তৈরি সেমাইয়ের উপমা। উপরে চিনাবাদাম, কাজুবাদাম এবং গোলমরিচ গুঁড়ো ছড়িয়ে মিশিয়ে দিন। এবার গরম গরম পরিবেশন করুন সেমাই উপমা।

স্বাস্থ্যকর ড্রাই ফ্রুট শেক

ড্রাই ফ্রুটস আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারি। অনেক চিকিৎসকও বলেন ড্রাইফ্রুটস খাওয়ার কথা। মেদ ঝরাতে ড্রাই ফ্রুটস খুবই উপকারি। এছাড়াও, মেটাবলিজম বাড়াতে, খারাপ কোলেস্টেরল কম করতে অত্যন্ত কার্যকরী। অনেকেই মনে করেন বাদাম ও ড্রাই ফ্রুটস খেলে মেদ বাড়ে। কিন্তু সঠিক নিয়ম মেনে এগুলি খেলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। তবে অনেকেই ড্রাই ফ্রুটস শুধু খেতে পছন্দ করেন না। তাই ড্রাই ফ্রুটস দিয়েই বানিয়ে ফেলুন স্বাস্থ্যকরস্তুড্রাই ফ্রুট শেক। তাহলে জেনে নিন কিভাবে বানাবেন এই ড্রাই ফ্রুট শেক।

উপকরণ:-
তিন কাপ ঠান্ডা দুধ
৮টা পেস্তা ১টি আখরোট
৮টি কাজুবাদাম
১০টি কিসমিস
আধা চা চামচ এলাচ গুঁড়ো
৩টি ডুমুর এবং খেজুর (দুধে ভেজানো)
২ টেবিল চামচ মধু
স্বাদমতো চিনি
৩ চামচ ভ্যানিলা এসেন্স

পদ্ধতি-
প্রথমে মিক্সিতে ভেজানো ডুমুর এবং খেজুরসহ সবকটি ড্রাই ফ্রুটস এবং দুধ ঢেলে পিষে নিন। এরপর তাতে এলাচ গুঁড়ো, মধু এবং স্বাদমতো চিনি দিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে নিন। তারপর তাতে ভ্যানিলা এসেন্স মিশিয়ে ভাল করে ব্লেন্ড করে নিন। শেক তৈরি হওয়ার সাথে সাথে এটি পরিবেশন করবেন না। কিছুক্ষণ ফ্রিজে রেখে দিন। আধা ঘণ্টা পরে এটি গ্লাসে ঢেলে, উপরে ড্রাই ফ্রুটস দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে পরিবেশন করুন ড্রাই ফ্রুট শেক।

পাকা আমের ভাপা সন্দেশ

আমের মরশুমে বাজারে গেলেই আমের গন্ধে ম ম করে চারিদিক। হিমসাগর থেকে ল্যাংড়া — এখন নানা স্বাদের আমে মজেছে বাঙালি। ভরপেট ভোজনের পর শেষ পাতে এক টুকরো আম, মনটা যেন ভরিয়ে দেয়। পাকা আম শুধু খাওয়ার পাশাপাশি, কেক, আইসক্রিম, জুস, স্মুদিতেও কিন্তু দারুণ লাগে। এবার সহজেই বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন আম দিয়েই বানিয়ে ফেলুন ভাপা সন্দেশ।

উপকরণ- ৩০০ গ্রাম ছানা, ১ চা চামচ পাকা আমের এসেন্স, ৪ কাপ পাকা আমের রস, স্বাদ অনুযায়ী চিনি, দুধ পরিমাণমতো, ১ চা চামচ পাতিলেবুর রস পদ্ধতি- ছানা, চিনি, পরিমাণমতো দুধ আর পাকা আমের এসেন্স একসঙ্গে মিক্সিতে দিয়ে একটি মিশ্রণ বানিয়ে নিতে হবে।কড়াইয়ের ঢাকনা চাপা দিয়ে ৩০ মিনিট মতো ভাপিয়ে নিতে হবে। এর পর আঁচ নিভিয়ে টিফিন বক্স নামিয়ে একটু ঠান্ডা হতে দিন। তার পর সন্দেশটা বাক্স থেকে বার করে নিজের পছন্দমতো আকারে কেটে নিন। গ্যাসে আর একটি প্যান বসান। তাতে পাকা আমের রস, চিনি ও লেবুর রস দিয়ে ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। যতক্ষণ না পর্যন্ত মিশ্রণটি ঘন হচ্ছে, তত ক্ষণ নাড়তে থাকুন। আমের মিশ্রণটি জেলির মতো আঠালো হয়ে এলে আঁচ নিভিয়ে দিন। এ বার সন্দেশের উপরে আমের জেলি লাগিয়ে পরিবেশন করুন আমের ভাপা সন্দেশ।

রেশমী পনির

পনির মোটামুটি সকলকেই খেতে ভালোবাসেন। ছোটো থেকে বড়ো সকলের জন্যই পনির স্বাস্থ্যের জন্যই বেশ উপকারী। এর মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও ক্যালশিয়াম, যা সুস্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকারী। পালং পনির, শাহী পনির, পনির টিক্কা, পনির রোল, পনির দো-পেঁয়াজা, পনিরের এই রেসিপি গুলোর নাম শুনলেই জিভে জল আসে। এবার ট্রাই করে দেখতে পারেন রেশমী পনির। জেনে নিন কিভাবে তৈরি করবেন এই রেশমি পনির।

উপকরণ:- ৫০০ গ্রাম পনির, পরিমাণমতো সাদা তেল, ১টি মাঝারি মাপের পেঁয়াজ কুচি, ১ চা চামচ গোটা জিরে, লাল হলুদ সবুজ ক্যাপসিকাম, ১টি মাঝারি মাপের টমেটো, ১ চা চামচ রসুন বাটা, ১ চা চামচ আদা বাটা, ২ চা চামচ ধনে গুঁড়ো, আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, টমেটো পিউরি, স্বাদমতো নুন, ২ চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, কাজুবাদাম বাটা, ১/৪ কাপ টক দই, ধনেপাতা কুচি, ফ্রেশ ক্রিম, ১ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো। পদ্ধতি:- পনির লম্বা লম্বা করে কেটে নিতে হবে। এবার কড়াইতে তেল গরম করে গোটা জিরে ফোড়ন দিন। পেঁয়াজ কুচি হালকা করে ভেজে নিতে হবে। তারপর আদা ও রসুন বাটা দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে। একে একে হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিন। এরপর কাজুবাদাম বাটা ও টক দই দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করুন। এবার এতে দিয়ে দিন টমেটো পিউরি। মশলাটি ভাল করে মেশান। টমেটো এবং ক্যাপসিকামগুলো লম্বা লম্বা করে কেটে কড়াইতে দিয়ে দিন। এর সঙ্গে কেটে রাখা পনিরগুলোও দিয়ে দেবেন। ফ্রেশ ক্রিম, স্বাদ মতো নুন ও গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে খানিকক্ষণ নেড়েচেড়ে সব উপকরণ মিশিয়ে নিন। খানিকক্ষণ রান্না করার পর ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিন। আরও একবার ভাল করে নেড়েচেড়ে নিয়ে নামিয়ে নিন। পরোটা বা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করুন রেশমী পনির।

চিকেন গোল্ড কয়েন

ছোটো থেকে বড়ো প্রায় সবাই চিকেন খেতে ভালোবাসে। আর খুব সহজেই যে কোনও সুস্বাদু পদ তৈরি করা যায় চিকেন দিয়ে। স্ন্যাক্স, স্টার্টার, মেন কোর্স, সবেতেই চিকেনের কোনো তুলনা হয় না। কম-বেশি সকলেরই প্রিয় খাদ্য চিকেন। বিশেষ করে, বাড়ির ছোটোরা চিকেনের তৈরি সব খাবারই চেটেপুটে খেয়ে নেয়। আজ আপনাদের জন্য রইল চিকেনের এক স্ন্যাক্স আইটেম চিকেন গোল্ড কয়েন। বিকেলে মুখরোচক কিছু খেতে ইচ্ছে হলে, বা বাড়িতে কেউ এলে চটজলদি সহজেই বানিয়ে দিন চিকেন গোল্ড কয়েন। তাহলে জেনে নিন কি ভাবে তৈরি করবেন এই রেসিপি।

উপকরণ:-
২৫০ গ্রাম মুরগির মাংসের কিমা,
২টো ডিম,
কয়েকটা পাউরুটি স্লাইস,
২ টেবিল চামচ সাদা তিল,
১ চা চামচ সয়া সস,
২ চা চামচ আদা কুচি,
২ চা চামচ রসুন কুচি,
১টি পেঁয়াজ কুচি,
কাঁচা লঙ্কা কুচি,
ধনে পাতা কুচি,
১ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো,
২ চা চামচ কর্ন ফ্লাওয়ার,
স্বাদমতো নুন,
ভাজার জন্য সাদা তেল।

পদ্ধতি:- চিকেন কিমা মিক্সিতে আরও মিহি করে বেটে নিন। একটি বড় বাটিতে চিকেনের পেস্ট, আদা কুচি, রসুন কুচি, পেঁয়াজ কুচি, ধনে পাতা কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, সয়া সস, নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো, কর্ন ফ্লাওয়ার এবং একটি ডিম ফাটিয়ে একসঙ্গে সমস্ত উপকরণ একসঙ্গে মেশাতে হবে। এরপর অন্য একটি পাত্রে আরেকটা ডিম সামান্য নুন দিয়ে ফেটিয়ে রাখুন। পাউরুটিগুলো গোল করে কেটে নিতে হবে। শুধু মাঝের অংশটা গোল আকারে কেটে নিন। প্রথমে গোল পাউরুটির উপর ফেটানো ডিম ব্রাশ করে নিন। তার উপরে অল্প চিকেনের মিশ্রণ দিয়ে হাতের তালুর সাহায্যে রুটির উপর হালকা চেপে দিন। এর উপর আবার ফেটানো ডিম ব্রাশ করুন। এবার উপর থেকে ছড়িয়ে দিন সাদা তিল। হাতের আঙুল দিয়ে আলতো করে একটু চেপে দেবেন। একটি প্লেটে সবকটা গোল্ড কয়েন সাজিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট ফ্রিজে রাখুন। কড়াইতে তেল গরম করে এক এক করে সোনালি করে ভেজে নিন। টমেটো সস, পুদিনা চাটনি সহযোগে গরম গরম পরিবেশন করুন চিকেন গোল্ড কয়েন।

গোলকোন্ডা চিকেন

সারা সপ্তাহ পর উইকেন্ডে স্পেশাল কিছু রান্না হয়েই থাকে। তার সঙ্গে মুরগির মাংস তো হয়েই থাকে। তবে একই রকমের চিকেনের রেসিপি খেতে খেতে ভালোলাগে না। তাই মুখে নতুন স্বাদ আনতে চেখে দেখতে পারেন গোলকোন্ডা চিকেন। তাহলে জেনে নিন কি ভাবে তৈরি করবেন এই গোলকোন্ডা চিকেন।

উপকরণ- ৬-৭টা চিকেন লেগ পিস, কর্ন ফ্লাওয়ার, স্বাদ অনুযায়ী, লবণ, কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা, আদা, রসুন, কারি পাতা, টক দই,আধা চা চামচ ধনে গুঁড়ো, পেঁয়াজ, গোল মরিচ, ডিম, ময়দা, ২ টেবিল চামচ পাতিলেবুর রস, ধনে পাতা ফুড কালার আধা চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, আধা চা চামচ চাট মশলা, পরিমাণমতো সাদা তেল

পদ্ধতি- প্রথমে মাংসগুলো ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। একটা বাটিতে মাংস, কাঁচা লঙ্কা কুচি, আদা ও রসুন বাটা, কর্ন ফ্লাওয়ার, ময়দা, লবণ, গোলমরিচ, ফুড কালার দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে রাখুন। তারপর ডিম এবং অল্প জল দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে আধা ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে দিন।

ফ্রাইং প্যানে তেল গরম করে ম্যারিনেট করা চিকেন ডিপ ফ্রাই করে তুলে নিন। ওই তেলেই রসুন কুচি, আদা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, চেরা কাঁচা লঙ্কা, কারি পাতা দিয়ে কিছুক্ষণ ভাজুন। তারপর টক দই ও সামান্য জল দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করে নিন। তাতে ভাজা চিকেন, লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, চাট মশলা এবং লবণ দিয়ে দিন। যতক্ষণ না পর্যন্ত জল শুকিয়ে না যায় ততক্ষণ রান্না করুন। এরপর লেবুর রস দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নেবেন। এরপর প্লেটে নামিয়ে ধনেপাতা কুচি, স্লাইস পেঁয়াজ এবং পাতিলেবু দিয়ে পরিবেশন করুন গোলকোন্ডা চিকেন।

গরমে তরমুজ অনেকের প্রিয় ফল

গ্রীষ্মের মরশুমে জনপ্রিয় ফল তরমুজ। গরমের দিনে এই রসালো ফল তরমুজ তৃষ্ণা নিবারণ করে। পুষ্টিবিদরা বলেন, তরমুজের ৯২ শতাংশই জল। আর এতে ভিটামিন ও এবং ভিটামিন সি, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান থাকে। যে কারণে শরীর হাইড্রেট করে ও তরতাজা রাখতে সহায়তা করে এই ফল। তরমুজ শুধুও খাওয়া ছাড়াও এটি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পানীয়ও তৈরি করা যায়। কিন্তু তরমুজের লাড্ডু খেয়েছেন কি? একবার চেখে দেখতে পারেন এই তরমুজের লাড্ডু। তাহলে জেনে নিন সহজে কি ভাবে বানাবেন এই রেসিপি।

উপকরণ-
একটা তরমুজ,
পরিমাণমতো ঘি,
আধ কাপ সুজি,
গুঁড়ো দুধ পরিমাণমতো,
স্বাদমতো চিনি,
পরিমাণমতো শুকনো নারকেল গুঁড়ো।

প্রণালী-
প্রথমে তরমুজের খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করে কেটে নিতে হবে। এরপর বীজগুলো বেছে ফেলে দিতে হবে। এরপর মিক্সিতে ভালো করে তরমুজ ব্লেন্ড করে নিতে হবে। আলাদা করে জল মেশানোর প্রয়োজন নেই। কড়াইতে ঘি গরম করে সুজি দিয়ে ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। সুজি হালকা ভাজা ভাজা হলে নামিয়ে নিন। এরপর কড়াইতে তরমুজের পেস্টটা দিয়ে দিন। একটু নাড়াচাড়া করে এতে গুঁড়ো দুধ আর চিনি মিশিয়ে দিন। ঘন ঘন নাড়তে থাকুন। কিছুক্ষণ রান্না করার পরে তরমুজের মিশ্রণ ঘন হয়ে এলে এর মধ্যে শুকনো নারকেল গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। আরও কিছু ক্ষণ রান্নার পর দিয়ে দিন ভাজা সুজি। ক্রমাগত নাড়তে থাকুন।

দেখবেন একটা সময় এটি সুজি হালুয়ার মতো হয়ে যাবে। তরমুজ-সুজির মিশ্রণটি যখন প্যানের গা ছেড়ে আসবে, তখন সামান্য ঘি ছড়িয়ে একটু নেড়ে নামিয়ে নিন। ঠান্ডা হলে দু'হাতে ঘি মেখে অল্প অল্প করে নিয়ে গোল করে তৈরি করুন লাড্ডু। শুকনো নারকেলের গুঁড়োয় সবকটা লাড্ডু কোট করে নিন। তৈরি হয়ে গেল মুখরোচক তরমুজের লাড্ডু।

মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আগরতলায় এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

স্বেচ্ছায় রক্তদান এখন রাজ্যে গণজাগরণের রূপ পাচ্ছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: স্বেচ্ছায় রক্তদান এখন রাজ্যে গণজাগরণের রূপ পাচ্ছে। বিভিন্ন ক্লাব ও সামাজিক সংস্থা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদানের মত সামাজিক কর্মসূচিতে এগিয়ে আসছে। আমরা বিভিন্ন দানের কথা শুনেছি, তবে রক্তদান সমস্ত দানের উর্ধে। একজন ব্যক্তির দান করা রক্তের মাধ্যমে ৩ জন মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচানো যেতে পারে। তাই স্বেচ্ছায় রক্তদান মানবধর্মের শ্রেষ্ঠ দান।
রক্তদানে একটি আলাদা অনুভূতি রয়েছে, যার কোনও তুলনা হয়না। আজ আগরতলা এডিনগরস্থিত অরবিন্দ সংঘের ৭০তম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং ঋষি অরবিন্দের ১৫৩তম জন্মদিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, জনসংখ্যার অনুপাতে এক শতাংশ রক্ত ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে মজুত থাকা প্রয়োজন। পাশাপাশি রক্তের চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে সমতা বজায় রাখাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নির্দিষ্ট একটি সময়সীমা পর্যন্ত রক্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায়। রক্ত সঞ্চালন পর্ষদ এ বিষয়টির উপর নজরদারী রাখছে। রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি মিলে মোট ১৪টি ব্লাড ব্যাঙ্ক রয়েছে। তাছাড়াও রয়েছে ব্লাড সেপারেশন সেন্টার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একজন সুস্থ সবল পুরুষ ও মহিলা বছরে যথাক্রমে চারবার ও তিনবার রক্তদান করতে পারেন। রক্তদান করলে শারীরিকভাবেও সুস্থ থাকা যায়। তবে এখনও রক্তদান সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। তাই ক্লাব ও সামাজিক সংস্থাগুলিকে রক্তদান সম্পর্কে আলোচনাসভা করার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন। অরবিন্দ সংঘের এই ধরণের সামাজিক উদ্যোগ নিঃসন্দেহে অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে জনজীবনে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব সম্পর্কেও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।
মুখ্যমন্ত্রী এদিন ড্রাগসের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর দৃষ্টিভঙ্গির কথা ব্যক্ত করে বলেন, রাজ্য সরকার ড্রাগসের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে কাজ করছে। ড্রাগস কারবারী বা ড্রাগসের সাথে জড়িতদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবেনা বলেও মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বর্তমানে ভারতবর্ষ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনৈতিক দেশ হিসেবে উন্নীত হয়েছে। ত্রিপুরার অর্থনীতিও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। জিএসডিপি''র ক্ষেত্রে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। রাজ্য সরকার কথার চেয়ে কাজে বেশি বিশ্বাস করে। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস এসরকারের মূল মন্ত্র। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সারা দিয়ে রাজ্যেও হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের কথাও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন। রক্তদান শিবিরে বিধায়ক মীনারাণী সরকার উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কর্পোরেটর অলক রায়, অরবিন্দ সংঘের সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় ঘোষ এবং সভাপতি শ্যামল কান্তি দে। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় যুগ্মভাবে পঞ্চম স্থানাধিকারী এলাকার ছাত্রী তুলিকা চৌধুরীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে এলাকার প্রবীণ নাগরিকদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাদের হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন।

আগরতলা পাবলিক স্কুলে ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস পালিত

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: শুক্রবার আগরতলা পাবলিক স্কুল ভারতের ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেছে বিশাল উৎসাহ ও উল্লাসের মধ্যে। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় প্রধান শিক্ষক শিবা প্রসাদ ভৌমিকের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে, এরপর জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়, যা ক্যাম্পাসে গর্ব এবং অহংকারের পরিবেশ সৃষ্টি করে।
এই অনুষ্ঠানটি একটি রঙিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে সাজানো হয়, যেখানে বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রতিভা প্রদর্শন করে। সোলো গান, শক্তিশালী নৃত্য এবং চিন্তাশীল বক্তৃতার মাধ্যমে তারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে তুলে ধরে। দর্শকরা একাধিক সোলো এবং গ্রুপ নৃত্য উপভোগ করেন, যেখানে ছাত্রীরা দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের সুরে চমৎকার নৃত্য পরিবেশন করে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক হওয়ার গুরুত্ব নিয়ে বক্তৃতা দেন।
অনুষ্ঠানের গম্ভীরতা বাড়াতে শিক্ষিকা রাজাত বৈশ্যা এবং মৌসুমী রাণী সাহা সমবেতদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন, ছাত্রদের স্বাধীনতার প্রকৃত চেতনা ধারণ করতে এবং দেশের উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখতে উৎসাহিত করেন।
অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল প্রধান শিক্ষক শিবা প্রসাদ ভৌমিকের উজ্জীবিত ভাষণ, যেখানে তিনি ঐক্য, সমতা এবং দেশপ্রেমের গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে, যা সবার মধ্যে আনন্দ, জাতীয় গর্ব এবং ঐক্যের অনুভূতি সৃষ্টি করে।
বিদ্যালয় বিভিন্ন পারফরম্যান্স ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের নাম ঘোষণা করেছে। নৃত্য বিভাগে অংশগ্রহণকারীরা হলেন: আরাধ্যা রহমান, দীপসিখা সতমি, মেহেক চৌধুরী, অপূর্ব শীল, প্রীতিলতা দাস, প্রিয়ঙ্করি রায়, সাথী বিশ্বাস, আফ্রিনা খান, সুজাতা সূত্রধর এবং দ্রুনখদ্ধস্ত দাস। গানের বিভাগে অংশগ্রহণকারীরা হলেন: হিমানে শর্মা, আরাধ্যা রায় আচার্য, শিবম সাহা, আগ্রদীপ বনিক, প্রিয়ঙ্করি রায়, মেহেক চৌধুরী, প্রীতিলতা দাস, রুজি সাহা, ইশিকা দাস, পোনাম ঘোষ, ভাগ্যশ্রী দাস, অহনা বিশ্বাস, বার্ষা চক্রবর্তী, বিরাজ দাস, স্নিগ্ধা রায়, রিয়া দাস, শ্রেয়শ্রী দাস প্রমুখ। ভাষণ বিভাগে অংশগ্রহণ করেন শিবা প্রসাদ ভৌমিক (প্রধান শিক্ষক), রাজাত বৈশ্যা (সহকারী শিক্ষক) এবং মৌসুমী রাণী সাহা (সহকারী শিক্ষক)।

দুর্ঘটনায় অল্প পেতে প্রাণ বাসযাত্রীরা

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: দুর্ঘটনায় অল্প পেতে প্রাণ বাস যাত্রীরা। ঘটনা খোয়াই আগরতলা সড়কের বেলফাং এলাকায়। বাইক চালককে বাঁচাতে গিয়েই যাত্রীবাহী কুইজার গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। জানা গিয়েছে, আগরতলা থেকে খোয়াই যাওয়ার রাস্তায় মাঝে বেল ফাং নাকা পয়েন্টের সামনে প্যাসেঞ্জার গাড়ি খুইজার সামনে হঠাৎ করে একটি বাইক রং সাইডে চলে আসে। সাথে সাথে পেসেঞ্জার গাড়ি চালক বাইক আরোহী কে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যায়। অল্পতে প্যাসেঞ্জারা প্রাণে বেঁচে যায়। ঘটনাটি আজ সকাল ৯ টার সময় ঘটে।

PNIET No: 50/EE/CCD/PWD/2025-26, Dated, 11/08/2025
The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES / Railway for the following work through e-procurement portal: Running and maintenance work in the Bungalow of Maintenance of Government residential building during the year 2025-26 / SH:- Repair / Maintenance of Type Qtr. Type VI: 11 Nos [excluding Type VI/01, VI/02, VI/03, VI/04 and VI/ 08] at Kunjaban Township Qtr. complex, Agartala. The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in Any subsequent corrigendum will be available in the website only. The press notice is also available on https:// pwd.tripura.gov.in.
DNIET No: 45/DNIT/EE/CCD/PWD/2025-26
Estimated Cost: 24,26,930.00, Earnest Money: 48,539.00 and Time for completion : 180 days
Last date & time for online Bidding: 20/08/2025 upto 3:00 PM
ICA/C/1902/25

(B. Das) Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura.

আই টি আই, লংতরাই ভ্যালীতে খালি আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি
শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ আই টি আই লংতরাই ভ্যালীতে, অফলাইন এবং অনলাইন ভর্তির পর এখনো কিছু আসন খালি আছে। উক্ত খালি আসনের জন্য আই টি আই লংতরাই ভ্যালীতে ২০২৫-২৬ এবং ২০২৫-২৭ ইং শিক্ষাবর্ষের নিম্ন উল্লিখিত বিভিন্ন ট্রেডে ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে Walk-In-Admission পুনরায় দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। ভর্তি চলবে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে।

ট্রেডের নাম ও প্রশিক্ষণের সময়কাল		শূন্য আসনের সংখ্যা: অসংরক্ষিত (UR)	তপশিলি উপজাতি (ST)	তপশিলি জাতি (SC)	মোট আসন	শিক্ষাগত যোগ্যতা
1-Year Trade	COPA	01	05	NIL	06	মাধ্যমিক উত্তীর্ণ
1-Year Trade	Dress Making	17 (Ex-Servicemen-1)	13	06	36	অষ্টম উত্তীর্ণ
1-Year Trade	Welder	05	04	03	12	অষ্টম উত্তীর্ণ
1-Year Trade	Pump Operator cum Mechanic	06	12 (Ex-Servicemen-1)	04	22	অষ্টম উত্তীর্ণ
2-Years Trade	Surveyor	05 (Ex-Servicemen-1)	11	05	21	অঙ্ক ও ভৌতবিজ্ঞান/ বিজ্ঞান সহকারে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ

- ভর্তির নিয়মাবলী ও শর্তাবলী ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পূর্বে প্রকাশিত অনলাইন ভর্তির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে।
- সমস্ত সার্টিফিকেটের (সরকার অনুমোদিত ক্ষেত্রে Admit Card, Marksheet, Pass Certificate, AADHAAR card, Caste, PRTC Citizenship, PH, Ex-Serviceman), Ration Card self-attested copy আবেদনপত্রের সাথে আই টি আই লংতরাই ভ্যালীতে জমা দিতে হবে এবং অরিজিনাল সার্টিফিকেটগুলি কর্তৃপক্ষকে দেখাতে হবে।
- ভর্তি চলবে ঃ ২০/০৮/২০২৫ থেকে ৩০/০৮/২০২৫ পর্যন্ত (ছুটির দিন বাদে)।
- সময় ঃ বেলা ১১:০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
- আসন সংরক্ষণ ত্রিপুরা সরকারের নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।
- ভর্তির আবেদনপ্রাপ্ত প্রার্থীদের সেইদিনই Caution money ১০০০/- (এক হাজার) টাকা নগদ, ২ (তিন) কপি ছবি, AADHAAR, Bank Passbook ও সমস্ত সার্টিফিকেটের self-attested photo copy জমা দিয়ে ভর্তি হতে হবে। অন্যথায় সেই আসনটি পরবর্তী আবেদনকারীকে দেওয়া হবে।
- ড্রপ-আউট প্রশিক্ষণার্থীদের Caution Money ফেরত দেওয়া হবে না। আই টি আই -তে প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে একই সঙ্গে অন্য কোন নিয়মিত কোর্স করা যাবে না। ভর্তির পর সকল প্রশিক্ষণার্থীদের আই টি আই এর নিয়ম ও নির্দেশাবলী মেনে চলা বাধ্যতামূলক।
- বিস্তারিত আই টি আই -এর ট্রেনিং সেকশন থেকে জানা যাবে।

ICA/D-785/25

স্বাক্ষরিত/-
অধ্যক্ষ
আই টি আই, লংতরাইভ্যালী
ধলাই, ত্রিপুরা

রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত

ধর্মনগর, কাঞ্চনপুর, পানিসাগর, কৈলাসহর, কুমারঘাট, কমলপুর, খোয়াই, তেলিয়ামুড়া উদয়পুর, করবুক, অমরপুর, বিলোনীয়া শান্তিরবাজার, সাব্রুম, সোনামুড়া, জিরানীয়া, মোহনপুর ১৫ আগস্ট : আজ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা এবং মহকুমায় যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে জেলা ও মহুকুমান্তরের অনুষ্ঠানগুলিতে কুচকাওয়াজ, বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, হাসপাতাল, সংশোধনাগার ও অনাথ আশ্রমের আবাসিকদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। উত্তর ত্রিপুরা জেলা সদর ধর্মনগরের বিবিআই ময়দানে আনুষ্ঠানিক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। পতাকা উত্তোলনের পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, দেশকে স্বাধীন করতে গিয়ে যারা আত্মবলিদান দিয়েছেন তাদের আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার দিন। কারণ তাদের আত্ম ত্যাগের ফলেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। এই পবিত্র দিনে আমাদের সুনাগরিক এবং দেশের উন্নয়নে সামিল হওয়ার শপথ নিতে হবে। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে আমাদের দেশ দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। রাজ্য সরকারও সবকা সাথ সবকা বিকাশ ও সবকা প্রয়াস নীতিতে কাজ করছে। মানুষের কল্যাণে রূপায়ণ করা হচ্ছে বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলা। সে লক্ষ্যে মহিলাদের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশ মাতৃকার কল্যাণে সবাইকে সচেষ্ট থাকার জন্য তিনি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, বিধায়ক যাদবলাল দেবনাথ, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রাণী দাস সেন, জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন, জেলা পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই, জেলা বন আধিকারিক সুমন মল্ল, ধর্মনগর মহকুমার মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ, অতিরিক্ত জেলাশাসক বিজয় সিনহা, অতিরিক্ত জেলাশাসক এল ডার্লং সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ।
সারা রাজ্যের সঙ্গে কাঞ্চনপুর মহকুমায়ও যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়। কাঞ্চনপুর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে আয়োজিত মহকুমা ভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক ফিলিপ কুমার রিয়াং। অনুষ্ঠানে বিধায়ক বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মবলিদানেই আমাদের দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সকলকে অংশীদার হতে হবে। অনুষ্ঠানে মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা দেশাত্ববোধক নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এমডিসি শৈলেন্দ্র নাথ, এমডিসি স্বপ্না রাণী দাস, কাঞ্চনপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক বিদ্যাসাগর ত্রিপুরা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আশিস কুমার ঠাকুর সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।
পানিসাগর মহকুমায় আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। পানিসাগরের বিবেকানন্দ মুক্ত মঞ্চে আয়োজিত মহকুমা ভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন বিধায়ক বিনয়ভূষণ দাস। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অনুরাধা দাস, পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন ধনঞ্জয় দেবনাথ, পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান কল্পনা দেবনাথ, পানিসাগর মহকুমার মহকুমা শাসক সুশান্ত দেববর্মা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পানিসাগর মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামে ঊনকোটি জেলাভিত্তিক ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেলাভিত্তিক এই অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার জনগণের জন্য স্বাস্থ্য, বাসস্থান, খাদ্য, পানীয়জল, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ মোদির নেতৃত্বে দেশ বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনলাভের পথে এগিয়ে চলছে। অনুষ্ঠানে ২/৫ ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ঊনকোটে তমাল মজুমদার, পুলিশ সুপার সুধাম্বিকা আর, কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক। বপুল দাস প্রমুখ।
সারা রাজ্যের সঙ্গে কুমারঘাট মহকুমায়ও ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। মহকুমার মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় পাবিয়াছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় মাঠে। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক ভগবানচন্দ্র দাস। অনুষ্ঠানে বিধায়ক বলেন, স্বাধীনতার ৭৯ বছরে দেশ সার্বিকভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে ভারতবর্ষ বিশ্বের ৪র্থ অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠেছে। শিক্ষা, কৃষি, বিজ্ঞানপ্রযুক্তিতে দেশ অভাবনীয় উন্নতি করেছে। আর তা সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে। তিনি বলেন, ২০১৮ সালের পর থেকে জাতি-জনজাতি অংশের মানুষকে সাথে নিয়ে এক নতুন ত্রিপুরা গঠন করার কাজ করছে রাজ্য সরকার। দেশের অখন্ডতা, সার্বভৌমত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ রক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কুমারঘাট পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ দাস, উনকোটি জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি সন্তোষ ধর, মহকুমা শাসক এন এস চাকমা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক উৎপলেন্দু দেবনাথ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় মাঠে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে বিধায়ক মনোজকান্তি দেব জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন প্রশান্ত সিনহা, ধলাই জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি অনাদি সরকার, কমলপুর মহকুমার মহকুমা শাসক ড. জি শরথ নায়েক। খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে খোয়াই বিমানবন্দর মাঠে জেলাভিত্তিক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, স্বাধীন রাষ্ট্রে আমরা সকলেই সমান অধিকার ভোগ করতে পারছি। দেশকে সুরক্ষিত রাখতে সকলকেই সচেষ্ট থাকতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে কাজ করছে। এসব উন্নয়নমূলক কাজে তিনি সকলকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় (দত্ত), বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, জেলাশাসক রজত পন্থ, ডিএফও নির্মল কুমার প্রমুখ। অনুষ্ঠানের পর বনমন্ত্রী খোয়াইর শিঙ্গিছড়াস্থিত পশু চিকিৎসা কেন্দ্রের সংলগ্ন জাতীয় সড়কের দুইপাশে ৭৯টি চারা গাছ রোপন করেন।
সারা রাজ্যের সঙ্গে তেলিয়ামুড়া মহকুমায়ও যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। তেলিয়ামুড়া মহকুমাভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় তেলিয়ামুড়ার দশমীঘাটস্থিত ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, অসংখ্য ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সংগ্রামের বিনিময়ে দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এই স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের যে স্বপ্ন ছিল তা পূরণে আমাদের সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। দেশের বর্তমান সরকার বিকশিত ভারত গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে। রাজ্য সরকারও রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার, ভাইস চেয়ারপার্সন মধুসুধন রায়, খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন প্রমুখ।
সারা রাজ্যের সঙ্গে গোমতী জেলা সদর উদয়পুরেও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। গোমতী জেলাভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় উদয়পুর স্পোর্টস গ্রাউন্ড প্রাঙ্গণে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মবলিদানের জন্যই দেশ স্বাধীন হয়েছে। ফলে আমরা স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারছি। এছাড়াও তিনি তার বক্তব্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সাফল্য ও পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতলচন্দ্র মজুমদার, গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাখের, পুলিশ সুপার ড. কিরণ কুমার প্রমুখ। এদিন সকালে উদয়পুর মহকুমা শাসক কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক অভিষেক দেবরায়।
বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে করবুক মহকুমায়ও ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস হয়। মহকুমা ভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় করবুক পাঞ্জিহাম ৩/৫ বিদ্যালয়ের মাঠে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বিজয় মানিক ত্রিপুরা বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ত্যাগ ও সাহসের ফলেই আমরা স্বাধীন দেশে মাথা উঁচু করে চলতে পারছি। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন করবুক বিএসি''র ভাইস চেয়ারম্যান প্রণব ত্রিপুরা, মহকুমা শাসক শ্যামজয় জমাতিয়া, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গমনজয় রিয়াং প্রমুখ।অমরপুর চন্ডীবাড়ি মাঠে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বিধায়ক রঞ্জিত দাস বলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্ম ত্যাগের ফলে দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সবসময়ই স্মরণে রাখা উচিত। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতায় এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গঠন করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সদর বিলোনীয়াও যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। জেলাভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অখন্ডতা রক্ষায় যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের সবসময়ই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। আমাদের দেশ বর্তমানে শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, পানীয়জল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মহাকাশ গবেষণা, ক্রীড়া, প্রতিরক্ষা, বিদ্যুতায়ণ, যোগাযোগ সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে। মহাকাশ গবেষণায় আমাদের দেশ সারা বিশ্বে এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। এছাড়াও তিনি তাঁর ভাষণে জনকল্যাণে গৃহিত বিভিন্ন প্রকল্পগুলির সুবিধা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার সমৃদ্ধশালী ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। পাশাপাশি রাজ্যকে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শুধু সরকারিভাবে চেষ্টা করলেই হবেনা, এবিষয়ে সকলকে দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার মহিলাদের আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। এছাড়াও তিনি তাঁর ভাষণে পিএম জনমন, যোগাযোগ, বিদ্যুতায়ণ, পর্যটন ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাজ্যের সাফল্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়ক অশোক মিত্র, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিলচন্দ্র গোপ সহ জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ।
সারা রাজ্যের সঙ্গে শান্তিরবাজার মহকুমায়ও যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। শান্তিরবাজার সরকারি মহাবিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন স্বপ্না বৈদ্য, বকাফা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণা রিয়াং, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য শম্ভু মানিক, শান্তিরবাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন সত্যব্রত সাহা, মহকুমা শাসক মনিষ কুমার সাহা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বাপি দেববর্মা প্রমুখ। যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ সাবুম মহকুমায় ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। মহকুমাভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় সাব্রুম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বিধায়ক মাইলাফু মগ বলেন, রাজ্য সরকার জনকল্যাণে নানা প্রকল্প রূপায়ণ করে চলছে। শিক্ষার উন্নয়ন থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, পর্যটন সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্রুত গতিতে উন্নয়ন হচ্ছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাবুম নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রমা পোদ্দার দে, ভাইস চেয়ারপার্সন দীপক দাস, প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্কর রায়, মহকুমা শাসক শিবজ্যোতি দত্ত, মহকুমা পুলিশ আধিকারক নিত্যানন্দ সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন এমন ৭ জনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।
সোনামুড়া মহকুমায়ও আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। সোনামুড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে মহকুমাভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়। সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মণ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার কাজে যে সমস্ত বীর শহীদ জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। অনুষ্ঠানে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য হল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করা। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ আজ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তি সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরা, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন সারদা চক্রবর্তী, ভাইস চেয়ারপার্সন সাহজাহান মিঞা সহ বিশিষ্ট জনেরা। এছাডাও এদিন স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে মেলাঘর রাজঘাটে এক মনোজ্ঞ ব্যান্ড পরিবেশন করেন গকুলনগরস্থিত টিএসআর প্রথম ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানগণ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা ঘোষ পাল রায়, সোনামুড়া মহকুমা শাসক রাজু দেব, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সদস্য প্রসেনজিৎ ঘোষ প্রমুখ।
যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ জিরানীয়া মহকুমায়ও ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। মহকুমার মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় বীরেন্দ্রনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় মাঠে। সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, আজকের দিনে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সেই সকল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা যাদের রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতার আলো। রাজ্য সরকার নানা জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি সমাজের প্রান্তিক ব্যক্তির নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যে কাজ করছে। রাজ্য আজ যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে পানীয়জল, পর্যটন, স্বাস্থ্য সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান রতন কুমার দাস, রাণীরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অপর্ণা শুরুদাস, মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর, অ্যাডিশনাল এসপি হিমাদ্রী প্রসাদ দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক ও রঞ্জিত রায় চৌধুরী।
যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় মাঠে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা বলেন, অনেক লড়াই আন্দোলনের ফলে আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ ও ভাইস চেয়ারপার্সন শঙ্কর দেব, মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব ও ভাইস চেয়ারম্যান সঞ্জীব কুমার দাস, মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সভ্যসাচী দেবনাথ প্রমুখ।

জন্মাষ্টমীকে কেন্দ্র করে জগন্নাথ জীউ মন্দিরের উদ্দ্যোগে বাইক র‍্যালি

শান্তিরবাজার, ১৬ আগস্ট: বাঙ্গালীর ১২ মাসে ১৩ পার্বন। বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জীউ মন্দিরের প্রভুজি করুনেশ্বর মাধব দাসের উদ্দ্যোগে ধর্মীয় রিতিনিতি মেনে এই পার্বনগুলো পালন করাহয়। আজ জন্মাষ্টমী। এই জন্মাষ্টমীকে কেন্দ্র করে অন্যানন্য বছরের ন্যায় এইবছর এক গুচ্ছ ধর্মীয় কর্মসূচী হাতেনেওয়াহয়।
এরইমধ্যে জন্মাষ্টমীকে কেন্দ্র করে মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তথেকে আগত ভক্তবৃন্দদের উপস্থিতিতে এই সুস্বজিত বাইক র‍্যালি সংগঠীত করা হয়।

যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতা দিবস পালিত মহিলা কলেজে

আগরতলা, ১৫ আগস্ট: যথাযোগ্য মর্যাদায় এবছরও রাজধানীর মহিলা কলেজে পালিত হলো স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতার ৭৯ বর্ষপূর্তি হর ঘর তিরঙ্গা মহোৎসবকে সামনে রেখে ২রা আগস্ট থেকে ১৫ আগষ্ট পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হলো স্বাধীনতা দিবস।
৪ আগস্ট কলেজের এন এস এস শাখার উদ্যোগে আবির দিয়ে জাতীয় পতাকা অঙ্কন করে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদদের প্রতি সবাইশ্রদ্ধা জানান ১২ই আগষ্ট ত্রিপুরা রাজ্য এনএস. এস সেলের উদ্যোগে র‍্যালি সংগঠিত হয়েছিল। তাতে ও কলেজের এন এস এস শাখা বিশেষভাবে অংশ গ্রহন করে। ১৩ আগষ্ট তারিখে ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় জাতীয় পতাকা এবং শপথ নেওয়া হয় অখন্ডতার মূল মন্ত্র। তাছাড়া এদিন নেশামুক্ত ভারত নামেও একটি শপথ বাক্য পাঠ করা হয়। শপথবাক্য টি পাঠ করান অধ্যক্ষা। ১৪ আগষ্ট ইংরেজী বিভাগ আয়োজিত বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অনিন্দ শ্যাম চৌধুরী। ১৫ই আগষ্ট সকাল সাতটায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন অধ্যক্ষা শর্বরী নাথ মহোদয়া এবং এই দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। জাতীয় সংগীত ও বন্দে মাতরমধ্বনি উচ্চারণের মধ্য দিয়েই সেদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। উপভোগ করে সবাই একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানঊ স্বাধীনতা দিবসের প্রেক্ষাপট ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড.মনোজ নাথ ঊএনএসএস ইউনিটের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষা এবং জয়েন্ট সেক্রেটারী তাপসী দাসমহোদয়াকে সম্মাননা প্রদান করা হয়ঊ অনুষ্ঠানে কলেজের অধ্যাপক ত্ত অধ্যাপিকা গন, অশিক্ষক কর্মচারী, স্বেচ্ছাসেবীরা, এন সি. সি শাখা ও অন্যান্য ছাত্রীরা সহ সবার সক্রিয় অংশ গ্রহণে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সাফল্য মন্ডিত হয়ে উঠে।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সিপিআইএম রাজ্য দপ্তরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

আগরতলা, ১৫ আগস্ট: ৭৯-তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সিপিআইএম রাজ্য দপ্তরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। এদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সিপিআইএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।
এদিন তিনি বলেন, আজ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণের দিন। দেশ স্বাধীন করতে আমাদের লক্ষ লক্ষ পূর্বপুরুষরা আত্মবলিদান দিয়েছেন। তাদের লক্ষ্য গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় তৈরী করার জন্য গত ৭৭ বছরে অনেক অর্জন করা হয়েছে। আগামীদিনে লক্ষ্য পূরণ করার জন্য আরও কাজ করতে হবে। তাঁর কথায়, আমাদের পূর্ব পুরুষরা যে আশা নিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন আজ সেই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারে নি। এখনো অনেক লড়াই বাকি রয়েছে।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠনের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

আগরতলা, ১৫ আগস্ট: স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন ডি ওয়াই এফ আই ও এসএফআই রামনগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে আজ মেলার মাঠ ছাত্র যুব ভবনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।
এদিনের রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার সহ বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী সহ নেতৃত্বরা।
এদিন মানিক সরকার বলেন, দেশে স্বাধীনতা আনতে বিপ্লবীরা নিজেদের আত্মবলিদান দিয়েছেন। আজ এই ঐতিহাসিক দিনে বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন ডি ওয়াই এফ আই ও এসএফআই রামনগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে ছাত্র যুব ভবনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।
এদিন তিনি আরও বলেন, রাজ্যের হাসপাতালগুলির রক্ত স্বল্পতা দূরীকরণে আজকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিধানসভা, সচিবালয়ে ও মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি আবাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

আগরতলা, ১৫ আগস্ট : স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ সকালে ত্রিপুরা বিধানসভা প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে তিনি বলেন, মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের মাধ্যমেই আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে বিধানসভার সচিব সহ অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।
আজ সকালে সচিবালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি আরক্ষাবাহিনীর কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, বহু বীর শহীদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। যেকোন মূল্যেই আমাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, ২০১৪ সালের পর থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে দেশের আর্থিক প্রগতি ঘটেছে। ভারত বর্তমানে বিশ্বে ৪র্থ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। সেই লক্ষ্যেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, সচিব ইউ কে চাকমা, সচিব টি কে দেবনাথ, সচিব তাপস রায় সহ সচিবালয়ের আধিকারিক এবং কর্মচারিগণ। স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ছোটদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের কৃষিমন্ত্রী সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ পুরস্কৃত করেন।
স্বাধীনতা দিবস পালন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ সকালে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। ত্রিপুরা পুলিশের জওয়ানগণ জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীকে অভিবাদন জানান। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, স্বাধীনতা দিবস আমাদের সকলের জন্য গৌরবের দিন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ভারতবর্ষ উন্নতির শিখরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরা সহ দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলিও উন্নতির দিকে এগিয়ে চলছে। তিনি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

রাজ্যের বর্তমান সরকারও নিরলসভাবে মানুষের উন্নতির স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৫ আগস্ট : ত্রিপুরা আজ পরিবর্তনশীল। বর্তমানে রাজ্যের ক্লাবগুলিতে সুস্থ সংস্কৃতির পরিবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাজ্যের ক্লাবগুলি বিভিন্ন সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করছে। এই উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। বিগত দিনগুলিতে যা লক্ষ্য করা যেত না। রাজ্যের বর্তমান সরকারও নিরলসভাবে মানুষের উন্নতির স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। আজ আগরতলার সংহতি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদান, মরনোত্তর দেহদান ও চক্ষুদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।
অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা আত্মবলিদান করেছেন আজ তাদের স্মরণ করার দিন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন এই দিনটি শুধুমাত্র একদিন উদযাপনের বিষয় নয়। সারা বছরব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ দেশাত্ববোধের ভাবনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। রাজ্যের বর্তমান সরকারও সেই দিশায় কাজ করছে। রাজ্য সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা বেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংহতি ক্লাবের এই উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এধরণের সামাজিক কাজে এগিয়ে আসতে অন্যদেরও উৎসাহিত করবে।
অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার স্বাগত বক্তব্য রাখেন। তিনি সংহতি ক্লাবের সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করছেন। তিনি বলেন, সংহতি ক্লাব সারা বছর বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করছে। ভবিষ্যতেও এধরণের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঠিয়া বাবা আশ্রমের অধ্যক্ষ সদানন্দ দাস কাঠিয়া বাবাজী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংহতি ক্লাবের সভাপতি শিশির মজুমদার। আজ এই অনুষ্ঠানে অপারেশন সিন্দুর বিষয়ে একটি তথ্যচিত্রও প্রদর্শন করা হয়। আজ ৬৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। ১২ জন মরনোত্তর চক্ষুদান এবং ৮ জন মরনোত্তর দেহ দানের অঙ্গীকার করেন। এই অনুষ্ঠানে আধার নিবন্ধীকরণ শিবিরেরও আয়োজন করা হয়।

মানব সেবাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সেবা: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৫ আগস্ট : আমরা চাই এক সুন্দর সমাজ, রাজ্য ও দেশ। যেখানে থাকবেনা অশুভ শক্তি ও অধর্ম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সংভাবে চলা ও জীবন যাপনের শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে ৫ দিনব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে জন্মাষ্টমী উৎসবের উদ্বোধন করে একথা বলেন। উল্লেখ্য, এই উৎসব এবছর ৭৪তম বর্ষে পা দিল। ত্রিপুরা যাদব মহাসভা এই উৎসবের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন বিগ্রহের আবরণ উন্মোচন করেন।
মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ত্রিপুরা যাদব মহাসভার এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, গীতা যেমন হিদুদের কাছে একটি পবিত্র গ্রন্থ তেমনি জন্মাষ্টমী উৎসবও হিন্দুদের কাছে এক পবিত্র উৎসব। গীতা গ্রন্থকে নিয়ে আজ সারা বিশ্বে গবেষণা হচ্ছে। সব অংশের মানুষ আজ গীতা পাঠ করছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হবার পর দেশে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হয়েছে। আজ রাজ্য ও দেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেন, মানব সেবাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সেবা। মানব সেবার মধ্য দিয়েই ঈশ্বর তথা ভগবানকে পাওয়া যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মন্দিরে এলে মন শান্ত হয়ে যায়। দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে আধ্যাত্মিকতার যোগসূত্র রয়েছে। আধ্যাত্মিকতার সংস্পর্শে এলে সুন্দর ও সুস্থ সমাজ গড়ে উঠে। তাই এই পথই হচ্ছে মানব সমাজের মঙ্গলের পথ।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আগরতলা জগন্নাথ জিউ মন্দিরের ভিক্ষু ভক্তি কমল বৈষ্ণব মহারাজ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা যাদব মহাসভা উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান প্রমোদ লাল ঘোষ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আগরতলা জগন্নাথ জিউ মন্দিরের ভিক্ষু ভক্তি কমল বৈষ্ণব মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর রত্না দত্ত, ত্রিপুরা যাদব মহাসভার সভাপতি দেবব্রত ঘোষ প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর অতিথিগণ বসে আঁকো এবং কৃষ্ণ সাজের প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করেন। অনুষ্ঠানে শিল্পীগণ বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

সচিবালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কৃষি মন্ত্রী

আগরতলা, ১৫ আগস্ট : রাজ্য সচিবালয় প্রাঙ্গণে আজ সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি আরক্ষা বাহিনীর সমবেত কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন ও অভিবাদন গ্রহণ করেন।
জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমাদের দায়িত্ব দেশকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করা। স্বাধীনতার শত্রুদের চিহ্নিত করা। ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত আত্মনির্ভর ভারতবর্ষ গড়ার অঙ্গীকার নেওয়ার আহ্বান জানান কৃষিমন্ত্রী।
এদিন তিনি আরও বলেন, আজ ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবসে সচিবালয়ের প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বাইক রেলি

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শুক্রবার কৈলাশহরে বাইক রেলি অনুষ্ঠিত হয়। বাইক র‍্যালিটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কৈলাসহরে একটি সুসজ্জিত বাইক রেলি অনুষ্ঠিত হয়।
উক্ত বাইক রেলিটি টাউন কালীবাড়ির সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় টাউন কালিবাড়ির সামনে এসে উক্ত বাইক রেলিটির সমাপ্তি হয়। এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের রাজ্য কমিটির সভাপতি উত্তম দে জানান, প্রতি বছর হিন্দু জাগরণ মঞ্চের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এই বাইক রেলিটি অনুষ্ঠিত হয়।
আর সেটি কৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর আগের দিন অর্থাৎ অধিবাসের দিন অনুষ্ঠিত হয়, গতকাল ১৫ ই আগস্ট অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবস থাকার কারণে গতকাল এই বাইক রেলিটি করা সম্ভব হয়নি তাই আজ তা করা হয়েছে।

সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডাক্তার বিশাল কুমার, পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অসিত কুমার দাস, সদর মহাকুমা শাসক মানিক লাল দাস সহ অন্যান্যরা।
শুক্রবার জন্মাষ্টমীর দিনে সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে সদর মহকুমা শাসক কার্যালয়ে এক মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ড: বিশাল কুমার। এদিন রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে পশ্চিম জেলার জেলা শাসক বলেন রাজ্য সরকার রাজ্যের ব্লাড ব্যাংক গুলিতে রক্তের মজুদ সন্তোষজনক করার জন্য সকলের কাছে আহ্বান জানিয়েছে।
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আহবানে সাড়া দিয়ে সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেন জেলাশাসক। এ দিল রক্তদানে যারা এগিয়ে এসেছেন তাদের সুস্বাস্থ্য কামনা এবং প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক। আগামী দিনেও সরকারি দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচিতে শামিল হওয়ার জন্য সকলের প্রতি তিনি আহবান জানিয়েছেন।

গান্ধী মূর্তিতে, গান্ধী বেদীতে ও শহীদ স্মৃতি সৌধে রাজ্যপালের শ্রদ্ধা নিবেদন

আগরতলা, ১৫ আগস্ট : ভারতের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস পালন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ সকালে সার্কিট হাউস সংলগ্ন মূর্তি প্রাঙ্গণে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু। এর পর তিনি গান্ধীঘাটস্থিত গান্ধীবেদিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই অনুষ্ঠানের পর রাজ্যপাল লিচুবাগানস্থিত এলবার্ট এক্কা পার্কে শহীদ স্মৃতি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনটি স্থানেই রাজ্যপালের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে, গান্ধী বেদিতে এবং এলবার্ট এক্কা পার্কে শহীদ স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধা জানান বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাজ্যপাল জানান, আমাদের বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে এবং পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘোষিত বিকশিত ভারত গঠনে সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান। স্বাধীনতা দিবস পালন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ সন্ধ্যায় রাজভবনে এটহোম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এবং মুখ্যমন্ত্রীর পত্নী, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর বর্মণ, বিধানসভায় সরকার পক্ষের মুখ্যসচেতক তথা বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায়, বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী, ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এস রামচন্দ্র রাও, ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি এস পুরকায়স্থ, বিধায়কগণ, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ, আরক্ষা প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর পদস্থ আধিকারিকগণ এবং রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অতিথিদের সম্মানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাজভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

হয়নি কোন

● প্রথম পাতার পর

প্ররোচনা বা অন্তর্ঘাতের মাধ্যমে বাধাগ্রস্ত না করে। তিনি সম্মেলনের শেষ দিকে ট্রাম্পকে মস্কো সফরের আমন্ত্রণ জানান। ট্রাম্প মুচকি হেসে বলেন, এটা একটা মজার প্রস্তাব... হয়তো হবে। এদিকে হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পুতিনকে তার স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্পের লেখা একটি ব্যক্তিগত চিঠি হস্তান্তর করেছেন। ওই চিঠিতে ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের পরিস্থিতির কথা তুলে ধরা হয়েছে। মেলানিয়া সম্মেলনে উপস্থিত না থাকলেও, শিশুদের অপহরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে তার উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে এই চিঠিতে।
সম্মেলনের পর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন এবং সোমবার ওয়াশিংটনে সাক্ষাৎ করবেন বলে জানান। তবে ইউক্রেনের জনগণের মধ্যে হতাশা লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব ইউক্রেনের খারকিভ শহরে বসবাসকারী থিয়েটার ম্যানেজার পাভলো নেবরোয়েভ বলেন, এই সম্মেলন ছিল পুতিনের কূটনৈতিক জয়। অন্যদিকে, ইউক্রেনীয় নাগরিক ওল্যা ডোনিক বলেন, এতে কিছুই হয়নি। চলুন, আমাদের জীবন চালিয়ে যাই।
ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মার্জ, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উরসুলা ভন ডার লেইয়েন এক যৌথ বিবৃতিতে এই সম্মেলনের পরে একটি ত্রিপাক্ষিক (ট্রাম্প-পুতিন-জেলেনস্কি) বৈঠকের আহ্বান জানান। তারা বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা রাশিয়ার উপর অর্থনৈতিক চাপ অব্যাহত রাখব।
চলমান ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে আলাস্কায় অনুষ্ঠিত বৈঠককে স্বাগত জানিয়েছে ভারত। শনিবার এক সরকারি বিবৃতিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনকে ভারত স্বাগত জানাচ্ছে। শান্তির জন্য তাঁদের নেতৃত্ব প্রশংসনীয়। এই বৈঠকে যে অগ্রগতি হয়েছে ভারত তা মূল্যায়ন করছে। তিনি আরও বলেন, সংঘাতের অবসানের পথ কেবলই সংলাপ ও কূটনীতির মাধ্যমে সম্ভব। বিশ্ব চায় ইউক্রেন যুদ্ধের দ্রুত অবসান।
কিন্তু, মার্কিন প্রেসিডেন্টের জ্বালানি ক্রয় নিয়ে ভারতকে জড়িয়ে মন্তব্য কূটনীতির কোন দিশায় পৌছাবে তা এখনই বলা মুসকিল। ট্রাম্পের বিশ্বাস, রাশিয়া জ্বালানি তেল বিক্রির ভারতের অংশের ৪০ শতাংশ হারাবে। এদিন তাঁর বক্তব্য, রাশিয়ার তেল কিনলে চীন-ভারতের ওপর নিষেধাজ্ঞা বিবেচনায় এখনই যেতে হবে না। দু-তিন সপ্তাহ পরে প্রয়োজন হতে পারে। তিনি বলেন, আজকের বৈঠকের কারণে আপাতত তা প্রয়োজন হচ্ছে না। দেখা যাক, সামনে কী হয়।
যদিও ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকে কোনো তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির ঘোষণা আসেনি, তবে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে উভয় পক্ষ আশাবাদ ব্যক্ত করেছে। পুতিন বলেন, আমরা সত্যিই যুদ্ধের অবসান চাই, আর ট্রাম্প বলেন, এখন বল জেলেনস্কির কোর্টে।

তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে এবং লংতরাই মহকুমায় জাতীয় পতাকা অবমাননা

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: জাতীয় পতাকার অবমাননার ঘটনা সামনে আসতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এই সংবাদটি সামনে এসেছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল এবং মনু ঘাট লম্বা বিল স্কুল থেকে। গতকাল নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৭৯ তম মহান স্বাধীনতা দিবস পালন করেছেন ভারতীয়রা। সেই সাথে ভারতীয়দের ঐক্য এবং ঐতিহ্যের প্রতীক ত্রির্বন রঞ্জিত পতাকা মর্যাদার সহিত উত্তোলন করা হয়েছে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় পতাকা নামানোর নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কিন্তু সরকারি দপ্তরেই নির্দিষ্ট সময়ে নামানো হয়নি জাতীয় পতাকা। এমনই অবমাননার দৃশ্য দেখা গেছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে এবং লংতরাইভ্যালী মহকুমায় মনু ঘাট লম্বা বিল স্কুলে। গতকাল সন্ধ্যায় তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে এই ঘটনা জানাজানি হতেই পরে সাংবাদিকদের ক্যামেরা দেখে তড়িঘড়ি দৌড়ে এসে স্বাস্থ্যকর্মী পতাকা নামিয়ে নিলেও তাতেও অবমাননা চিত্র ধরা পড়ে।
অন্যদিকে লংতরাইভ্যালী মহকুমায় মনু ঘাট লম্বা বিল স্কুলে রাত অবধি জাতীয় পতাকা উড়তে দেখা যায়। মাস্টার বাবুদের গাফিলতির কারণেই জাতীয় পতাকা অবমাননার মূল কারণ বলে দাবি করেছেন স্থানীয় মানুষ।

জিবিতে বাথরুমে

● প্রথম পাতার পর

করে এবং পুলিশকে খবর দিয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে মৃত শিশুর দেহ উদ্ধার করে।
এবিষয়ে অভিযুক্ত নিপু দাস বলেন, গতকাল রাতে দাঁত ব্যাথার ওষুধ খেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী। তারপর থেকেই স্ত্রী ব্যাথা শুরু হয়। আজ সকালে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য বলেছিলেন তাঁদের। কিন্তু তাঁর আগেই বাথরুমে তাঁর স্ত্রী ছেলে সন্তান প্রসব করেন। নিপু দাসের দাবি, তাঁর স্ত্রী ওই তাঁকে বাচ্চা ব্যাগে করে বাইরে নিয়ে যেতে বলেছিলেন। ওই ঘটনায় গোটা হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুলিশ ওই ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

সুদর্শন চক্র মিশন

● প্রথম পাতার পর

আঘাত, যার ক্ষয়ক্ষতির তথ্য প্রতিদিন নতুন হয়। ভারত আর পাকিস্তানের পরমাণু ব্ল্যাকমেলিং সহ্য করবে না এবং সীমান্ত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নতুন নিয়ম চালু হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ২২ এপ্রিল পাহালগামে সন্ত্রাসী আক্রমণে ২৬ জন নিহত হন। এর জবাবে ভারত কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়েছিল, যার মধ্যে বহিরাগত জল-চুক্তি স্থগিত করা অন্যতম ছিল। ৭ মে থেকে এ অভিযান শুরু হয়, ১০ মে দুই দেশের মধ্যে একটি আপোসংহার হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ভারত সন্ত্রাসবাদ ও প্রতিবাদী হামলার বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

রাজ্যে অস্থির পরিস্থিতি

● প্রথম পাতার পর

পুলিশের নজরদারির কারণে জঙ্গি পরিকল্পনা বানচাল হয়েছে। ওই ঘটনায় তদন্তে নেমেছে পুলিশ। তদন্তের পরই আরও তথ্য বেরিয়ে আসবে।

গোয়েন্দা জালে বাংলাদেশী

● প্রথম পাতার পর

থানার পুলিশ। আজ পুলিশের গোয়েন্দা শাখার জালে ধরা পড়ে ওই যুবক। তাঁর বাড়ি,কুমিল্লা জেলার আদমপুরের আব্দুল কায়েম।

স্বাধীনতা দিবসে

● প্রথম পাতার পর

ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় কাটান।
তারপর অমরপুর টাউনহলে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন সাংসদ তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন তিনি বলেছেন ,এক ইউনিট রক্ত, কোন ব্যক্তির জীবন রক্ষার অন্তিম উপায় হতে পারে, তাই আপনারাও মাঝে-মাঝে রক্তদান করুন ও কোন ব্যক্তিকে জীবনদান করুন।
অবশেষে তিনি চড়িলাম মন্ডলের উদ্যোগে সিআরপিএফ এবং টিএসআর এ চাকুরীরত ৩ বীর জওয়ানের বাসভবনে গিয়ে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁদের পরিবারের সঙ্গেও কিছুটা সময়ও কাটান।

বাজপেয়ীর আদর্শকে

● প্রথম পাতার পর

তাদের থেকে অনেক শিক্ষনীয় রয়েছে। দেশ এখন উন্নতির শিখরে পৌঁছে গিয়েছে। আর সেটা সম্ভব হয়েছে এধরণের লিজেন্ড ব্যক্তিত্বদের কারণে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারত মাতার সুসন্তান, প্রখর রাষ্ট্রবাদী নেতা ছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। তাঁর চিন্তাধারা সর্বদাই কার্য্যকর্তাদের পথ প্রদর্শক হিসেবে অনুপ্রাণিত করে। ডাঃ সাহা বলেন, মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। মানুষকে সামনে রেখে, দেশকে সামনে রেখেই সমস্ত চিন্তাভাবনা করতে হবে। এধরণের লিজেন্ড ব্যক্তিত্বরা আমাদের সেই দিশা দেখিয়ে গেছেন। কারণ বাঁকা পথে চললে মানুষ সেটা গ্রহণ করবে না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজ প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে স্মরণ করা খুবই প্রয়োজন। তাই তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সম্মান জানিয়ে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে।
এই কারক্রমে এদিন উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, সহ সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত সহ দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।

রাষ্ট্রপতি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

যেসব পুলিশ আধিকারিক ও হোমগার্ড কর্মীগণ রাষ্ট্রপতি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া বিভিন্ন পদকে ভূষিত হয়েছেন তাদের পদক প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা তাদের পদক পরিয়ে দেন। রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক পেয়েছেন ইনস্পেক্টর (ইউ.বি.) দেবব্রত পাল, ডেপুটি এস.পি. (ট্রাফিক) দীপক কুমার সরকার, পশ্চিম জেলার ইনস্পেক্টর (ইউ.বি.) রাণা চ্যাটার্জি, ষষ্ঠ ব্যাটেলিয়ন টি.এস.আর.-এর সুবেদার (জি.ডি.) কৌস্তব ভট্টাচার্য্য, পুলিশ ট্রেনিং একাডেমির এস.আই (এ.বি.) পিন্টু মজুমদার, টি.এস.আর. দশম ব্যাটেলিয়নের নায়েক সুবেদার (ক্লার্ক) আব্দুল সহিদ, টি.এস.আর, সপ্তম ব্যাটেলিয়নের হাবিলদার (জি.ডি.) বিনন্দ জমাতিয়া, ডেপুটি এস.পি. পশ্চিম জেলা কমলকৃষ্ণ কলই, টি.এস.আর. অষ্টম ব্যাটেলিয়নের সুবেদার (জি.ডি.) ক্ষিরোদ দেববর্মা, টি.এস.আর. দ্বাদশ ব্যাটেলিয়নের হাবিলদার (জি.ডি.) নীহার দেববর্মা, এই ব্যাটেলিয়নেরই নায়েক জি.ডি. নির্মল দাস, স্পেশাল ব্রাঞ্চের কনস্টেবল সুজন কান্তি চৌধুরী, স্পেশাল ব্রাঞ্চের কনস্টেবল জয়ন্তী চক্রবর্তী।
উল্লেখযোগ্য সেবার জন্য হোমগার্ড ও সিভিল ডিফেন্স মেডেল পেয়েছেন হোমগার্ড নান্টু চাকমা, হোমগার্ড বিকাশ চন্দ্র সাহা, হোমগার্ড নবকুমার সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজীব সুত্রধর, ইনস্পেক্টর (ইউ.বি.) নন্দন দাস, এস.আই (ইউ.বি.) নাম চয় ময়া ডার্লিং। অসাধারণ আসুচনা কুশলতা পদকে পুরস্কৃত হয়েছেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্যামানন্দ শর্মা। কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পারদর্শিতা ও দক্ষতার জন্য তাদের পুরস্কৃত করা হয়।

অঙ্গন

সিনিয়র ক্লাব লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টে ব্লাডের কাছে ধরাশায়ী কল্যাণ সমিতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। নিজেদের ভাইটাল ম্যাচে ব্লাডের কাছে হেরে অনেকটা ব্যাকফুটে চলে গেল কল্যাণ সমিতি।পয়েন্টের তালিকায় অনেকটা উপরের দিকে থেকেও শেষ পর্যন্ত নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ব্লাডের বিপক্ষে জয় ছিনিয়ে নিতে ব্যর্থ হল কল্যাণ সমিতির ফুটবলাররা। জমজমাট লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত চন্দ্র মেমোরিয়াল সিনিয়র ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত শনিবারের প্রথম ম্যাচে কল্যাণ সমিতিকে ৩-২ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে ব্লাডমাউথ ক্লাব। আর এই জয়ের সুবাদে ব্লাড মাউথ পয়েন্ট এর তালিকায় কল্যাণ সমিতির সম আসনে বসে যায়। দুই দলের কাছেই ষষ্ঠ ম্যাচটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে পাঁচটি করে ম্যাচে অংশ নিয়ে কল্যাণ সমিতি ১০ পয়েন্ট ও ব্লাড মাউথ ৭ পয়েন্ট দখল করেছিল। এই অবস্থায় সুপারের আশা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে দুইদলের কাছেই ম্যাচটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে শেষ পর্যন্ত ব্লাড এর কাছে হেরে খানিকটা হলেও যেন পিছিয়ে গেল কল্যাণ সমিতি। এদিন উভয় দল প্রথমার্ধে দুটি করে গোল করে ম্যাচ সমতায় রাখতে সক্ষম হলেও, বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধে অনেকটা আক্রমণাত্মক গতিতে ফুটবল খেলে জয় ছিনিয়ে নেয় ব্লাড মাউথের ফুটবলাররা। এদিন দুই দলের লড়াই শুরু হওয়ার মাত্র চার মিনিটের মাথায় জাবেদ ডার্লিং প্রথম গোল করে এগিয়ে দেয় ব্লাড মাউথকে। যদিও তা ধরে রাখতে পারেনি দল। মাত্র ১৩ মিনিটের ব্যবধানে কল্যাণ সমিতির এম এ সিং একটি গোল করে সমতায় আনে ম্যাচ। ম্যাচ সমতা আনার ৪ মিনিটের ব্যবধানে এম এ সিং কল্যাণ সমিতির পক্ষে দ্বিতীয় গোল করে দলকে এগিয়ে দেয়। এই অবস্থায় আই ৩৮ মিনিটে সি আর সিং ব্লাড এর পক্ষে দ্বিতীয় গোল করে সমতায় আনে ম্যাচ।ফলে প্রথমার্ধের খেলা শেষ হয় ২-২ গোলে। বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হলে দুই দলের ফুটবলাররা জয়ের লক্ষ্যে তৃতীয় গোলের জন্য আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।

প্রতি আক্রমণের লড়াই এক সময় বেশ জমে উঠে ম্যাচ। এই অবস্থায় ম্যাচের ৬৭ মিনিটের মাথায় ব্লাডের আফদল একটি গোল করে চমৎকারভাবে এগিয়ে দেয় ব্লাড মাউথকে।আফদলের দেওয়া গোলটি পরিশোধ করার জন্য কল্যাণ সমিতির ফুটবলাররা পাল্টা আক্রমণ আনার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচ ক্ষমতায় আনতে পারেনি। শেষ ২৩ মিনিটের লড়াইয়ে কোন দলের পক্ষে নতুন করে আর গোল করা সম্ভব না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ব্লাড মাউথ কল্যাণ সমিতিকে হারিয়ে চলতি এই টুর্নামেন্টে অনেকটা ঘুরে দাঁড়ালো। তবে দুই দলের ম্যাচটি এতটাই উত্তেজনাকর পরিস্থিতি ছিল যে নির্বিঘ্নে ম্যাচটি সম্পন্ন করতে গিয়ে রেফারি তাপস দেবনাথকে দুই দলের একাধিক ফুটবলারকে হলুদ কার্ড দেখাতে হয়। যার খেসারত ম্যাচের শেষে দিতে হয় রেফারিকে। কল্যাণ সমিতির সমর্থকরা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের এই ফলাফল কোন অবস্থাতেই মেনে নিতে না পেরে রেফারি তাপস দেবনাথকে শারীরিকভাবে নিগৃহীত করে। এ নিয়ে চরম উত্তেজনা দেখা দেয় এদিন উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

রাজ্য সরকার অন্যান্য খেলাধুলার পাশাপাশি ক্রিকেটের উন্নয়নেও গুরুত্বারোপ : মুখ্যমন্ত্রী

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল শনিবার। আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অন্যতম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, বিসিসিআই''র সদস্য খাইরুল জামাল মজুমদার, বিসিসিআর''র সম্পাদক দেবজিৎ সাইকিয়া, মণিপুর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রোমাল সিং, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি উপানন্দ দেববর্মা, সম্পাদক সুব্রত দে প্রমূখ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন,

রাজ্য সরকার অন্যান্য খেলাধুলার পাশাপাশি ক্রিকেটের উন্নয়নেও গুরুত্বারোপ করেছে। এক্ষেত্রে রাজ্যের ক্রিকেটে নাম উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। খেলাধুলার মাধ্যমে সুস্থ মানসিক এবং শারীরিক গঠন তৈরি হয়।

এরজন্য চাই একাগ্রতার সহিত অনুশীলন। রাজ্যে ক্রীড়া প্রতিভার অভাব নেই। এদেরকে ভিত্তি করেই আগামীদিনে ত্রিপুরা ক্রিকেটের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার বিরাট সুযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রাজ্য ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার আধুনিক ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে।অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, ত্রিপুরা ছোট রাজ্য হলেও ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের মধ্যে একটা বিশেষ সুনাম রয়েছে।ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন রাজ্যে ক্রিকেট খেলার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করছে। এরফলে আগামীদিনে ক্রিকেট খেলার ক্ষেত্রে রাজ্যও এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বিভিন্ন টুর্ণামেন্টের সফল ক্রিকেটারদের এবং দলকে পুরস্কৃত করা হয়।এছাড়াও ভারতের মহিলা অনুর্ধ ১৯ দলের ফিল্ডিং কোচ শ্রাবনী দেবনাথকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।অনুষ্ঠানে এছাড়াও ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের স্মরণীকার আবরণ উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিরল নজিরের সামনে বেথেল, ১৩৬ বছরের রেকর্ড ভাঙার মুখে ইংল্যান্ড ক্রিকেটার

অনন্য নজিরের সামনে জেকব বেথেল। এই তরুণ ক্রিকেটার ১৩৬ বছরের পুরনো রেকর্ড ভাঙার মুখে। ইংল্যান্ডের সবচেয়ে কম বয়সি অধিনায়ক হতে চলেছেন তিনি। সেপ্টেম্বরে রয়েছে আয়ারল্যান্ড সিরিজ। সেই সিরিজেই মাত্র ২১ বছর বয়সে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হতে চলেছে তাঁর।

ইংল্যান্ডের সাদা বলের নিয়মিত অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক-সহ বেশিরভাগ সিনিয়র ক্রিকেটারকে আয়ারল্যান্ড সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে ডাবলিনে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের নেতৃত্বভার সামলাতে চলেছেন অলরাউন্ডার বেথেল। ইংল্যান্ডের প্রধান নির্বাচক লিউক রাইটের কথায়, "বেথেলের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের মোহিত করেছে। আয়ারল্যান্ড সিরিজে আন্তর্জাতিক ম্যাচে ও নিজের দক্ষতা আরও ভালোভাবে যাচাই করে নিতে পারবে বলে আমাদের ধারণা।"

উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে জন্ম বেথেলের। আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে নেতৃত্ব দিলে ইংল্যান্ড ক্রিকেটের ১৩৬ বছরের ইতিহাসে তিনিই হবেন সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক। এখন পর্যন্ত এই রেকর্ড রয়েছে মন্টি বাউডেনের নামে। ১৮৮৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২৩ বছর বয়সে ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিয়ে ইতিহাস লিখেছিলেন তিনি। এবার সেই রেকর্ড ভেঙে ইংল্যান্ড ক্রিকেটের ইতিহাসে নতুন করে জায়গা করে নিতে চলেছেন বেথেল।

তবে এহেন বেথেলের জন্ম কিন্তু ইংল্যান্ডে নয়, বার্বাডোজে। কিশোর বয়সে মা-বাবার সঙ্গে ইংল্যান্ডে চলে এসেছিলেন তিনি। জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই ওয়ারউইকশায়ারের হয়ে খেলেছেন। ২০২২ সালের অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপে অসাধারণ ক্রিকেট উপহার দিয়ে প্রচারের আলোয় এসেছিলেন। গত বছর সিনিয়র দলের সমস্ত বিভাগে অভিষেক হয়েছিল তাঁর। তাছাড়াও গত মরশুমের আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়েও খেলেছিলেন এই ইংরেজ অলরাউন্ডার।

এশিয়া কাপের দলে নিশ্চিত নন, নির্বাচকদের কঠোর সিদ্ধান্তের মুখে রিঙ্কু!

মঙ্গলবার ঘোষিত হতে পারে এশিয়া কাপের জন্য ভারতীয় দল। সূত্রের খবর, অজিত আগরকরের নেতৃত্বে নির্বাচক প্যানেল দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। অনেকেই বলছেন, রিঙ্কু সিংয়ের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনার কথা। তাঁকে দলে নেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে নাকি দ্বিধায় রয়েছেন নির্বাচকমণ্ডলীর অনেকেই।

বেশ কয়েক বছর আগে যশ দয়ালের ওভারে টানা পাঁচটি ছক্কা মেরে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে জিতিয়ে প্রচারের আলোয় চলে এসেছিলেন রিঙ্কু। তাঁকে ভারতীয় দলে একজন ফিনিশার হিসেবেই দেখা হত। তবে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জন্য ভারতীয় দলে জায়গা না পাওয়ার পর থেকে রিঙ্কুর কেরিয়ারের গ্রাফ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, আলিগড়ের এই ক্রিকেটারকে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

২০২৪ সালের আইপিএলে মাত্র ১১৩ বল খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন রিঙ্কু। এমনকী গত আইপিএলেও পরিস্থিতির খুব একটা বদল হয়নি। খেলেছিলেন মাত্র ১৩৪ বল। মজার বিষয় হল, ২০২৪ সালে গম্ভীরই ছিলেন কেকেআরের মেন্টর। সেই গম্ভীর এখন টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ। সেই কারণে রিঙ্কুতে কতটা আস্থা রাখবেন তিনি, তা নিয়ে সন্দেহ। সেই কারণেই এই মুহূর্তে আগ বাড়িয়ে বলা যাবে না যে, আসন্ন এশিয়া কাপ কিংবা আগামী বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে রিঙ্কু অটোমেটিক চয়েজ।

এদিকে মনে করা হচ্ছে, অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন (ব্যাটার-কিপার), তিলক বর্মা, অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব এবং হার্দিক পান্ডিয়া প্রথম পাঁচে জায়গা পাবেন। অন্যদিকে, শুভমান গিল, যশস্বী জয়সওয়ালরাও ফের টি-টোয়েন্টি দলে ফিরে আসতে পারেন। সেক্ষেত্রে ক্ষেত্রে প্রথম একাদশে রিঙ্কুর জায়গা বেশ টলমলই মনে হচ্ছে। তাছাড়াও দলে থাকবেন শ্রেয়স আইয়ারের মতো ক্রিকেটার। এই পরিস্থিতিতে এক প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচক পিটিআইকে বলেন, "আমি অন্তত রিঙ্কুর জায়গা পাকাপোক্ত দেখছি না।" অনেকের ধারণা, রিঙ্কুর থেকে শিবম দুবে অনেক ভালো বিকল্প।

প্রয়োজনে বল করার মতো দক্ষতাও রয়েছে তাঁর। সেই কারণে এই মুহূর্তে প্রশ্ন হল, রিঙ্কুকে কি বাদ দিয়েই ভারতীয় দল ঘোষণা করা হবে? উত্তর জানতে আরও কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে।

এশিয়া কাপে পাকিস্তানের সঙ্গে ম্যাচ খেলতে 'বাধ্য' ভারত! কিন্তু কেন?

পহেলগাঁও হামলার পর ভারত-পাক ক্রিকেটীয় সম্পর্ক কোন খাতে বইবে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। তার মধ্যেই ঘোষিত এশিয়া কাপের দিনক্ষণ। এসিসি'র প্রধান মহসিন নকভি সোশাল মিডিয়ায় ঘোষণা করেছেন ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এশিয়া কাপ। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ১৪ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হওয়ার কথা। যাবতীয় সমালোচনা সত্ত্বেও কি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নামবে ভারত? সেই নিয়ে মুখ খুললেন বিসিসিআইয়ের এক কর্তা।

সম্প্রতি লেজেন্ডস লিগে ভারত-পাক ম্যাচ বাতিল হয়েছে। তার আগে ম্যাচ নিয়ে সমালোচনাও কম হয়নি। এই পরিস্থিতিতে এশিয়া কাপের সূচি ঘোষণা হলেও ভারত-পাক ম্যাচের ভবিষ্যৎ কী হয়, সেদিকে চোখ থাকবে সবার। শুধু তাই নয়, দুই দল ফাইনালে উঠলে টুর্নামেন্টে তিনবার ভারত-পাক ম্যাচ দেখা যাবে। 'এ' গ্রুপে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও ওমান আছে।

বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তা এশিয়া কাপে ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে বলছেন, "বিসিসিআই এই টুর্নামেন্ট বা এই ম্যাচ থেকে নাম তুলতে পারবে না। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের মিটিংয়ে সম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খাতায়-কলমে ভারত আয়োজক দেশ। ফলে এই পর্যায়ে এসে কিছুই বদলানো যাবে না। কর্মকর্তারা যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিয়ে ফেলেছেন, সেই অনুযায়ী সূচি এসেছে। ম্যাচ সেই মতোই হবে।" প্রথমে শোনা গিয়েছিল, ২৪ জুলাই ঢাকায় যে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের বৈঠক হওয়ার কথা, তাতে যোগ দিতে চাইছে না বিসিসিআই।

স্বাধীনতা দিবসে প্রবোধ রঞ্জন দত্ত স্মৃতি দাবায় চ্যাম্পিয়ন অগ্রজিৎ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চ্যাম্পিয়ন হলো অগ্রজিৎ পাল। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রবোধ রঞ্জন দত্ত স্মৃতি রেপিড দাবা প্রতিযোগিতায়। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের দাবা হল ঘরে দাবা প্রেমীরা ওই আসরের আয়োজন করে। তাতে অংশ নিয়েছিলেন ২৫ জন দাবাড়ু। পাঁচ রাউন্ড শেষে পুরো পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন অগ্রজিৎ। পরে চারটি স্থান দখল করেন যথাক্রমে স্বর্ণদ্বীপ নাথ, রাজু দাস, কিংশুক দেবনাথ এবং রুদ্রনীল দেবনাথ। খেলা শেষে সন্ধ্যায় হয় পুরস্কার বিতরণী পুরস্কার। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক, সচিব মিঠু দেবনাথ এবং যুগ্ম সচিব কিরীটি দত্ত। আসরকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে দাবা প্রেমীদের মধ্যে।

অবসর নিতে বাধ্য করেছিলেন ধোনি! পাশে পেয়েছিলেন সচিনকে, ১০ বছর পর অভিযোগ সহবাগের

অবসরের ১০ বছর পর মহেন্দ্র সিংহ ধোনির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন বীরেন্দ্র সহবাগ। ভারতের প্রাক্তন ওপেনিং ব্যাটারের অভিযোগ, এক দিনের ক্রিকেট থেকে তাঁকে অবসর নিতে বাধ্য করেছিলেন মাহি। সচিন তেন্ডুলকর পাশে না থাকলে কয়েক বছর আগে খেলা ছাড়তে হত তাঁকে।

এক সাক্ষাৎকারে এক দিনের ক্রিকেট থেকে অবসরের কথা বলেছেন সহবাগ। তিনি বলেছেন, "২০০৭-০৮ মরসুমে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম তিনটে ম্যাচ খেলেছিলাম। তার পর ধোনি আমাকে বাদ দিয়ে দেয়। তার পর বেশ কয়েকটা ম্যাচে আমাকে খেলানো হয়নি। একটা সময় মনে হল, আমাকে বোধহয় আর প্রথম একাদশে রাখা হবে না। ওই পরিস্থিতির পর আর এক দিনের ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়ার কোনও অর্থ খুঁজে পাইনি।"

সহবাগ আরও বলেছেন, "আমি সচিন তেন্ডুলকরের কাছে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম, এক দিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার কথা ভাবছি। সচিন আমাকে বলে, 'এক দম না। আমিও ১৯৯৯-২০০০ মরসুমে এ রকম সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। তখন আমারও মনে হত, ক্রিকেট ছেড়ে দিই। খারাপ সময়টা যেমন এসেছিল, তেমন চলেও গিয়েছিল। তোরও একটা কঠিন সময় যাচ্ছে। কেটে যাবে। আবেগের বশে কোনও সিদ্ধান্ত নিবি না। নিজেকে সময় দে। দু'একটা সিরিজ দেখ না। তার পর সিদ্ধান্ত নিস।' পরের সিরিজে আবার সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রচুর রান করেছিলাম। ফলে বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পাই। বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য হই।"

২০০৮ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ত্রিদেশীয় সিরিজে ফর্মে ছিলেন না সহবাগ। পাঁচটা ম্যাচ খেলে করেন ৮১ রান। ওই সিরিজে ১০টা ম্যাচে গৌতম গম্ভীর করেছিলেন ৪৪০ রান। সচিন করেছিলেন ৩৯৯ রান। দলে প্রত্যাবর্তনের পর সহবাগ ২০১২ পর্যন্ত খেলেছিলেন। ধোনির সহ-অধিনায়কও হয়েছিলেন। পরে আবার জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পর ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেন। জাতীয় দলে ফেরার পর ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন।

আন্ত:মেট্রিক্স দাবায় সেরা অন্তরীপ ও আরিয়াদিত্য

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হলো অন্তরীপ আচারিয়া। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ম্যাট্রিক্স একাডেমী আয়োজিত আন্ত: ম্যাট্রিক্স দাবা প্রতিযোগিতায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করেও প্রায় ৪৫ জন দাবারু ুক অংশ নিয়েছিল এবারের আসরে। দুটি বিভাগে হয় খেলা। কৃষ্ণনগর মেট্রিক্স চেস আকাদেমির অফিস বাড়িতে। জুনিয়র বিভাগে আসরে অংশ নিয়েছিল ২৩ জন দাবাড়ু। বিকেলে এক আরম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক, সচিব মিঠু দেবনাথ, কানাড়া ব্যাংকের পক্ষে রাহুল চক্রবর্তী এবং মেট্রিক্স চেস একাডেমির কোচ কিরীটি দত্ত। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতি খুঁদে দাবাড়ুদের উদ্দেশ্যে বলেন, দাবা খেলার মূল জিনিস হল ধৈর্য্য। ছোট ছোট খেলোয়াড়দের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ আসবে। তোমাদের ধৈর্য্য ধরে খেলতে হবে। তাহলেই আগামী দিনে ত্রিপুরা পেয়ে যাবে অনেক প্রসেনজিৎ, আর্শিয়া এবং আরাধ্যা-র মত দাবাড়ু। ত্রিপুরার দাবার ইতিহাসে প্রথম পেশাদার একাডেমি ম্যাট্রিক্স তা বলেন সচিব মিঠু দেবনাথ। তিনি বলেন, এই একাডেমি ত্রিপুরাকে বহু প্রতিভাবান দাবাড়ু উপহার দিয়েছে। আগামী দিনেও তা বজায় থাকবে তা বিশ্বাস করি। দাবাড়ুদের উচিত মাথা ঠান্ডা রেখে খেলা। তাহলেই আসবে সাফল্য। এদিকে সিনিয়র বিভাগে প্রথম অন্তরীপ আচারিয়া, দ্বিতীয় দেবতীর্থ দাস, তৃতীয় সংগীত দাস, চতুর্থ রোহিত বিশ্বাস এবং পঞ্চম স্থান দখল করে নৈরিথ দেবনাথ। জুনিয়র বিভাগে প্রথম পাঁচটি স্থান দখল করে যথাক্রমে আরিয়াদিত্য সাহা, অংশুমান ঘোষ, আধিরাজ দেব, স্নেহাংশু দেব এবং দেবাংশী দত্ত। আসর সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কোচ কিরীটী দত্ত।

বাদ সুনীল ছেত্রী! কোচ খালিদের ভারতীয় দলে মোহনবাগানের সাত, ইস্টবেঙ্গলের তিন ফুটবলার

ভারতীয় দলের নতুন ফুটবল কোচ হয়ে বড় চমক দিলেন খালিদ জামিল। নেশনস কাপের জন্য ৩৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন তিনি। তাঁদের জাতীয় শিবিরে যোগ দিতে বলা হয়েছে। সেই ৩৫ জনের দলে নেই সুনীল ছেত্রী। ভারতের হয়ে সর্বাধিক ৯৫ গোল করা সুনীলকে রাখেননি খালিদ। বদলে অনেক নতুন নাম রয়েছে তাঁর দলে। ৩৫ জনের দলে মোহনবাগানের সাত ও ইস্টবেঙ্গলের তিন ফুটবলার রয়েছেন।

২০২৪ সালের জুন মাসে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছিলেন সুনীল। কিন্তু তাঁকে অবসর ভেঙে ফেরার প্রস্তাব দেন প্রাক্তন কোচ মানোলো মার্কেজ। তাতে সাড়া দিয়ে চলতি বছর মার্চ মাসে আবার ভারতীয় ফুটবলে ফেরেন সুনীল। কিন্তু তার পর ভারতের হয়ে চারটে ম্যাচ খেলে মাত্র একটা গোল করেছেন সুনীল। সেই কারণেই হয়তো ৪১ বছরের সুনীলকে দলে নেননি খালিদ। তরুণদের দিকে নজর তাঁর।

ভারতীয় দলে নেওয়া হয়েছে জামশেদপুর এফসি-র মনবীর সিংহকে। জাতীয় দলের কোচ হওয়ার আগে এই দলেরই কোচ ছিলেন খালিদ। পাশাপাশি আর্মি রেড-এর ডিফেন্ডার সুনীল বেঞ্চামিনকে নিয়েছেন তিনি। ডুরান্ড কাপে জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ভাল খেলেছেন বেঞ্চামিন। তাই ডাক পেয়েছেন তিনি। ডিফেন্ডার অ্যালেক্স সাজি ও গোলরক্ষক অ্যালবিনো গোমসও প্রথম বার ডাক পেয়েছেন ভারতীয় শিবিরে।

৩৫ জনের দলে সবচেয়ে বেশি ফুটবলার মোহনবাগানের। সবুজ-মেরুন থেকে যে সাত ফুটবলার ডাক পেয়েছেন তাঁরা হলেন বিশাল কাইথ, অনিরুদ্ধ থাপা, দীপক টাংরি, আপুইয়া, লিস্টন কোলাসো, মনবীর সিংহ ও সাহাল আব্দুল সামাদ। ইস্টবেঙ্গলের আনোয়ার আলি, জিকসন সিংহ ও নাওরেম মহেশ সিংহকে ডেকেছেন খালিদ। ৩৫ জনের মধ্যে ২২ জন শনিবারই খালিদের শিবিরে যোগ দিচ্ছেন। কলকাতার দুই প্রধানের ১০ এবং আরও তিন ফুটবলার (জামশেদপুরের অ্যালবিনো ও মনবীর এবং নর্থইস্টের জিথিন এমএস) এখন ডুরান্ড কাপে খেলছেন। এই প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পর তাঁরা জাতীয় শিবিরে যোগ দেবেন।

২৯ অগস্ট থেকে শুরু নেশনস কাপ। গ্রুপ বি-তে তাজিকিস্তান, ইরান ও আফগানিস্তানের সঙ্গে রয়েছে ভারত। প্রথম দিনই আয়োজক দেশ তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। তার পর ১ সেপ্টেম্বর ইরান ও ৪ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের ম্যাচ। ৮ সেপ্টেম্বর হবে প্রতিযোগিতার ফাইনাল। মার্কেজের অধীনে ভারতের খারাপ ফল কাটিয়ে ওঠা বড় চ্যালেঞ্জ খালিদের সামনে। এখন দেখার, ভারতের কোচ হিসাবে খালিদের শুরুটা কেমন হয়।

শিবিরে যোগ দেওয়া ২২ ফুটবলার:

গোলরক্ষক অমরিন্দর সিংহ, গুরপ্রীত সিংহ সান্ধু, হৃতিক তিওয়ারি।

ডিফেন্ডার আকাশ মিশ্র, অ্যালেক্স সাজি, বরিস সিংহ, চিংলেনসানা সিংহ, মিংথানমাওয়াইয়া রালতে, রাহুল ভেকে, রোশন সিংহ, সন্দেশ জিঙ্ঘান, সুনীল বেঞ্চামিন।

মিডফিল্ডার আশিক কুরুনিয়ন, দানিশ ফারুখ, নিখিল প্রভু, রাহুল কেপি, সুরেশ সিংহ, উদান্তা সিংহ।

ফরোয়ার্ড ইরফান ইয়াদওয়াদ, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে, রহিম আলি, বিক্রম প্রতাপ সিংহ।

'মানুষ তো বুঝতেই পারে না', ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে বুমরাহর পাশে ভুবনেশ্বর

ইংল্যান্ড সিরিজে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের সমস্যা ভুগিয়েছে তাঁকে। লিডস, লর্ডস ও ম্যাঞ্চেস্টারে খেলেছেন জশপ্রীত বুমরাহ। তিন টেস্ট মিলিয়ে তাঁর উইকেট সংখ্যা ১৪। পরিসংখ্যানের নিরিখে পারফরম্যান্স খারাপ হয়তো নয়। কিন্তু সমস্ত টেস্টে খেলেননি বলেই নানান মহল থেকে সমালোচিত হতে হয়েছে তাঁকে। এই পরিস্থিতিতে বুমরাহর পাশে দাঁড়ালেন ভুবনেশ্বর কুমার।

ক্রিকেট স্টোরিজ পডকাস্টে মানবেন্দ্রর সঙ্গে আলাপচারিতায় ভুবি বলেন, "বুমরাহ কত বছর ধরে সমস্ত ফরম্যাটে খেলছে, সেটাও বিবেচনা করা দরকার। যে কোনও ক্রিকেটারের পক্ষেই এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখা কঠিন। ওর মতো বোলিং অ্যাকশনে চোট-আঘাতের সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই পাঁচ টেস্টের মধ্যে তিনটে খেললে তাতে সমস্যার কোনও কারণ দেখছি না আমি।" বুমরাহর বোলিং অ্যাকশন প্রচলিত ছকের বাইরে। ভুবনেশ্বরের সংযোজন, "যদি কোনও ক্রিকেটার পাঁচ ম্যাচ না খেলে তিনটিতে খেলে বড় অবদান রাখতে পারে, তাহলে সেটা সব সময় গ্রহণযোগ্য। আমার ধারণা, নির্বাচকরা সেটা জানেন। কিন্তু মানুষ তো এটা বুঝতে পারে না যে, এত বছর ধরে বিভিন্ন ফরম্যাটে খেলা কতটা কঠিন।"

উল্লেখ্য, ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে এশিয়া কাপ। ফাইনালের ঠিক একসপ্তাহ পরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ। অর্থাৎ বুমরাহ যদি দু'টি ইভেন্টেই খেলেন, তাহলে যে ওয়ার্কলোড নিয়ে এত কথা, সেখানে বিশ্রাম পাচ্ছেন না বুমরাহ। সেখানেই প্রশ্ন। বুমরাহকে এশিয়া কাপে খেলানো হবে নাকি টেস্ট সিরিজে? কারণ এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও টেস্ট সিরিজ আছে। এই দু'টো টেস্ট সিরিজে প্রত্যাশিত ফলাফল না হলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়বে ভারত। আবার পরের বছরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের 'ড্রেস রিহার্সাল' এশিয়া কাপ। ফলে বুমরাহকে নিয়ে বিসিসিআই এখন উভয় সংকটে। এই আবহে বুমরাহর পাশে দাঁড়ালেন ভুবনেশ্বর কুমার।

স্থূল মানুষ দেশের বড় সমস্যা, স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে খেলাধুলোয় জোর দেওয়ার পরামর্শ প্রধানমন্ত্রী মোদীর

ভারতের ভবিষ্যৎ শক্তিশালী করতে খেলাধুলোর অবদান অনস্বীকার্য। উন্নত দেশ হয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে খেলাধুলোই। স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর মতে, নতুন যে ক্রীড়ানীতি তৈরি হয়েছে তাতে তৃণমূল স্তর থেকে অলিম্পিক্স পর্যন্ত খেলাধুলোর কাঠামো আরও শক্তিশালী হবে।

মোদী বলেন, "খেলাধুলো হল উন্নতির অন্যতম প্রয়োজনীয় বিষয়। একটা সময় ছিল যখন ছেলেমেয়েরা খেলতে গেলে বাবা-মায়েরা বকাবকি করতেন। আমি খুশি যে সেই সময়টা বদলে গিয়েছে। এখন ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করলে অভিভাবকেরা খুশি হন।" দেশের উন্নতির পক্ষে এটা ভাল দিক বলে মনে করেন মোদী।

২০০১ সালের ক্রীড়ানীতির বদলে সম্প্রতি নতুন ক্রীড়ানীতি এসেছে। এর সাহায্যে সকল খেলাধুলোয় শক্তিশালী পরিকাঠামো, সঠিক প্রশাসন নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার দিকগুলো খেয়াল রাখা হবে।

মোদী আরও বলেন, "খেলাধুলোর উন্নতির স্বার্থে কয়েক দশক পরে নতুন ক্রীড়ানীতি এনেছি আমরা। তৃণমূল স্তর থেকে অলিম্পিক্স পর্যন্ত খেলাধুলোর উন্নতি হবে এর সাহায্যে। দেশের প্রতিটা কোণে যাতে কোচিং, ফিটনেস এবং পরিকাঠামো থাকে, সেটা সুনিশ্চিত করতে চাই আমরা।"

প্রধানমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ক্রীড়া সংস্কৃতিতে ফিটনেস অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্থূলতার মোকাবিলায় সাধারণ মানুষকেও সক্রিয় ভাবে অংশ নিতে বলেছেন তিনি। মোদীর কথায়, "ফিটনেস এবং খেলাধুলো নিয়ে কথা বলার আগে আমি স্থূলতা নিয়েও কথা বলতে চাই। গোটা দেশেই এটা একটা বিরাট সমস্যা। ভবিষ্যতে প্রতি তিন জনের একজন স্থূলত্বে আক্রান্ত হবেন। স্থূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে তেল খাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া উচিত।"

রাজ্যে ২৬,৫০০ হেক্টর জমিতে হচ্ছে জৈব চাষ ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগষ্ট।। টেকসই কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে কার্বন ক্রেডিট উৎপাদন ও সংরক্ষণের জন্য সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর।

শনিবার মোহনপুর বিধানসভা এলাকার অভিচরণ গ্রামে লেফুঙ্গা কৃষি উপবিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত মেগা অর্গানিক আম ও গোলাপি কাঁঠাল চারা রোপণ কর্মসূচি উপলক্ষে এ কথা জানান রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী নিজে একটি গাছ রোপণ করেন। পাশাপাশি আম ও গোলাপি কাঁঠালের মোট ১,২০০টিরও বেশি চারা রোপণ করা হয়।

মন্ত্রী বলেন আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ কমাতে হবে। তা না হলে আগামী প্রজন্ম বড় বিপদের মুখে পড়বে। গুগল, মাইক্রোসফট, অ্যামাজনের মতো বহু সংস্থা আধুনিক শিল্পে যুক্ত। সংস্থাগুলির নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের সীমা রয়েছে। সীমা অতিক্রম করলে তা পরিবেশের ক্ষতি করে। এই ক্ষতিপূরণে তারা কার্বন ক্রেডিট কেনে। ত্রিপুরাতেও এ দিকটি আমরা গুরুত্ব দিয়ে ভাবছি। কৃষি দপ্তর এ বিষয়ে সমঝোতা চুক্তি করবে এবং মাঠ পর্যায়ে কার্বন ক্রেডিট সংরক্ষণ নিশ্চিত করবে।

মন্ত্রী আরও জানান, ২০১৮ সালের আগে রাজ্যে যেখানে মাত্র ২,০০০ হেক্টর জমিতে জৈব চাষ হত, সেখানে বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬,৫০০ হেক্টরে। এতে যুক্ত হয়েছেন প্রায় ২৬,৮০০ কৃষক। তিনি বলেন ৫৩টি ফার্মার প্রোডিউসার্স কোম্পানির (চঞ্চঃ) মাধ্যমে আমরা জৈব কৃষিকে এগিয়ে নিচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও কৃষকদের কল্যাণের উপর জোর দিয়েছেন। আমাদের কাছে কৃষকরা ঈশ্বরতুল্য। মানুষকে স্বনির্ভর করতে সরকার সবরকম সুবিধা দিচ্ছে। আজ ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি। ১১টি দেশ আমাদের শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছে। আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত। বাড়তি কার্বন ডাই অক্সাইডের ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন মোকাবিলায় আমাদের আরও বেশি করে গাছ লাগাতে হবে এবং মাটিতে কার্বন ধরে রাখতে হবে।

তিনি বিশেষ দিনে যেমন জন্মদিন, বিবাহ বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে বৃক্ষরোপণের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টিএএডিসি-র কার্যনির্বাহী সদস্য রুনিয়েল দেববর্মা, লেফুঙ্গা ব্লক চেয়ারম্যান রণবীর দেববর্মা, কৃষি দপ্তরের আধিকারিক ও অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

রামঠাকুর সেবা মন্দিরের রক্তদান শিবিরে মন্ত্রী কিশোর বর্মন

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: নলছড় আর ডি ব্লকের অন্তর্গত জুমের ঢেপা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বৈরাগী বাজার রামঠাকুর সেবা মন্দিরের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই রক্তদান শিবিরের শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা এবং পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর বর্মন।

সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী-কিশোর বর্মন রামঠাকুর সেবা মন্দিরের আশ্রম কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগকে প্রশংসা করেন। তিনি বলেন মানুষ আজ চাঁদে পৌঁছে গিয়েছে। বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান শুধু দুটো জিনিস আবিষ্কার করতে পারেনি এক মানুষের প্রাণ এবং দ্বিতীয় মানুষের শরীরের রক্ত। তাই রক্ত একমাত্র দানের মাধ্যমেই পাওয়া যায়। রক্ত পৃথিবীর কোন কারখানায় উৎপন্ন হয় না। তাই সবাইকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য বৈরাগী বাজার রামঠাকুর সেবা মন্দির আশ্রমে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে রাজ্যের সমস্ত মানুষের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিয়েছেন মন্ত্রী।

এদিন তিনি আরও বলেন, রক্তদানে ভয়ের কিছু নেই সবাই রক্তদান এগিয়ে আসুন আহ্বান রেখেছেন। মন্ত্রী ছাড়াও এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জুমের টেপা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিজলি দেবনাথ উপপ্রধান গৌতম পাল রামঠাকুর আশ্রমের সম্পাদক স্বপন লাল দত্ত গৌরাঙ্গ বণিক এবং বিশ্বজিৎ দেবনাথ সহ আরো অনেকে।

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনে আগরতলা আইসিপিতে সীমা প্রহরী ব্যান্ডের অনবদ্য পরিবেশনা

আগরতলা, ১৬ আগস্ট : স্বাধীনতা দিবস ২০২৫ উপলক্ষে আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্টে (আইসিপি) বিটিং রিট্রিট অনুষ্ঠানের পর সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর (বিএসএফ) ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার সদর দফতরের অন্তর্গত সীমা প্রহরী ব্যান্ডের এক চমকপ্রদ ব্যান্ড শো অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেজর জেনারেল বিবেক বক্সী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার বিকাশ রাজ গুপ্তা, লেফটেন্যান্ট কর্নেল দামচুই পানমেল, বালবীর রাম (টু-আই-সি ও কার্যভারপ্রাপ্ত কমান্ড্যান্ট, ৪২ নম্বর বিএসএফ ব্যাটালিয়ান) এবং এম. টি. পাটিল (ডেপুটি কমান্ড্যান্ট, ৪২ ব্যাটালিয়ান বিএসএফ)। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বেসামরিক গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সাধারণ জনগণের ব্যাপক উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়। সীমা প্রহরী ব্যান্ডের দেশাত্মবোধক সুর ও সুসমন্বিত পরিবেশনা দর্শকদের মন জয় করে নেয়। গোটা এলাকা দেশপ্রেমের আবহে মুখরিত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার অনুষ্ঠানটি দর্শকদের করতালির মাধ্যমে সমাপ্ত হয়, যা স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের আরেকটি স্মরণীয় মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল।

লোহা গরম করে শিশু কন্যার হাত পুড়িয়ে দিল এক মা, ক্ষোভ এলাকাবাসীর

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: গতকাল রাতে লোহা গরম করে শিশু কন্যার হাত পুড়িয়ে দিল এক মা। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার এলাকাবাসী একত্রিত হয়ে নিষ্ঠুর মাকে গ্রাম ছাড়া করেন। মায়ের এই নৃশংস অত্যাচারের সংবাদটি পাওয়া গেছে কৈলাসহর থানাধীন দেওরাছড়া এডিসি ভিলেজের ভূইয়াপাড়া ৪ নং ওয়ার্ড এলাকা থেকে।

গতকাল রাতে কৈলাসহর থানাধীন দেওরাছড়া এডিসি ভিলেজের ভূইয়াপাড়া ৪ নং ওয়ার্ড থেকে এক মায়ের নৃশংস অত্যাচারের ঘটনা সামনে এসেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ওই এলাকার বাসিন্দা সুবল ভুইয়ার স্ত্রী শিল্পী ভূইয়া প্রতিদিন রাতে আকণ্ঠ মদ্যপান করে মারপিট চালায় তার সন্তান ও তার স্বামীর উপর। এই মহিলার যন্ত্রণায় এক প্রকার অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে এলাকাবাসী।

অভিযোগ, গতকাল রাতে উনার সাড়ে তিন বছরের নাবালিকার উপর অত্যাচার চালায়। একসময় একটি লোহা গরম করে নাবালিকার হাত পুড়িয়ে দেয়। এর পর এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে এসে আহত নাবালিকাকে চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। শনিবার দুপুরে গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে তার তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং মা শিল্পী ভূইয়াকে উত্তম মধ্যম দিয়ে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়।

গ্রামবাসীরা জানান, ওই মহিলার পূর্বে আরেকটি সন্তান ছিল। সেটাকেও নাকি খুন করে রাস্তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। বর্তমান কন্যা সন্তানের উপর অমানবিক নির্যাতন চালানোর প্রতিবাদে তারা সরব হন। এবং মহিলাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেন। অভিযুক্ত মহিলাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে মহিলা জানায় তার শিশু টাকা চুরি করেছে বলে লোহা গরম করে হাত পুড়িয়ে দিয়েছেন।

আগরতলা প্রেস ক্লাবে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত

আগরতলা, ১৬ আগস্ট : আগরতলা প্রেস ক্লাবে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস যথাযথ মর্য্যাদায় উদযাপন করল। সকালে ক্লাব প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার সহ সিনিয়র সদস্য স্রোতরঞ্জন খিসা, সুবল কুমার দে, আর কে কল্যাণজিৎ সিংহ সহ আগরতলা প্রেস ক্লাবের প্রবীণ সহ নবীন সদস্য সদস্যারা।এরপর গাওয়া হয় জাতীয় সংগীত।

তাছাড়া ঐদিন সন্ধ্যায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ক্লাবের সদস্য সদস্যদের নিয়ে আয়োজন করা হয় প্রীতি সম্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানে রাজ্যের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান সিস্টার স্পাইসেস এর কর্ণধার সোমা পাল ও উত্তম পালকে আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে স্মারক ও উত্তরীয় প্রদান করে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার ও সম্পাদক রমাকান্ত দে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন পদ্মলেশ্বর আদিত্য , স্নিগ্ধা রায়, সুশোভন ভট্টাচার্য্য ও কৌশিক রায় চৌধুরী। যন্ত্রানুসঙ্গীতে ছিলেন পার্থসারথী ঘোষ,ধনঞ্জয় সরকার, কৌশিক বণিক ও সুশান্ত রায়। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন শেষাদ্রী দাসগুপ্ত। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি জমিয়ে উপভোগ করেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের প্রবীণ ও নবীন সদস্য সদস্যাদের পরিবার পরিজনরা। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নৈশভোজের আপ্যায়নে ছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান সিস্টার স্পাইসেস। আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন ক্লাব সম্পাদক রমাকান্ত দে।

ভারতবর্ষের সংস্কৃতির মূল আধার হচ্ছে গুরু শিষ্যের পরম্পরা: উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: ভারতবর্ষের সংস্কৃতির মূল আধার হচ্ছে গুরু শিষ্যের পরম্পরা। গুরুজনরাই আমাদের আলোর পথে এগিয়ে নিয়ে যান। আজ নলছড় দশমীঘাট কমিউনিটি হলে সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক গুরুপূর্ণিমা উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত গুরুজন সম্মাননা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মণ একথা বলেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং নলছড় ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, মা বাবাই হচ্ছেন প্রথম সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু।

ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে অনিয়ম ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরব সিপিআই(এম)

আগরতলা, ১৬ আগস্ট : ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে অনিয়ম ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে সিপিআই(এম)। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে একের পর এক অনিয়ম, অব্যবস্থা ও চিকিৎসা অবহেলার অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সরব হলো সিপিআই(এম)। শনিবার দুপুরে ধর্মনগর মহকুমা কমিটির কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে দলীয় নেতৃত্ব তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ৫৭-নং যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআই(এম) বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ, ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক রতন রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ অভিযোগ করেন, গত ১৩ আগস্ট ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা অবহেলার কারণে ২২ বছর বয়সী এক গর্ভবতী মা, হাসিনা বেগমের অকাল মৃত্যু হয়েছে। সিজার অপারেশনের পর তাঁকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও যত্ন দেওয়া হয়নি। হাসপাতালে ডাক্তার-নার্সের অনুপস্থিতিতে পরিবারকে বাধ্য হয়ে টাকা দিয়ে আয়া নিয়োগ করতে হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, সেই আয়ার দেওয়া ইনজেকশন নেওয়ার পরেই মৃত্যুবরণ করেন হাসিনা বেগম। এই ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে সিপিআই(এম) নেতৃত্ব স্পষ্টভাবে বলেনদায়ী চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

শুধু চিকিৎসা অবহেলা নয়, হাসপাতালের সামগ্রিক অব্যবস্থা ও অনিয়মের কথাও তুলে ধরেন বিধায়ক। তাঁর অভিযোগ, দালালচক্র ও রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় চলছে স্বজনপোষণ। সাফাই-পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় রয়েছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় হলেও আজও চালু হয়নি নবজাতক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট।

একইসঙ্গে, গত তিন মাস ধরে বিকল এক্স-রে ইউনিটের কারণে রোগীদের প্রাইভেট ক্লিনিকের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে।

সবশেষে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্য মন্ত্রী ড. মানিক সাহার হস্তক্ষেপ দাবি করে বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ সতর্কবার্তা দেন, ''ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা অবহেলার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে আরও নিরপরাধ রোগীর প্রাণহানি ঘটতে বাধ্য।''

একলব্য ক্যাম্পাসে পাণ্ডুলিপি বিদ্যা ও প্রতিলিপি বিষয়ক জাতীয় কর্মশালার সূচনা

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: আজ একলব্য ক্যাম্পাসের গুরু দ্রোণাচার্য্য অডিটোরিয়ামে "পাণ্ডুলিপি বিদ্যা ও প্রতিলিপি" বিষয়ক একটি জাতীয় কর্মশালার শুভ উদ্বোধন হয়। কর্মশালাটি কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন ন্যাশনাল মিশন ফর ম্যানুস্ক্রিপ্টস (এনএমএম)-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় অতিথিদের দ্বারা ঐতিহ্যবাহী প্রদীপ প্রজ্বালন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বেদীয় ও লোকগান উচ্চারণের মাধ্যমে।

স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন অধ্যাপক সুশান্ত কুমার রাজ, সাহিত্য বিভাগের প্রধান, একলব্য ক্যাম্পাস। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ড. উত্তম সিংহ, সহকারী অধ্যাপক, বৌদ্ধ দর্শন বিভাগ।

এই বিশেষ উপলক্ষে, অধ্যাপক প্রভাত কুমার মহাপাত্র, পরিচালক, শ্রী সদাশিব ক্যাম্পাস, কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, পুরী (ওড়িশা), সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়ে একটি প্রাঞ্জল বক্তব্য রাখেন।

বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক বিনোদ কুমার মিশ্র, সাহিত্য অনুষদের ডিন, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি বিষয়টির একাডেমিক গুরুত্ব এবং সমসাময়িক গবেষণায় এর প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক অনির্বাণ দাস, পরিচালক, ন্যাশনাল মিশন ফর ম্যানুস্ক্রিপ্টস, নয়াদিল্লি। তিনি ভারতের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মিশনের ভূমিকা ও চলমান প্রকল্পসমূহের কথা তুলে ধরেন, যেমন: ডিজিটাইজেশন, পাঠোদ্ধার ও সংরক্ষণ কার্যক্রম।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বমূলক ভাষণ প্রদান করেন অধ্যাপক মাখালেশ কুমার, পরিচালক, কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য ক্যাম্পাস। তিনি তাঁর বক্তব্যে আধুনিক যুগে প্রাচীন জ্ঞানতত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেন এবং গবেষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান, যাতে তাঁরা একাডেমিক গবেষণা ও সম্প্রদায়ভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে এই মূল্যবান জ্ঞান-সম্পদ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে, যা প্রদান করেন ড. দিবেশ শর্মা, সহকারী অধ্যাপক, জ্যোতিষ বিভাগ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন ড. নাগপতি হেগড়ে, সহকারী অধ্যাপক, ব্যাকরণ বিভাগ।

এই কর্মশালা আগামী দিনগুলোতে বিভিন্ন কারিগরি অধিবেশনের মাধ্যমে চলবে, যেখানে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত গবেষক ও শিক্ষার্থীদের পাণ্ডুলিপি পাঠ, সংরক্ষণ কৌশল এবং প্রতিলিপি নির্মাণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

জাতীয় সড়কে বাস ও অটোর সংঘর্ষে আহত এক

আগরতলা, ১৬ আগস্ট : বাস এবং অটো গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে আহত অটো চালক বাহারুল ইসলাম সহজ যাত্রী আব্দুল কাদির। ঘটনা শনিবার বিকেলে বিশালগড় থানাধীন চড়িলাম মোটর স্ট্যান্ডে জাতীয় সড়কের উপরে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি বাস গাড়ি চড়িলাম স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে যাত্রী গাড়িতে তোলার সময় একটি টিআর০৩সি৩৬৬১ নাম্বার একটি অটো গাড়ি দ্রুত গতিতে এসে বাস গাড়ির পেছনে ধাক্কা মারে।বাস গাড়ি পেছনে অটো গাড়ি সংঘর্ষে অটো গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে মুছে যায়।অটো চালক আসাম নিবাসী বাহারুল ইসলাম মারাত্মকভাবে আহত হয় সাথে এক যাত্রী আব্দুল কাদির আহত হয়।তার মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। বিকট শব্দে স্ট্যান্ড এলাকার মানুষ ঘটনাস্থলে দৌড়ে ছুটে আসে খবর দেয় বিশালগড় দমকল বাহিনী এবং বিশালগড় থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে বিশালগড় দমকল বাহিনী ছুটে এসে আহত অটো চালক ও যাত্রীকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

চড়িলাম অটো স্ট্যান্ড এলাকার অটো চালক এবং বাজার ব্যবসায়ীরা একসঙ্গে জাতীয় সড়কের উপরে অটো গাড়ির গ্লাসের টুকরোগুলো ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে জাতীয় সড়ক চলাচলের উপযুক্ত করে তুলে।এই যান দুর্ঘটনায় কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায় জাতীয় সড়ক। দুর্ঘটনা গ্রস্থ অটো গাড়িটি বিশালগড় থানার পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নেয়।

যথাযোগ্য মর্যাদায় অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রয়াণ দিবস পালন

আগরতলা, ১৬ আগস্ট : যথাযোগ্য মর্য্যাদায় ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির কার্যালয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়েছে। এদিন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পন করেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্বরা।

এদিন রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, ভারত মাতার সুসন্তান, প্রখর রাষ্ট্রবাদী নেতা ছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। সাথে তিনি যোগ করেন, কোটি কোটি কার্য্যকর্তার পথ প্রদর্শক অটল বিহারীর চিন্তাধারা সর্বদাই আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

তাঁর কথায়, মূল্য এবং আদর্শের উপর নির্ভর করে নিজের রাজনীতি দিয়ে তিনিই প্রথম ভারতবর্ষের বিকাশ এবং সুশাসনের যুগের সূচনা করেছিলেন।

স্বাধীনতা দিবসের রাতে ধর্মনগরে দুঃসাহসিক চুরি

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: স্বাধীনতা দিবসের রাতে ধর্মনগরে দুঃসাহসিক চুরি। ফের এক বাড়ি থেকে স্বর্ণালংকার ও নগদ অর্থ নিয়ে যাওয়ার ঘটনা সামনে আসতেই জনমনে তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

স্বাধীনতা দিবসের রাতে ধর্মনগরে চুরির ঘটনা সামনে আসতেই জনমনে তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে ধর্মনগর থানাধীন দেওয়ান পাশা গ্রামের ৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা কাজল গোস্বামী বাড়িতে গতকাল রাতে নিশি কুটুমবরা হানা দিয়ে দুই ভড়ি স্বর্ণালংকার ও নগদ অর্থ নিয়ে যায়। সেই সময় পরিবারের লোকেরা অন্যত্র ছিলেন। গতকালই দের রাতে বাড়িতে ফিরে এসে এই দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে পড়েন। এরপর খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর থানায়। পরবর্তীতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে একটি চুরির মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

আজ মনসা পূজা

মূল্যবৃদ্ধির বাজারেও মৃৎশিল্পীরা উপযুক্ত দাম না পাওয়ায় হতাশ

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: আগামীকাল মনসা পূজা। সেদিকে লক্ষ্য রেখে বাজারে উঠেছে মনসা মূর্তি। মূল্য বৃদ্ধির বাজারে মৃৎশিল্পীরা উপযুক্ত দাম পাচ্ছেন না বলে জানালেন।

প্রসঙ্গত, মনসা পূজা, যা সর্পদেবী মনসার পূজা হিসেবে পরিচিত, এটি বাংলা সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই পূজা মূলত সাপের উপদ্রব থেকে রক্ষা, রোগ নিরাময় এবং সমৃদ্ধি কামনায় করা হয়। মনসামঙ্গল কাব্যে মনসা দেবীর পূজা ও তার মাহাত্ম্য বর্ণিত রয়েছে।পুরাণ ও লোককথা অনুসারে, মনসা হলেন ঋষি কশ্যপ ও কদ্রুর কন্যা এবং শিবের আত্মীয়। তিনি সর্পদেবী এবং তার পূজা বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য ও পালাগানেও স্থান পেয়েছে। মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগরের সাথে মনসা দেবীর বিরোধ এবং বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কাহিনীতে, চাঁদ সদাগর মনসার পূজা করতে অস্বীকার করলে তার পুত্র লখিন্দর সাপের কামড়ে মারা যায়। বেহুলা তার স্বামীর জীবন ফিরে পাওয়ার জন্য মনসার পূজা করে এবং অবশেষে লখিন্দর ও তার স্বামীর জীবন ফিরে পায়।

আগামীকাল মনসা পূজা। সেদিকে লক্ষ্য রেখে বাজারে উঠেছে মনসা মূর্তি। তবে পরিশ্রমের তুলনায় দাম পাচ্ছে না বিক্রেতারা জানান তারা। পাশাপাশি প্রতিমা শিল্পীরা রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন রাখে তাদেরকে যেন পার্মানেন্ট একটি মূর্তি বিক্রি করার জায়গা করে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত বটতলা এলাকায় মূর্তি বিক্রি করতে হলে প্রতিদিন তাদেরকে ৫০০ টাকা করে কমিটিকে দিতে হয়।

ড্রাগমুক্ত ভবিষ্যতের দিকে দৌড়' শীর্ষক ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: আজ সকাল সকাল ৭টা থেকে ৮টা পর্য্যন্ত ১২৪ ব্যাটালিয়ন সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ) 'ড্রাগমুক্ত ভবিষ্যতের দিকে দৌড়' শীর্ষক একটি ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করে, যা জাতীয় ড্রাগ সচেতনতা অভিযানের অন্তর্গত ছিল। এই অনুষ্ঠানটি বিএসএফ সদর দপ্তর নলকাটা এবং আশেপাশের গ্রামগুলিতে অনুষ্ঠিত হয় ম্যারাথন দৌড়ের সূচনা করেন শ্রী এস. বালাসুব্রামণিয়াম, কমান্ড্যান্ট, যাঁর উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ জনগণ এবং বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। তিনি মাদক সেবনের মানসিক এবং শারীরিক পরিণতি সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করার ওপর জোর দেন এবং ড্রাগ আসক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতার বার্তা প্রচার করেন।এই ম্যারাথন দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন ২ জন কর্মকর্তা, ১২ জন সহকারী অফিসার এবং ৫৬ জন জওয়ান। পুরো অনুষ্ঠানটি সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে এবং এটি সমাজের প্রতি একটি শক্তিশালী সচেতনতার বার্তা পৌঁছানোর লক্ষ্যে উদ্দীপনামূলক প্রভাব ফেলেছে।

দুর্ঘটনায় অল্পেতে রক্ষা, প্রাণে বাঁচলেন বাসযাত্রীরা

আগরতলা, ১৬ আগস্ট: আজ সকালে খোয়াই-আগরতলা সড়কের বেলফাং এলাকায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটলেও অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন যাত্রীবাহী একটি কুইজার গাড়ির যাত্রীরা।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সকাল ৯টা নাগাদ আগরতলা থেকে খোয়াই যাওয়ার পথে বেলফাং নাকা পয়েন্টের সামনে হঠাৎ করেই একটি বাইক উল্টো দিক থেকে এসে যাত্রীবাহী কুইজার গাড়িটির সামনে চলে আসে। দুর্ঘটনা এড়াতে গাড়িচালক দ্রুত ব্রেক কষলেও, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি সড়কের পাশে পড়ে যায়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas